Peace

৩৬৫ দিনের ডায়েরী

কুরআন, হাদিস ও দু'আ

৩৬৫ দিনের ডায়েরী
কুরআন, হাদিস ও দু'আ
সংকলনে
মো: নূরুল ইসলাম মণি
পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি
আরবি প্রভাষক
Peace Publication
পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

সম্পাদকীয়

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَمَّا بَعْدُ.

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রভু, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মহান নেতা, শিক্ষক ও পদপ্রদর্শক। কুরআন আমাদের জীবন বিধান এবং রাসূল ﷺ-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী তথা হাদীস আল কুরআনেরই ব্যাখ্য। আল্লাহর প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ ঘোষণা করেছেন- طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ -প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর ওপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। (ইবনে মাজাহ-২২৪)

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও গতিশীল জীবন ব্যবস্থার নাম। নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত যেমন ফরজ, তেমনি রোজগার নীতি, ব্যয়নীতি, ব্যাংকনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও বিশ্বনীতিসহ সব নীতিই ইসলাম মোতাবেক পরিচালনা করা ফরজ। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো নামাজ, রোজা ও হজ্জ ইত্যাদির ফজিলত নীতিই কেবল আমরা ইসলাম থেকে নিচ্ছি অথচ বাকী নীতিগুলো ইসলাম থেকে না নিয়ে মানব রচিত মতবাদ থেকেই গ্রহণ করছি। যার প্রধান কারণ হলো ইসলাম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী না হওয়া। ফলশ্রুতিতে মুসলিমদের অধীনে যারা থাকার কথা তাদের অধীনে মুসলিমরা আজ চরম লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। এ অবস্থায় পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি।

কিন্তু বাস্তবতা বড় কঠিন ও দুঃখজনক যে, প্রতিদিন আমাদের কেউ কেউ খবরের কাগজ পড়ার জন্য ২ থেকে ৩ ঘণ্টা ব্যয় করে আর ইন্টারনেট ব্রাউজ করলে তো আর কথাই নেই অথবা প্রতি ঘণ্টার খবর, বিশেষ বুলেটিন, টকশোর মত টিভি প্রোগ্রাম বা নাটক দেখার জন্য হিসাব করলে দেখা যাবে দৈনিক ৪-৫ ঘণ্টা ব্যয় করছে। অথচ কুরআন, হাদীস বা ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করার জন্য আমরা দৈনিক এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করতেও রাজি নই। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদেরকে কুরআন, হাদীস ও দু'আমূখী করার জন্য আমরা **৩৬৫ দিনের ডায়েরী কুরআন, হাদীস ও দু'আ** নামক গ্রন্থটি সংকলন করেছি। ৩৬৫ দিনের আয়াত কমপক্ষে প্রায় ৩৬৫×৩ = ১০৯৫টি, ৩৬৫ টি হাদীস, এবং ৩৬৫টি দু'আ সম্বলিত এবং বিশেষ সংযোজন কুরআন ও হাদীস কেন্দ্রিক কিছু বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থটি চয়ন করা হলো।

এ বইতে সহীহ হাদীস নেয়ার চেষ্টায় ত্রুটি করিনি। আর সাধারণ ও পরিচিতি আয়াত নেয়া হয়েছে এবং দু'আর ক্ষেত্রে কিছুটা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অধ্যায়ন ও সূত্র খুজে পাওয়ার সুবিধার্থে প্রত্যেক হাদীসের তথ্যগুলো মাকতাবাতুশ শামেলা থেকে নেয়া হয়েছে।

এ গ্রন্থটিতে দু'আর ক্ষেত্রে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উচ্চারণ দিয়েছি। যা একেবারে সাধারণ পাঠকের জন্য। একটি ভাষার উচ্চারণ আরেকটি ভাষায় প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব।

এ মূল্যবান গ্রন্থটিকে ডায়েরির মত করে সাজিয়েছি যাতে পাঠকরা তা দৈনিক ডায়েরির মত করে ব্যবহার করতে পারে। সাধারণ পাঠকদের জন্য ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৬৫ দিনের একটি সাধারণ রুটিন দেয়া হয়েছে। সময় কম থাকলে ৮ থেকে ১০ মিনিটের মধ্যেই তা শেষ করা যাবে। হাতে মোটামুটি সময় থাকলে একটু সময় নিয়ে আয়াত, হাদীস ও দু'আগুলো শুদ্ধ করে মুখস্থ করার চেষ্টা করা দরকার। বিশেষ কোনো কারণে যদি কোনো একদিন যেমন- ১মার্চ তারিখের রুটিন পড়া আদায় করা গেল না তাহলে ২মার্চ তারিখে কাজা আদায় করে চলমান রুটিন আদায় করার মাধ্যমে পড়া অব্যাহত রাখলে উপকারিতা পাওয়া যাবে। কেননা, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- উত্তম কাজ ঐটাই যা কম হলেও সর্বদা পালন করা হয়। (বুখারী)

এ ক্ষেত্রে একটি কথা না বললেই নয়, আমি (সংকলক) যখন হজ্জে যাই তখন মরক্কোর এক ভাইয়ের সাথে কথা প্রসঙ্গে সে বলল, তাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের প্রতিদিন সন্ধ্যার পর কুরআন ও হাদীস না পড়লে ঐ রাতে খাবার দেয়া হয় না। সুতরাং এটা যদি আমরাও পালন করেত পারি তাহলে আমাদের ছেলে মেয়েরাও ছোট্টকাল থেকে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে আদর্শ নাগরিকের ভূমিকা রাখতে পারে। গ্রন্থটি প্রকাশে যাদের Method বা পদ্ধতি অনুসরণে সাজিয়েছি তারা হলেন-কানাডা প্রবাসী আমির জামান ও নাজমা জামান এবং ISE=Institute for social Engineering canada, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

অসাধারণ এ গ্রন্থটি স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ এবং সর্বোপরি সাধারণ পাঠক-পাঠিকার জ্ঞানের চাহিদা কিছুটা হলেও মিঠাতে সক্ষম হবে বলে আশা করি। গ্রন্থটি নিখুত ও নির্ভুল করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এরপরেও ভুল ভ্রান্তি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কোনো ভুল ভ্রান্তি পাঠক-পাঠিকার চোখে পড়লে তা অবহিত করার জন্য অনুরোধ রইল। আল্লাহ আমাদের এ শ্রমকে কবুল করুন। আমীন ॥

১. জানুয়ারী

০১ জানুয়ারি

কুরআন : জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টির উদ্দেশ্য আমলের পরীক্ষা করা

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ.

অর্থ : যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।

(৬৭-আল মূলক : আয়াত-২)

হাদীস : যে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও অক্ষম

عَنْ شَدَّادِ ابْنِ اَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتَمَنّٰى عَلَى اللهِ.

অর্থ : শাদদাদ ইবনে আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে, সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি নিজেকে কু-প্রবৃত্তির গোলাম বানায় অথচ আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা করে (জান্নাত), সে-ই **অক্ষম**। (তিরমিযী : ২৪৫৯)

দু'আ : রাসূল ﷺ যে আয়াতটি পড়ে উম্মতের জন্য দু'আ করতেন

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অর্থ: যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারাতো আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে নিশ্চয় আপনিই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (৫-আল মায়িদা : আয়াত-১১৮)

০২ জানুয়ারি

কুরআন : জ্ঞান অর্জন করা কুরআন ও শরীয়াতের প্রথম নির্দেশ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِیْ خَلَقَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَاْ وَ رَبُّکَ الْاَ کْرَمُ. الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ یَعْلَمْ.

১. পড় [জ্ঞান অর্জন কর] তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, ২.মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাধা রক্ত থেকে
৩. পড়, তোমার প্রতিপালক যিনি মহা মহিমান্বিত,
৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন,
৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (৯৬-আল আলাক : আয়াত-১-৫)

হাদীস : যেমন নিয়ত তেমন ফল

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَاِنَّمَا لِکُلِّ امْرِئٍ مَا نَوٰی فَمَنْ کَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰی دُنْیَا یُصِیْبُهَا اَوْاِلَی امْرَاَةٍ یَنْکِحُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰی مَاهَاجَرَ اِلَیْهِ.

অর্থ : ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি-কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়্যাত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোনো মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে– তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে, যে জন্যে সে হিজরত করেছে। (বুখারী হাদীস : ১)

দু'আ : আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামের দু'আ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَکُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা জ্বলামনা আনফুসানা ওয়াইল্লাম তাগফির লানা ওয়াতার হামনা লানা কূনান্না মিনাল খাসিরীন।

অর্থ: ওগো পরওয়ারদিগার! আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর আর আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না কর, তাহলে তো আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। (৭-আল আ'রাফ : আয়াত-২৩)

০৩ জানুয়ারি

কুরআন : জ্ঞান ও অজ্ঞতা সমান নয়

وَ مَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ. وَ لَا الظُّلُمٰتُ وَ لَا النُّوْرُ. وَ لَا الظِّلُّ وَ لَا الْحَرُوْرُ. وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ.

১৯. আর সমান নয় অন্ধ ও দৃষ্টিমান ব্যক্তি।
২০. এবং সমান নয় অন্ধকার ও আলো।
২১. এবং সমান নয় ছায়া ও রৌদ্র।
২২. আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান। যারা কবরে আছে আপনি তাদের শুনাতে পারবেন না।

(৩৫-ফাতের : আয়াত -১৯-২২)

হাদীস : ইলম অর্জন করা নর-নারী সবার জন্য ফরজ

عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

অর্থ : আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ তথা অবশ্য কর্তব্য। (ইবনে মাজাহ : ২২৪)

দু'আ : নূহ আলাইহিস সালামের দু'আ

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا.

উচ্চারণ : রাব্বিগ ফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়ালিমান দাখালা বায়তিয়া মুমিনাও ওয়ালিল মু'মিনান ওয়াল মুমিনাত ওয়ালা তাজিদিজ জ্বোয়ালিমীনা ইল্লা তাবারা।

অর্থ : হে প্রভু! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিন হয়ে আমার ঘরে যারা প্রবেশ করবে এমন সব লোককে এবং মুমিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আর যালেমদের জন্যে ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছুই বৃদ্ধি করো না।

(৭১-নূহ : আয়াত - ২৮)

০৪ জানুয়ারি

কুরআন : জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۗ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

অর্থ : আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? বুদ্ধিমান লোকেরাই তো নসীহত গ্রহণ করে থাকে।

(৩৯-যুমার : আয়াত- ৯)

হাদীস : নিজের জন্য যা পছন্দ করা হয় সেটা অন্যের জন্যও পছন্দ করা

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

অর্থ : আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।

(বুখারী হাদীস :১৩)

দু'আ : নূহ (আ:)-এর দু'আ {নৌকা, লঞ্চ ও জাহাজে চলার দু'আ}

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি মাজরিহা ওয়ামুর সাহা ইন্না রাব্বি লাগাফূর রাহীম।

অর্থ : আল্লাহর নামেই এর গতি আর আল্লাহর নামে এর স্থিতি। নিশ্চয় আমার প্রভু বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (১১-হূদ : আয়াত : ৪১)

০৫ জানুয়ারি

কুরআন : জ্ঞানীদের মর্যাদা সুউচ্চ

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ .وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ .وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দেবেন। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণরূপে অবহিত। (৫৮-আল মুজাদালা -আয়াত-১১)

হাদীস : রাসূল ﷺ -কে ভালবাসা ঈমানের অংশ

عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

অর্থ : আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন- তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই। (বুখারী হাদীস :১৫)

দু'আ : সাইয়্যিদুল ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থণার সর্বোত্তম দু'আ)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার রব, তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তুমি আমায় সৃজন করেছ, আমি তোমার দাস, আমি আমার সামর্থ্যমত তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ রয়েছি। আমি যা ভুল করেছি তার ক্ষতিকর পরিণাম হতে রেহাই পাবার জন্য তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করছি। আমার উপর তোমার অগণিত নি'আত আমি স্বীকার করছি এবং নিজের পাপের কথা স্বীকার করছি। সুতরাং আমায় ক্ষমা কর, যেহেতু তুমি ব্যতীত ক্ষমাকারী আর কেউ নেই। (বুখারী ৬৩০৬, ইবনে মাজাহ ৩৮৭২, নাসায়ী ৫৫২২, তিরমিযী ৩৩৯৩)

০৬ জানুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর পথে আহ্বানে সুন্দরভাবে কথা বলা চাই

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ. وَ يَسِّرْ لِىْٓ اَمْرِىْ .وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ. يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ.

অর্থ : হে আমার রব! আমার বক্ষ (হৃদয়) খুলে দাও। আমার কাজকে সহজ করে দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। যাতে ওরা (লোকে) আমার কথা বোঝে। (২০-ত্ব-হা : ২৫-২৮)

হাদীস : ইলম অর্জনের পথ সহজ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهٗ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম সন্ধান করে পথ চলে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। (মুসনাদে আহমদ : ৩৬৯৯)

১. দু'আ : ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী নাজ্জানা মিনাল ক্বওমিজ জোয়ালিমীন।
অর্থ: সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি যালেমদের হাত থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। (২৩-মুমিনুল : ২৮)

২. দু'আ : আখিরাতের লাঞ্ছিত না হওয়ার জন্য দু'আ

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা ওয়া আতিনা মা ওয়াদতানা আলা রুসুলিকা ওয়ালা তুখযিনা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআ'দ।
অর্থ : হে রব! নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তুমি যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা তুমি আমাদেরকে দিয়ে দিও। আর কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তুমি অপমানিত করিও না। আর তুমি তো যা বল তাই করে থাক।

(৩-আলেইমরান : ১৯৪)

০৭ জানুয়ারি

কুরআন : সামর্থ্যের বাহিরে আল্লাহ্ কাউকে দায়িত্ব দেন না

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

অর্থ : আল্লাহ্ সামর্থ্যের বাহিরে কাউকে দায়িত্ব দেন না। সে যা ভাল করেছে তা তার কল্যাণে আসবে এবং যা মন্দ করেছে তা তার বিপক্ষে আসবে।

(২-আল বাক্বারা : আয়াত-২৮৬)

হাদীস : মানুষ মৃত্যুবরণ করলেও তিনটি আমল জারী থাকবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهٗ اِلاَّ مِنْ ثَلٰثَةٍ اِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَّدْعُوْ لَهٗ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার আমলও বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য তখনও তিন প্রকারের নেক আমল বাকি থেকে যায়।

১. সদকায়ে জারিয়া অর্থাৎ এমন দান সদকা যদ্বারা মানুষ দীর্ঘদিন পর্যন্ত লাভবান হতে থাকে;
২. এমন ইলম, যদ্বারা ফায়দা লাভ করা যেতে পারে এবং
৩. এমন সচ্চরিত্রবান সন্তান, যারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে।

(মুসলিম ৫ম খণ্ড, অঃ ওসিয়ত, পৃঃ নং-৪৯)

দু'আ : ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আ

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

উচ্চারণ : রাব্বানা আলাইকা তাওয়াক্কালনা ওয়া ইলাইকা আনাবনা ওয়া ইলাইকাল মাসির।

অর্থঃ ওগো আমাদের অভিভাবক! আমরা তোমার উপর তাওয়াক্কুল করলাম, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম আর তুমিই তো আমাদের গন্তব্যস্থল।

(৬০-আল মুমতাহিনা : ৪)

০৮ জানুয়ারি

কুরআন : শত্রুর মোকাবেলায় যথাযথ শক্তি অর্জন কর

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ.

অর্থ : তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (৮-আল আনফাল : আয়াত-৬০)

হাদীস : শত্রুর বিরুদ্ধে যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ কর

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

অর্থ : ইবনে আমির আল জুহানী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে মিম্বরে দাড়িয়ে খুতবা দেয়ার সময় বলতে শুনেছেন : (পবিত্র কুরআনের নির্দেশ) "তোমরা শত্রুর মোকাবিলার জন্য সাধ্যমত শক্তি অর্জন কর" মনে রেখ, শক্তি হলো তীরন্দাজী, মনে রেখ শক্তি হলো তীরন্দাজী, মনে রেখ শক্তি হলো তীরন্দাজী। (বুখারী -২৫১৪)

দু'আ : কাফিরদের জন্য পরীক্ষার স্থল না বানাতে দু'আ

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

উচ্চারণ : রাব্বানা লা তাযআলনা ফিতনাতা লিল্লাজি না কাফারূ ওয়াগফিরলানা রাব্বানা ইন্নাকা আনতাল আজিজুল হাকিম।

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাদেরকে কাফিরদের জন্যে পরীক্ষার স্থল কর না। ওগো মাওলা! আমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দাও। তুমি অবশ্যই মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিচক্ষণ। (৬০-আল মুমতাহিনা : ৫)

০৯ জানুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ . وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ . وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ.

অর্থ : আমি অবশ্যই লুকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং বলেছিলাম- আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তা করে নিজের জন্য এবং কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (৩১-লূকমান : আয়াত-১২)

হাদীস : আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশে ব্যয়

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ ﷺ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ (اِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِيْ فِيْ اِمْرَاَتِكَ)

অর্থ : সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, 'তুমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশে যা-ই ব্যয় কর না কেন, তোমাকে তার প্রতিদান নিশ্চিতরূপে প্রদান করা হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও। (বুখারী হাদীস :৫৬)

দু'আ : নেক সন্তান লাভের জন্য দু'আ

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বি হাবলী মিনাস স্বলিহীন।

অর্থ: ওগো আমার রব! আমাকে একটি (সালেহ) নেককার পুত্র দান কর। (৩৭-আস সাফফাত : ১০০)

১০ জানুয়ারি

কুরআন : জ্ঞানী লোকেরাই কেবল কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَ لِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

অর্থ : এটা এক বহু বরকতপূর্ণ কিতাব যা আমরা নাজিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াতগুলি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন লোকেরাই এটা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে। (৩৮-সাদ : আয়াত-২৯)

হাদীস : মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করা

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ.

অর্থ : জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন না, যে মানুষের প্রতি রহম করে না। (বুখারী হাদীস : ৭৬৭৬)

দু'আ : ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দু'আ

وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ.

উচ্চারণ : ওয়ামা উগনী আনকুম মিনাল্লাহি মিন শাইয়িন ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহি আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া আলাইহি ফালইয়াতা ওয়াক্কালিল মুতাওয়াক্কিলুন।

অর্থ: কিন্তু আমি আল্লাহর ইচ্ছা থেকে তোমাদের বাঁচাতে পার না। তাঁর হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুম চলে না। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করছি। আর যে-ই ভরসা করতে চায় তাঁরই ওপর করা উচিত। (১২-ইউসুফ : ৬৭)

১১ জানুয়ারি

কুরআন : কষ্ট দূর করাই কুরআন নাজিলের কারণ

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى.

অর্থ : হে নবী! তোমার প্রতি কুরআন এজন্য নাজিল করি নাই যে ইহা সত্ত্বেও তুমি অকৃতকার্য ও অসুখী হয়ে থাকবে। (২০-ত্ব-হা : আয়াত -২)

হাদীস : আল্লাহ্‌ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন

قَالَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ﷺ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيْبًا يَقُوْلُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يُرِدَ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ وَلَنْ تَزَالُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ قَائِمَةً عَلٰى اَمْرِ اللّٰهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ.

অর্থ : হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়াহ ﷺ-কে খুৎবায় বলতে শুনেছি, তিনি বরেছেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের' ইলম দান করেন। আমি তো বিতরণকারী মাত্র, আল্লাহই (জ্ঞান) দাতা। সর্বদাই এ উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমের ওপর কায়িম থাকবে, বিরোধিতাকারীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী হাদীস :৭১)

দু'আ : ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দু'আ

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَّاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ.

উচ্চারণ : বাল সাওওয়ালাত লাকুম আনফুসুকুম আমরা ফাসাবরুন জামিল ওয়া ল্লাহুল মুসতা'আনু আ'লা মাতাসিফুন।

অর্থ : বরং তোমাদের নফস তোমাদের জন্যে একটা বিরাট কাজকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে আমি ধৈর্যধারণ করলাম। আর অতি উত্তমভাবেই সবর করে থাকব। তোমরা যা কিছু বলছ, সে বিষয়ে কেবল আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। (১২-ইউসুফ : ১৮)

১২ জানুয়ারি

কুরআন : কুরআনের সব হুকুমই মানতে হবে

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

অর্থ : তোমরা কি কুরআনের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ অস্বীকার করবে? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে তাদের এছাড়া আর কী শাস্তি হতে পারে যে, তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে? তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত আছেন।

(২-আল বাকারা : আয়াত-৮৫)

হাদীস : ইল্‌ম ও সম্পদ ব্যয় এ দুটি বিষয়ে ইর্ষা করা বৈধ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حَسَدَ اِلَّا فِيْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, কেবল দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা বৈধ;

১. সে ব্যক্তির ওপর, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে বৈধ পন্থায় অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন;
২. সে ব্যক্তির ওপর, যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞা দান করেছেন, অতঃপর সে তার মাধ্যমে বিচার ফায়সালা করে ও তা অন্যকে শিক্ষা দেয়।

(বুখারী হাদীস :৭৩)

দু'আ : ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দু'আ

اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ.

উচ্চারণ : ইন্নামা আশকূ বাচ্ছি ওয়া হুযনী ইলাল্লাহ।

অর্থ : আমি আমার সমস্ত দুঃখ-বেদনা ও দুশ্চিন্তার ফরিয়াদ শুধুমাত্র আল্লাহর দরবারেই করছি। (১২-ইউসুফ : ৮৬)

১৩ জানুয়ারি

কুরআন : যা কর না তা বল না

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ তোমরা কেন এমন কথা বল যা তোমরা নিজেরা কর না? আল্লাহর নিকট এটা ঘৃণা উদ্রেককারী যে তোমরা এমন কথা বল যা তোমরা কর না। (৬১-সফ : আয়াত-২-৩)

হাদীস : নবী ﷺ -এর নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী জাহান্নামী

عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ.

অর্থ : সালামাহ ইবনে আক্‌ওয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার ওপর এমন কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'

(বুখারী হাদীস :১০৯)

দু'আ : ইউসুফ আলাইহিস সালামের দু'আ

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ.

উচ্চারণ : লা তাসরীবা আলাইকুমুল ইয়াওমা ইয়াগফিরুল্লাহু লাকুম ওয়া হুয়া আর হামুর রাহিমীন।

অর্থ: যাও, আজ আর তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সব দয়াবানদের চাইতে অধিক দয়াবান।

(১২-ইউসুফ : ৯২)

১৪ জানুয়ারি

কুরআন : উত্তম কাজের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয় তা যেন নিজেও পালন করে

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

অর্থ : তোমরা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ কর কিন্তু নিজের জীবন সংশোধনের ব্যাপারে উদাসীন থাক অথচ তোমরা কুরআন পড়। তোমরা কি ভাবো না? (২-বাকারা : আয়াত-৪৪)

হাদীস : কিয়ামতের আলামত

عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ لَاُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ اَحَدٌ بَعْدِىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَّقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ اِمْرَاَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

অর্থ : আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। আমি এমন একটি হাদিস তোমাদেরকে শুনাবো যা আমার পরে আর কেউ শুনাবে না। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : নিশ্চয় কিয়ামতের আলামত হলো ইলেম উঠে যাওয়া, অজ্ঞতা, ব্যভিচার, মদপান বিস্তার লাভ করা, পুরুষের সংখ্যা কমা, নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, এমনকি একজন পুরুষের অধিনে পঞ্চাশজন মহিলা থাকবে"। (বুখারী হাদীস : ৮১)

দু'আ : ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে দু'আটি পড়তেন

فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

উচ্চারণ : ফাসতাযাবা লাহূ রাবহু ফাসারফা আনহু কাইদাহুন্না ইন্নাহূ হুওয়াস সামিউল আলীম।

অর্থ: অত:পর তাঁর মনিব তাঁর এ ফরিয়াদ কবুল করলেন : সে নারীদের কূটকৌশল তার থেকে রহিত করলেন। নিশ্চয় তিনি ফরিয়াদ শ্রবণকারী এবং নিজ বান্দার অবস্থা সম্পর্কে অবগত। (১২-ইউসুফ : ৩৪)

১৫ জানুয়ারি

কুরআন : জাহান্নামে বাঁচবেও না মরবেও না

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى. وَ يَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى. الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى. ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى.

১০. যারা ভয় করে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

১১. আর [যারা] ওটা উপেক্ষা করবে সে যে নিতান্ত হতভাগ্য।

১২. সে ভীষণ নরকানলে প্রবেশ করবে।

১৩. অতঃপর সে সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না। (৮৭-আ'লা : আয়াত-১০-১৩)

হাদীস : নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সন্দেহের কারণে অযূ করতে হয় না

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهٖ ﷺ اَنَّهٗ شَكَا اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الرَّجُلُ الَّذِىْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهٗ يَجِدُ الشَّيْءَ فِى الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَنْفَتِلُ اَوْ لَا يَنْصَرِفُ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

অর্থ : আব্বাদ ইবনে তামীম (রহ.)-এর চাচা হতে বর্ণিত। একদা আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো যে, তার মনে হয়েছিল যেন সালাতের মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন- সে যেন ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা দুর্গন্ধ পায়। (বুখারী হাদীস :১৩৭)

দু'আ : মূসা আলাইহিস সালামের দু'আ

رَبِّ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْۢبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ.

উচ্চারণ : রাব্বি ইন্নী আখাফু আইয়ুকাজ্জিবুনি ওয়াদ্বিকু ছদ্বরি ওয়ালা ইয়ানত্বলিকু লিসানী ফাআরসিল ইলা হারূনা ওয়ালাহুম আলাইয়া জানবুন ফাআখাফু আইয়্যাক্বতুলুন।

অর্থ: হে আমার পরওয়ারদিগার! আমার ভয় হয় তারা আমাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করবে। আমার মন ছোট হয়ে আসছে আর আমার রসনা সঞ্চালিত হয় না। আপনি হারূনকেও রিসালাত দান করুন। একটি গুরুতর অপরাধের অভিযোগও আমার বিরুদ্ধে তাদের রয়েছে। তাই আমার ভয় হয় তারা আমাকে হত্যা করবে। (২৬-শোয়ারা : ১২-১৪)

১৬ জানুয়ারি

কুরআনঃ আল্লাহর বাণীকে অমান্যকারির জন্য লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ.

অর্থ : লাঞ্ছনা এবং পরমুখাপেক্ষিতা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহর গযবে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল। এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহর বাণীকে অমান্য করতে শুরু করেছিল, আর পয়গাম্বরগণকে অকারণে হত্যা করেছিল। তাছাড়া আরও কারণ এই যে, তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল এবং তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, তা তারা অতিক্রম করে গিয়েছিল। (২-বাকারা : আয়াত-৬১)

হাদীস : কিবলামুখী হয়ে পেশাব পায়খানা নিষেধ করা

عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا.

অর্থ : আবূ আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন- তোমাদের কেউ যখন শৌচাগারে যায়, তখন সে যেন কিবলার দিকে মুখ না করে এবং তার দিকে পিঠও না করে, বরং তোমরা পূর্ব দিক এবং পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে (এই নির্দেশ মাদিনার বাসিন্দাদের জন্য) (বুখারী হাদীস :১৪৪)

নোট : মোটকথা হলো যে যেখানে আছে সেখান থেকে প্রস্রাব পায়খানা করার সময় কিবলামুখী হয়ে বসবে না এবং কিবলাকে পিছনে রেখেও বসবে না।

দু'আ : শুয়াইব আলাইহিস সালামের দু'আ

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ .

উচ্চারণ : আলাল্লাহি তাওয়াক্কালনা - রাব্বানাফ তাহ বায়নানা ওয়া বায়না ক্বওমিনা বিল হাক্বি ওয়া আনতা খাইরুল ফাতিহীন

অর্থ : আমরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করেছি। পরওয়াদিগার! আমাদের ও আমাদের জাতির লোকদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দাও। আর তুমিই তো সর্বোত্তম ফায়সালাকারী। (৭-আরাফ : ৮৯)

১৭ জানুয়ারি

কুরআন : যারা গাফিল তারাই আল্লাহর সাক্ষাতের ব্যাপারে উদাসীন

اِنَّ الَّذِيۡنَ لَا يَرۡجُوۡنَ لِقَآءَنَا وَ رَضُوۡا بِالۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَ اطۡمَاَنُّوۡا بِهَا وَ الَّذِيۡنَ هُمۡ عَنۡ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوۡنَ.

অর্থ : সত্য কথা এই যে, যারা আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা পোষণ করে না; আর দুনিয়ার জীবন পেয়েই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হয়েছে তারা আমার আয়াত সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। (১০-ইউনুস : আয়াত-৭)

হাদীস : মসজিদে সালাতের অপেক্ষায় থাকা পুরো সময়টাই সালাতের মধ্যে গণ্য হয়

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِيْ صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ فَقَالَ رَجُلٌ اَعْجَمِيٌّ مَا الْحَدَثُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ الصَّوْتُ يَعْنِي الضَّرْطَةَ.

অর্থ : আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন- বান্দা যে সময়টা মসজিদে সালাতের অপেক্ষায় থাকে তার সে পুরো সময়টাই সালাতের মধ্যে গণ্য হয় যতক্ষণ না সে হাদাস করে। জনৈক অনারব বলল, হে আবূ হুরায়রা! 'হাদাস কী'? তিনি বললেন, 'শব্দ করে বায়ূ বের হওয়া।'(বুখারী হাদীস :১৭)

দু'আ : আইয়ুব আলাইহিস সালামের দু'আ

رَبِّ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বী আন্নী মাসসানীয়াদ্দুররু ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমীন।

অর্থ: পরওয়ারদিগার! আমার অসুখ হয়েছে, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। (২১-আম্বিয়া : ৮৩)

১৮ জানুয়ারি

কুরআন : জ্বিন ও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদত করা

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

অর্থ : আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য। (৫১-যারিয়াত : আয়াত -৫৬)

হাদীস : মযী বের হলে অযূ করলেই চলবে

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ﷺ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ﷺ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ فَسَاَلَهُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ .

অর্থ : মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- 'আলী (রা) বলেছেন, আমার অধিক পরিমাণে মযী বের হতো। কিন্তু আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছিলাম। তাই আমি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা)-কে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন- এতে শুধু অযূ করতে হয়। (বুখারী হাদীস :১৭৮)

দু'আ : ইউনুস আলাইহিস সালামের দু'আ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّیْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِیْنَ.

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানা ইন্নী কুনতু মিনাজ জোয়ালিমীন। ফাসতাজাবনা লাহু ওয়া নাজ্জাইনাহু মিনাল গাম্মি ওয়া কাজালিকা নুনজিল মু'মিনীন।

অর্থ: তুমি ছাড়া নেই কোনো ইলাহ! পবিত্র মহান তোমার সত্তা। আমি অবশ্যই অপরাধী। অতঃপর আমি তার দু'আ কবুল করলাম এবং তাকে অন্ধকার থেকে উদ্ধার করলাম। এভাবেই আমি মুমিনদের রক্ষা করি।

(২১-আম্বিয়া : ৮৮)

১৯ জানুয়ারি

কুরআন : কুরআন সন্দেহের বহু উর্ধ্বে

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۚ فِيْهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ. الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

২. এটা ঐ গ্রন্থ যার মধ্যে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। ধর্মভীরুদের জন্য এ গ্রন্থ হিদায়াত বা মুক্তি পথের দিশারী।

৩. যারা অদৃষ্ট বিষয়গুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠিত করে ও আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে ব্যয় করে থাকে।

(২-আল বাকারা : আয়াত -২)

হাদীস : যে হৃদয়ে কুরআন নেই সে দেহ বিরান ঘর

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهٖ شَىْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যারা মধ্যে কুরআনের কোনো অংশ নেই সে হচ্ছে একটি বিরাট ঘরের মতো যা বিধ্বস্ত। (তিরমিযী হাদীস : ২৯১৩)

দু'আ : যাকারিয়া আলাইহিস সালামের দু'আ

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ.

উচ্চারণ : রাব্বি হাবলী মিল্লাদুনকা জুররীয়্যাতান ত্বইয়্যাবাতান ইন্নাকা ছামিউদ দু'আ

অর্থ : মালিক আমার! মনিব আমার! তোমার বিশেষ কুদরতে আমাকে একটি উত্তম পবিত্র সন্তান দান কর। অবশ্যই তুমি দু'আ শ্রবণকারী।

(৩-আলে ইমরান : ৩৮)

২০ জানুয়ারি

কুরআন : কুরআনের অনুসরণ করো

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ.

অর্থ : তোমার রবের পক্ষ থেকে যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তুমি তা অনুসরণ কর এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্ধু হিসাবে অথবা সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ কর না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

(৭-আল আরাফ : আয়াত-৩)

হাদীস : দুটি জিনিসের অনুসরণ করলে পথভ্রষ্ট হবে না

عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ.

অর্থ : মালেক ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ রাসূল (সা) বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুটি নির্দেশিকা রেখে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিভ্রান্ত হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত (হাদীস)।

(মিশকাতুল মাসাবীহ-১৮৬)

দু'আ : ঈসা আলাইহিস সালামের দু'আ

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা আমান্না বিমা আনযালতা ওয়াত্তাবা'নার রাসূলা ফাকতুবনা মা'আশ শাহিদীন।

অর্থ: ওগো আমাদের রব! তুমি যেসব নিদর্শন নাযিল করে আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি, তা আমরা মেনে নিয়েছি এবং রাসূলকে অনুসরণ করার পন্থা কবুল করেছি। সত্যের সাক্ষ্যদাতাদের নামের সাথে তুমি আমাদের নাম লিখে নিও। (৩-আল ইমরান : ৫৩)

২১ জানুয়ারি

কুরআন : কুরআন বিশ্ববাসির জন্য উপদেশ

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ : কুরআন তো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ। (৬৮-কালাম : আয়াত- ৫২)

হাদীস : আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্ক

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ يُقَالُ لَهٗ عُقَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا.

অর্থ : মুআয ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উকাইর নামক একটি গাধার পিঠে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, বান্দার ওপর আল্লাহর হক কি? আমি বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, বান্দার ওপর আল্লাহর হক হলো, বান্দা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর ওপর বান্দার হক হলো, তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক করবে না তাহলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না। আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমি কি লোকেরদেরকে এ সুসংবাদ দিব না? তিনি বললেন, না, তুমি লোকদেরক এ সুসংবাদ দিও না, তাহলে লোকেরা (এর ওপরই) নির্ভর করে বসে থাকবে।

(বুখারী ৫ম খণ্ড; অ: জিহাদ, পৃ: নং-১৪৭)

দু'আ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'আ

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ.

উচ্চারণ : রাব্বি আউযুবিকা মিন হামাযাতিশ শায়াতিন ওয়া আউযুবিকা রাব্বি আইয়াহদুরূন।

অর্থ : পরওয়ারদিগার! শয়তানের প্ররোচনা থেকে আমি আপনার আশ্রয় চাই। প্রভু! আমার নিকট শয়তানের উপস্থিতি থেকেও আপনার নিকট পানাহ চাই।

(২৩-মু'মিনুন : ৯৭-৯৮)

২১ জানুয়ারি

কুরআন : মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর, যেরূপ ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (৩-ইমরান : আয়াত-১০২)

হাদীস : ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভকারী

عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَّضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً.

অর্থ : আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে 'রব', ইসলামকে 'দ্বীন' এবং মুহাম্মদ ﷺ -কে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে, সে ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে।

(মুসলিম ১ম খণ্ড অ:ঈমান পৃ: ১১৭ ও বুখারী)

দু'আ : ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়ার দু'আ

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বিব নিলী ইনদাকা বাইতান ফিল জান্নাতি ওয়া নাজ্জিনী মিন ফিরআউনা ওয়া আমালিহী ওয়া নাজ্জিনী মিনাল ক্বওমিজ জোয়ালিমীন।

অর্থ : হে আমার পরওয়ারদিগার! তোমার নিকট প্রার্থনা, জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর বানিয়ে দাও। (পরওয়ারদিগার) আর আমাকে ফেরাউন ও তাঁর কার্যকলাপ থেকে রক্ষা কর এবং এই যালেম লোকদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও। (৬৬-আত তাহরীম : ১১)

২৩ জানুয়ারি

কুরআন : রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য তাগূতকে অস্বীকার করা

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

অর্থ : প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি এই বলে তাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন যে, আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাগুতের আনুগত্য পরিহার কর। (১৬-আন নাহল : আয়াত-৩৬)

হাদীস : অনিবার্য দুটি বিষয়

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِثْنَتَانِ مُوْجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا الْمُوْجِبَتَانِ؟ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুটি বিষয় অপর দুটি বিষয়কে অনিবার্য করে তোলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল সে দুটি বিষয় কি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে আল্লাহ সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করেছে সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে, পক্ষান্তরে যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

(সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড, অঃ ঈমান, পৃঃ ১৫৩)

দু'আ : আসহাবে কাহাফের দু'আ

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا.

উচ্চারণ : রাব্বানা আতিনা মিল্লাদুনকা রহমাতাও ওয়াহায়্যি লানা মিন আমরিনা রাশাদান।

অর্থঃ হে প্রভু! আমাদেরকে তোমার বিশেষ রহমত দ্বারা ধন্য করো। আর আমাদের গোটা ব্যাপারটা তুমি সুষ্ঠ ও সঠিকভাবে গড়ে দাও। (১৮-কাহাফ : ১০)

২৪ জানুয়ারি

কুরআন : মানুষকে বিভিন্ন দলে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য পরস্পর পরিচিতি লাভ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

অর্থ : হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি তোমাদের জন্যে জাতি ও গোত্র বানিয়েছি, যাতে করে (এর মধ্যে) তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার, কিন্তু আল্লাহর কাছে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে আল্লাহ তায়ালাকে বেশি ভয় করে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন এবং সব কিছুর (পুংখানুপুংখ) খবর রাখেন। (৪৯-হুজুরাত : আয়াত-১৩)

হাদীস : অন্তর পরিচ্ছন্ন থাকা ঈমানের পরিচয়

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ.

অর্থ : নু'মান ইবনে বশীর ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, জেনে রেখ নিশ্চয় মানুষের শরীরে একটি গোশতের টুকরা আছে- তা বিশুদ্ধ থাকলে গোটা শরীর সুস্থ থাকে। আর তা বিনষ্ট হলে গোটা শরীরই ব্যধিগ্রস্ত হয়ে যায়। জেনে রেখ ঐ গোশতের টুকরাটি হলো মানুষের কলব তথা আত্মা। (সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, অঃ ঈমান পৃঃ-৪০)

দু'আ : মযলুমদের দু'আ

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সবরাও ওয়াতাওফফানা মুসলিমীন।

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদের ধৈর্য ধারণের তৌফিক দাও এবং আমাদের ওফাত দান কর তোমার অনুগত অবস্থায়। (৭-আরাফ : ১২৬)

২৫ জানুয়ারি

কুরআন : আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ.

অর্থ : আল্লাহ তো তাঁদের সাথে রয়েছেন, যারা তাকওয়া সহকারে কাজ করে এবং ইহসান অনুসারে আমল করে। (১৬-আন নাহল : আয়াত-১২৮)

হাদীস : মুসলিম ভাইয়ের অধিকার

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهٗ وَلَا يَخْذُلُهٗ وَلَا يَحْقِرُهٗ التَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهٖ ثَلٰثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرِءٍ مِّنَ الشَّرِ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمِ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهٗ وَمَالُهٗ وَعِرْضُهٗ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর যুলুম করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করবে না এবং তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। তিনি নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বললেন, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে। কোনো লোকের নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। প্রতিটি মুসলমানের জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান সকল মুসলমানের সম্মানের বস্তু (এর ওপর হস্তক্ষেপ করা তাদের জন্যে হারাম)। (সহীহ মুসলিম : ৬৭০৬)

দু'আ : সালেহীনদের দু'আ

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا

উচ্চারণ : রাব্বানাসরিফ আন্না আজাবা জাহান্নামা ইন্না আজাবাহা কানা গারামান ইন্নাহা ছাআত মুসতাকাররাও ওয়ামুক্বামা।

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও। এ আযাব তো সাংঘাতিক প্রাণান্তকরভাবে লেগে থাকে। আশ্রয়স্থল ও বাসস্থান হিসেবে এটা বড়ই জঘন্য। (২৫-ফুরকান : ৬৫-৬৬)

২৬ জানুয়ারি

কুরআন : সামর্থ্যের আলোকে আল্লাহকে ভয় কর

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوْا وَ اَطِيْعُوْا وَ اَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : তোমরা যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় কর। আর শুন ও অনুসরণ কর এবং নিজের ধন সম্পদ ব্যয় কর, ইহা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। যে সকল লোক স্বীয় মনের সংকীর্ণতা হতে রক্ষা পেয়ে গেল, শুধু তারাই সফলকাম।

(৬৪-আত তাগাবুন : আয়াত-১৬)

হাদীস : মাজলুমের আর্তনাদ গৃহীত হয়

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মু'আয রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -কে ইয়ামানে পাঠান এবং তাকে বলেন, মাযলূমের ফরিয়াদকে ভয় করবে। কেননা, তার ফরিয়াদ এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।

(বুখারী, অত্যাচার, কিসাস ও লুন্ঠন, হাদীস ২৪৪৮; মুসলিম, ঈমান, হাদীস ১৯)

দু'আ : মযলুমদের দু'আ

فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا.

উচ্চারণ : ফাক্বদি মা আন্তা ক্বাদিন ইন্নামা তাক্বদী হাজিহীল হায়াতাদ দুনইয়া।

অর্থ: তুমি যা কিছু করতে চাও কর। তুমিই তো কেবল আমাদের এ দুনিয়ার জীবনের ফয়সালা করতে পারবে। (২০ ত্ব-হা : ৭২)

২৭ জানুয়ারি

কুরআন : বাতিলের মোকাবিলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا. وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য অবলম্বন কর, বাতিলপন্থিদের মোকাবেলায় দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন কর, যুদ্ধের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

(৩-আলে ইমরান : আয়াত-২০০)

হাদীস : বাস্তবতার নিরীখে উত্তম কাজ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ فَقَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَّبْرُوْرٌ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোনো আমলটি উত্তম? তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। তারপর তাকে আবার প্রশ্ন করা হলো তারপর কোনোটি? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর রাহে জেহাদ করা। আবার প্রশ্ন করা হলো তারপর কোনোটি? তিনি বললেন : মকবুল হজ্ব। (বুখারী ১ম খণ্ড, অ: ঈমান পৃ: নং-২৫)

দু'আ : বিপদের সময় যা পড়তে হয়

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ .

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যালিমীন।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তুমি মহা পবিত্র। আমি যালিমদের অন্তর্গত হয়ে গেছি।" (সূরা-আম্বিয়া : আয়াত নং ৮৭)

২৮ জানুয়ারি

কুরআন : ভালো ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা কর

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

অর্থ : যেসব কাজ পূণ্য ও ভয়মূলক তাতে একে অপরকে সাহায্য কর, আর যা গুনাহ ও সীমালংঘনের কাজ তাতে কারো একবিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর, কেননা তাঁর দন্ড অত্যন্ত কঠিন।

(৫-মায়িদা : আয়াত-২)

হাদীস : পরিবার ও সন্তান সন্ততির জন্য খরচ করলেও তা সদকা

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ ﷺ اَنَّهٗ اَخْبَرَهٗ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِيْ فَمِ امْرَاَتِكَ.

অর্থ : সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : 'তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যা-ই খরচ কর না কেন, তোমাকে তার সওয়াব অবশ্যই দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও তাও। (সহীহ বুখারী : ৫৭)

দু'আ : রাগ দমনের দু'আ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণ: আওযু বিল্লাহি মিনাশশাই ত্বয়ানির রাজীম।

অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৬)

২৯ জানুয়ারি

কুরআন : আখিরাত মুত্তাকীনদের জন্য উত্তম

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى. وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا.

অর্থ : (হে রাসূল) বলে দাও দুনিয়ার জীবন সম্পদ খুবই নগণ্য। আর পরকাল একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তির জন্য অতিশয় উত্তম। আর তোমাদের প্রতি একবিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না। (৪-নিসা : আয়াত-৭৭)

হাদীস : নেক কাজের ইচ্ছা করলেই সওয়াব

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهٗ حَسَنَةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهٗ عَشْرًا اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ وَاِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : যে ব্যক্তি নেক কাজের ইচ্ছা করে অথচ সম্পাদন করেনি, তার জন্য একটি সওয়াব লেখা হয়। আর যে ইচ্ছা করার পর কার্যত সম্পাদন করে, তবে তার ক্ষেত্রে দশ থেকে সাতশ'গুণ পর্যন্ত সওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করে আর তা না করা পর্যন্ত কোনো গুনাহ লেখা হয় না; আর তা করলে (একটি) গুনাহ লেখা হয়। (বুখারী মুসলিম, মিশকাত-৪০)

দু'আ : মুজাহিদদের দু'আ

رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা আফরিগ আলাইনা ছবরাও ওয়াছাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরীন।

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদের দৃঢ়তা দান কর। (ময়দানে) আমাদের কদম অটল, অবিচল ও সুদৃঢ় রাখ আর কাফের বাহিনীর ওপর আমাদের বিজয় দান কর। (২- আল বাকারা : ২৫০)

৩০ জানুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর নিকট তোমরা উসিলা অন্বেষণ কর

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَ جَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান কর এবং তার পথে চরম চেষ্টা সাধনা বা জিহাদ কর। সম্ভবত তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (৫-আল মায়িদা : আয়াত-৩৫)

হাদীস : অসীলা প্রার্থনা কর

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَلَيْتُمْ عَلَيَّ فَاسْئَلُوْا لِيَ الْوَسِيْلَةَ قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَسِيْلَةُ ؟ قَالَ اَعْلٰى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا اِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَاَرْجُوْا اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ করবে তখন আমার জন্য "অসীলা' চাও।" বলা হলো, হে রাসূল ﷺ অসীলা কি? বলা হলো বেহেশতের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান, যা এক ব্যক্তি অর্জন করবে, আমি আশা করছি যে, আমিই সে ব্যক্তি হব।

(মুসনাদে আহমদ : ৭৫৯৮)

দু'আ : সালেহীনদের দু'আ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

উচ্চারণ : রাব্বানা লা তুযিগকুলুবুনা বা'দা ইজ হাদাইতানা ওয়াহাব লানা মিল্লাদুনাকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহহাব।

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমিই যখন হেদায়েত দান করেছ, তখন আমাদের মনে তুমি কোনো প্রকার বক্রতা ও জটিলতা সৃষ্টি কর না। তোমার মেহেরবানির ভাণ্ডার থেকে আমাদের অনুগ্রহ দান কর। কারণ, প্রকৃত দাতা তুমিই। (৩-আলে ইমরান : ৮)

৩১ জানুয়ারি

কুরআন : আল কুরআনের জননী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ.

১. আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।
২. সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।
৩. যিনি পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু।
৪. যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক।
৫. আমরা শুধুমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।
৬. আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।
৭. তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন; তাদের পথ নয় যাদের প্রতি আপনার গযব পড়েছে এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট।

(১-আল ফাতেহা : আয়াত-১-৭)

হাদীস : ঈমানের সর্বোত্তম ও ক্ষুদ্রতম যা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْنِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ. بب

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা প্রশাখা রয়েছে: তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো এ কথা বলা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং ক্ষুদ্রতম বা ছোটটি হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক কোনো জিনিস সরিয়ে দেয়া। আর লজ্জা বা হায়া ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। (সহীহ বুখারী : ৯)

দু'আ : রোগ মুক্তির দু'আ {আইউব (আ)-এর বিপদের সময় পঠিত দু'আ}

اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ.

উচ্চারণ : আন্নী মাস্সানিইয়ায্ যুর্রু ওয়া আন্তা আরহামুর রাহিমীন।

অর্থ : (হে আমার প্রভু!) আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি, তুমিই তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ট দয়ালু। (২১- আল আম্বিয়া : আয়াত-৮৩)

২. ফেব্রুয়ারি

০১ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : হাশরের ময়দানে বিনিময় গ্রহণ করা হবে না।

وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّ لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

অর্থ : তোমরা ভয় কর সেই দিনের যেদিন কেউ কারো এক বিন্দু উপকারে আসবে না, কারো নিকট হতে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, কোনো সুপারিশই কাউকে এক বিন্দু উপকার দান করবে না, আর পাপীগণ কোনো দিক দিয়েই কিছুমাত্র সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না। (২-আল বাকারা : আয়াত-১২৩)

হাদীস : নামাযের মধ্যে থুথু ফেলতে হলে যেন বাম দিকে ফেলা হয়

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا كَانَ فِى الصَّلَاةِ فَاِنَّمَا يُنَاجِىْ رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- মু'মিন যখন সালাতে থাকে, তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে নিভৃতে কথা বলে। কাজেই সে যেন তার সামনে, ডানে থুথু না ফেলে, বরং তার বাম দিকে অথবা (বাম) পায়ের নীচে ফেলে। (বুখারী হাদীস :৪১৩)

দু'আ : জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আজিরনী মিনান না-রি

অর্থ : হে আল্লাহ তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও।

(আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, তানক্বীহ শরহে মিশকাত ২/৯৩)

০২ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : মানব সৃজিত আদম ও হাওয়া থেকে

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

অর্থ : হে মানবজাতি, তোমরা ভয় কর তোমাদের সেই রবকে যিনি তোমাদেরকে একটি নফস থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দু'জন হতে অসংখ্য নারী-পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট দাবি করে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারেও ভয় কর। আল্লাহ তোমাদের ওপর প্রহরীরূপে আছেন। (৪-আন নিসা : আয়াত-১)

হাদীস : সুন্নাত নামায ঘরে আদায় করা উত্তম

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِجْعَلُوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমাদের ঘরেও কিছু সালাত আদায় করবে এবং ঘরকে তোমরা কবর বানিয়ে নিও না।

(বুখারী হাদীস : ৪৩২)

দু'আ : হালাল উপার্জন করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা আন হারা-মিকা ওয়া আগনিনী বিফাদলিকা আম্মাং সিওয়াক।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের হতে মুখাপেক্ষীহীন করুন।

(রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন।) (তিরমিযী : ৩৫৬৩)

০৩ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহকে ভয় করলে গুনাহ্ মাফ করে দেন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.

অর্থ : যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে (ভালো ও মন্দের মধ্যে) পার্থক্য করার যোগ্যতা ও শক্তি দান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের গুনাহসমূহ দূর করে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ্ বড়ই মহান। (৮-আল আনফাল : আয়াত-২৯)

হাদীস : মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে দু'রাক'আত সালাত আদায় করা

عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ.

অর্থ : আবূ কাতাদাহ সালামী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন- তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়। (বুখারী হাদীস : ৪৪৪)

দু'আ : নেক সন্তান ও আয় রোযগারে বরকত লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهٗ وَوَلَدَهٗ وَاَطِلْ عُمْرَهٗ وَاغْفِرْ لَهٗ وَبَارِكْ لَهٗ فِيْمَا رَزَقْتَهٗ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাকছির মা-লাহূ ওয়াওয়াদাহূ ওয়া আত্বিল উমরাহূ ওয়াগফির লাহূ ওয়াবা-রিক লাহূ ফীমা-রাজক্বতাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি তার অর্থ, সন্তান ও বয়স বেশি করে দিন। আর তাকে ক্ষমা করুন এবং তাকে আপনি যে রুযী দিয়েছেন তাতে বরকত দিন।

(সিলসিলা ছহীহাহ হাদীস : ২৭৯২-৯৩)
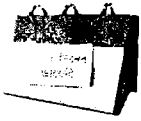
০৪ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা না করা

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۚ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا.

অর্থ : তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করিও না। তাদেরকেও আমিই রিয্ক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। (৩১-বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩১)

হাদীস : যেটি উত্তম আমল

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلٰى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِىْ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম কোনো 'আমল আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, যথাসময়ে সালাত আদায় করা। এরপর জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনো 'আমল? তিনি বললেন, পিতা-মাতার অনুগত হওয়া। অতঃপর জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনো 'আমল? তিনি বললেন, আল্লাহ পথে লড়াই করা। তিনি বলেন, এতটুকু তিনি আমাকে বলেছেন। যদি আমি আরো জিজ্ঞেস করতাম তাহলে তিনি আমাকে আরো বলতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৫, হাদীস ৫২৭)

দু'আ : শত্রু এবং শক্তিধর ব্যক্তির সাক্ষাতকালে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্না- নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিং শুরূরিহিম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের সম্মুখে করলাম, তুমিই তাদের দমন কর। আর তাদের অনিষ্ট হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।

(আবু দাউদ, মিশকাত, পৃ: ২১৫, সনদ ছহীহ)

০৫ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : সবচেয়ে উত্তম পাথেয় আল্লাহর ভয় করা

فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ.

অর্থ : সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। আর হে বিবেকবানরা, একমাত্র আমাকেই ভয় কর। (২-আল বাকারা : আয়াত-১৯৭)

হাদীস : প্রয়োজনে সালাতে নিজের ঘাড়ে কোনো ছোট বাচ্চাকে তুলে নেয়া

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ وَهُوَ حَامِلٌ اُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلِاَبِى الْعَاصِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَاِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

অর্থ : আবূ কাতাদাহ্ আনসারী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মেয়ে যয়নবের গর্ভজাত ও আবুল আস ইবনে রাবী'আহ ইবনে 'আবদ শামস (রহ.)-এর ঔরসজাত কন্যা উমামাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে কাঁধে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন সাজদায় যেতেন তখন তাকে রেখে দিতেন আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে তুলে নিতেন। (বুখারী হাদীস : ৫১৬)

দু'আ : বাচ্চাদের জন্য পরিত্রাণ চাওয়ার দু'আ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

উচ্চারণ : আউযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন কুল্লি শাইত্ব-নিও ওয়া হা-ম্মাহ, ওয়া মিন কুল্লি 'আইনিল লা-ম্মাহ।

অর্থ : প্রত্যেক শয়তান হতে আল্লাহর পূর্ণ কালেমা দ্বারা তোমাদের দু'জনের জন্য পরিত্রাণ চাচ্ছি। আর পরিত্রাণ চাচ্ছি প্রত্যেক বিষাক্ত কীট হতে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর চক্ষু হতে। (বুখারী হাদীস :৩৩৭১; মিশকাত, হাদীস :১৫৩৫)

০৬ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : নিজেকে নির্দোষ মনে করো না।

فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى.

অর্থ : তোমরা আত্মপ্রসংশা করো না, আল্লাহ উত্তমরূপে জানেন মুত্তাকী কে।

(৫৩-নাজম : আয়াত-৩২)

হাদীস : পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (গুনাহসমূহের) কাফ্ফারা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهَرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُوْلُ ذٰلِكَ يُبْقِىْ مِنْ دَرَنِهٖ قَالُوْا لَا يُبْقِىْ مِنْ دَرَنِهٖ شَيْئًا قَالَ فَذٰلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, "বলতো যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোনো ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তার দেহে কোনোরূপ ময়লা থাকবে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন- এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা (বান্দার) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।

(বুখারী হাদীস : ৫২৮)

দু'আ : বিভিন্ন রোগে ঝাড়-ফুঁকের দু'আ

بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا.

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি তুরবাতু আরদিনা বিরীকাতি বা'দিনা লিউশফা সাক্বীমুনা বি ইযনি রাব্বিনা।

অর্থ : আল্লাহর নামে, আমাদের যমীনের মাটি আমাদের কারো থুথুর সাথে মিশে আমাদের রোগীকে ভালো করবে আমাদের রবের নির্দেশে।

(বুখারী, মিশকাত, হাদীস :১৫৩১, পৃ: ১৩৪)

০৭ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর দ্বীনকে আকড়ে ধর

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَ كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا.

অর্থ : আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের ওপর আল্লাহর দেয়া নিয়ামতকে স্মরণ কর। যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে তখন তিনি তোমাদের অন্তরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে তোমরা তার অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা তো ছিলে এক আগুনের গর্তে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের সেখান থেকে মুক্তি দিয়েছেন। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-১০৩)

হাদীস : প্রচণ্ড গরমের সময় যুহরের সালাত ঠাণ্ডায় আদায় করা

وَاشْتَكَتِ النَّارُ اِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ اَكَلَ بَعْضِيْ بَعْضًا فَاَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ اَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ وَاَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ.

অর্থ : জাহান্নাম তার প্রতিপালকের নিকট এ বলে নালিশ করছিল, হে আমার প্রতিপালক! (দহনের প্রচণ্ডতায়) আমার এক অংশ আর এক অংশকে গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে দু'টি শ্বাস ফেলার অনুমতি দিলেন, একটি শীতকালে আর একটি গ্রীষ্মকালে। আর সে দু'টি হলো, তোমরা গ্রীষ্মকালে যে প্রচণ্ড উত্তাপ এবং শীতকালে যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অনুভব কর তা। (বুখারী হাদীস :৫৩৭)

দু'আ : যে কোনো বিপদে পতিত ব্যক্তির দুয়া

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا.

উচ্চারণ : ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহির-জিউন, আল্লা-হুম্মা আজিরনী ফী মুস্বীবাতি ওয়াখলুফ লী খাইরাম মিনহা।

অর্থ : আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর নিকটেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। হে আল্লাহ! আমার বিপদে আমাকে প্রতিদান দাও এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম প্রতিনিধি দাও। (সিলসিলা, মিশকাত, হাদীস :১৬১৮, পৃ: ১৪০)

০৮ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : সৎকাজে আহ্বানকারী একটি দল থাকতে হবে

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে যারা মানব জাতিকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে আর অসৎ কাজে বাধা দেবে, তারাই হলো সফলকাম। (৩-আলে-ইমরান : আয়াত-১০৪)

হাদীস : সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে আসর সালাত এবং সূর্য উদয়ের পূর্ব মুহূর্তে ফযরের সালাত আদায়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَدْرَكَ اَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِّنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَاِذَا اَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন- তোমাদের কেউ যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার পুর্বে 'আসরের সালাতের এক সাজদা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়। আর যদি সূর্য উদিত হবার পূর্বে ফযর সালাতের এক সাজদা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়। (বুখারী হাদীস :৫৫৬)

দু'আ : লাইলাতুল ক্বদরের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফুউউন তহিববুল আফ ওয়া ফা'ফু 'আন্নী।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে ভালবাস। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হাদীস :১৯৯০)

০৯ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর দ্বীনকে আকড়ে ধরলে হেদায়াত সুনিশ্চিত

وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

অর্থ : যারা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করবে, মূলত তাদের জন্যই রয়েছে সিরাতুল মুসতাকীম বা সহজ পথের দিশা। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-১০১)

হাদীস : ইশার সালাতের পূর্বে ঘুমানো অপছন্দনীয়

عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا.

অর্থ : আবূ বারযা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন।

(বুখারী হাদীস :৫৬৮)

দু'আ : কবর যিয়ারতের দু'আ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ. نَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

উচ্চারণ : আসসালা-মু আলাইকুম আহলাদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইন্না-ইনশা-আল্লাহু বিকুম লালা-হিকূনা, নাসআলুল্লহা লানা-ওয়া লাকুমুল 'আ-ফিয়াহ।

অর্থ: হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলমান! তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক, আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।।

(মুসলিম, মিশকাত, হাদীস :১৭৬৪, পৃঃ ১৫৪)

১০ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহ্ মুজাহিদদের ভালবাসেন

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর পথে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় অটল হয়ে সংগ্রাম করে। (৬১-আস সফ : আয়াত-৪)

হাদীস : সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের উদ্যোগ না নেয়া

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَحَرَّى اَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيْ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوْبِهَا.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ যেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের উদ্যোগ না নেয়। (বুখারী হাদীস : ৫৮৫)

দু'আ : বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ.

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মাসক্বিনা- গাইছাম মুগীশান মারীআন নাফি'আন গাইরা দাররিন আজিলান গায়রা আ-জিল।

অর্থঃ হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দাও, যা ফসল উৎপাদনের উপযোগী, কল্যাণকর, ক্ষতিকারক নয়, শীঘ্রই আগমনকারী, বিলম্বকারী নয়।

(আবু দাউদ, মিশকাত, হাদীস : ১৫০৭, পৃ: ১৩২,)

১১ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর দ্বীনকে যারা আকড়ে ধরবে তারা রহমতে প্রবিষ্ট হবে

فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَّ يَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا.

অর্থ : যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন এবং তাদেরকে সহজ সরল সঠিক পথের সন্ধান দিবেন। (৪-আন নিসা : আয়াত-১৭৫)

হাদীস : সূর্য উঠা পর্যন্ত এবং 'আসরের পর সূর্য ডুবা পর্যন্ত সালাত নিষেধ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু' সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ফযরের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য ডুবা পর্যন্ত। (বুখারী হাদীস :৫৮৮)

দু'আ : তাকওয়া ও চারিত্রিক মাধুর্যের জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল হুদা ওয়া ত্তাক্বা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সঠিক পথের দিশা (হেদায়াত), তাকওয়া, চারিত্রিক পবিত্রতা ও আত্মার প্রাচুর্যতা প্রার্থনা করি। (তিরমিযী : ৩৪৮৯)

১২ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : জাহান্নাম থেকে ভয় প্রদর্শন করার জন্য ওহী নাজিল

وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ

অর্থ : আর এ কুরআন আমার নিকট ওহী করা হয়েছে, যেন এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে তা পৌঁছবে তাদের সকলকে সাবধান করে দিতে পারি। (৬-আনআম : আয়াত-১৯)

হাদীস : সালাতের সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ التَّاْذِيْنَ فَاِذَا قَضَى النِّدَاءَ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قَضَى التَّثْوِيْبَ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهٖ يَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন- যখন সালাতের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান হাওয়া ছেড়ে পলায়ন করে, যাতে সে আযানের শব্দ না শোনে। যখন আযান শেষ হয়ে যায়, তখন সে আবার ফিরে আসে। আবার যখন সালাতের জন্য ইক্বামাত বলা হয়, তখন আবার দূরে সরে যায়। ইক্বামাত শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে এসে লোকের মনে কুমন্ত্রণা দেয় এবং বলে এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর, বিস্মৃত বিষয়গুলো সে মনে করিয়ে দেয়। এভাবে লোকটি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সে কয় রাক'আত সালাত আদায় করেছে তা মনে রাখতে পারে না।

(বুখারী হাদীস :৬০৮)

দু'আ : মযলুমদের দু'আ

لَا ضَيْرَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ.

উচ্চারণ : লা দ্বয়রা ইন্না ইলা রাব্বিনা মুনক্বালিবুন।

অর্থ : মরণের পরোয়া আমাদের নেই। আমাদের তো মালিকের কাছে ফিরে যেতেই হবে। (২৬-আশ শোয়ারা : ৫০)

১৩ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আসমান ও জমিনের সবই আল্লাহর

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَ لَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ.

অর্থ : তারা কি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ছেড়ে অন্য কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় তাঁর আনুগত্য করে চলছে। আর পরিণামে সকলকেই তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে।

(৩-আলে ইমরান : আয়াত-৮৩)

হাদীস : ফযর এবং মাগরিবের আগে দুই রাকাত সালাত সুন্নাহ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'রাক'আত সালাত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো অবস্থাতেই ছাড়তেন না। তাহলো ফযরের সালাতের পূর্বের দু'রাক'আত ও 'আসরের পরের দু'রাক'আত।

(বুখারী হাদীস :৫৯২)

দু'আ : আল্লাহর হেদায়াত ও সরল পথে চলার জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ وَسَدِّدْنِيْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْهُدٰى وَالسَّدَادَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাহদিনী ওয়াসাদদিদনী, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াসসাদাদা।

অর্থ: হে আল্লাহ ! আমাকে হেদায়েত দান কর এবং সরল সঠিক পথে চলার জন্য তাওফিক দান কর। হে আল্লাহ! তোমার নিকট সঠিক পথের সন্ধান প্রার্থনা করি এবং সঠিক পথে চলতে শক্তি চাই। (মুসলিম, হাদীস নং-২২৭৫)

১৪ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদানের নির্দেশ

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ۗ هُوَ مَوْلٰىكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ.

অর্থ : অতএব নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমার অভিভাবক আর তিনি কত সুন্দরই না অভিভাবক ও সাহায্যকারী। (২২-আন হাজ্জ : আয়াত-৭৮)

হাদীস : মুআয্যিনের আযানের জবাব দেয়া

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ.

অর্থ : আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যখন তোমরা আযান শুনতে পাও তখন মুআয্যিন যা বলে তোমরাও তাই বলবে। (বুখারী হাদীস :৬১১)

দু'আ : বিভিন্ন ক্ষতি থেকে আশ্রয়ের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন শাররি মা 'আমিলতু ওয়া মিন শাররি মা লাম আ'মাল।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমি যে আমল করেছি তার ক্ষতি থেকে এবং তার ক্ষতি থেকে যে কাজ আমি করি নি।" (মুসলিম, হাদীস নং-২৭১৬)

১৫ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : সব নবীকে দ্বীন কায়েমের নির্দেশ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ.

অর্থ : আল্লাহ তোমাদের জন্য সেই দ্বীনকে নির্ধারিত করেছেন, যা তিনি নূহ (আ.)-এর প্রতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আর আমরা আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল করেছি এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ.)-এর প্রতিও নির্দেশ দিয়েছিলাম তা এই যে, এ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে মতপার্থক্য সৃষ্টি করো না। (৪২-শূরা : আয়াত-১৩)

হাদীস : ফযরের আযান ও ইক্বামাতের মাঝে দু'রাক'আত সালাত আদায় করা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْاِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ফযরের আযান ও ইক্বামাতের মাঝে দু'রাক'আত সালাত সংক্ষেপে আদায় করতেন।

(বুখারী হাদীস :৬১৯)

দু'আ : আনুগত্যের ওপর টিকে থাকার দু'আ

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা মুসাররিফাল কুলূব, সাররিফ কুলূবানা 'আলাত্ব'আতিক

অর্থ: হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তরগুলো তোমার আনুগত্যের ওপর ফিরিয়ে দাও। (মুসলিম, হাদীস নং-২৬৫৪)

১৬ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহ, রাসূল ও নেতার আনুগত্য করার নির্দেশ

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ.

অর্থ : হে ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছ! আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং সেই সব লোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল।

(৪-আন নিসা : আয়াত-৫৯)

হাদীস : প্রত্যেক আযান ও ইক্বামাতের মাঝে সালাত রয়েছে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল মুযানী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন- প্রত্যেক আযান ও ইকামাতের মাঝে সালাত রয়েছে।

(বুখারী হাদীস :৬২৪)

দু'আ : বিপদ আপদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়া'আফিনী ওয়ারজুক্বনী

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ কর, আমার প্রতি রহম কর,(বিপদাপদ) থেকে নিরাপদে রাখ, আমাকে হেদায়েত দাও, জীবিকা দাও।

(মুসলিম, হাদীস নং-২৬৯৭)

১৭ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : দ্বীনের দাওয়াত পৌছে দাও

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۖ وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ۖ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۖ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ.

অর্থ : হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌছে দাও। আর যদি এরূপ না কর, তাহলে তুমি আল্লাহর একটি পয়গাম পৌছালে না; আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না। (৫-আল মায়িদা : আয়াত-৬৭)

হাদীস : জামাআত ধরার জন্য ধীরস্থিরভাবে আসা, না দৌড়ানো

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةَ فَامْشُوْا اِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوْا فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা ইক্বামাত শুনতে পাবে, তখন সালাতের দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে।

(বুখারী হাদীস :৬৩৬)

দু'আ : হেদায়াতে ওপর অবিচল থাকার দু'আ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ.

উচ্চারণ : ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলূব, ছাব্বিত ক্বলবী 'আলা দ্বীনকা।

অর্থঃ হে আত্মার পরিবর্তনকারী! তুমি আমার আত্মাকে তোমার দ্বীনের ওপর স্থির করে দাও। (আহমদ, হাদীস নং-১২১৩১)

১৮ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর রাহে জিহাদ করা মুক্তির কারণ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছ, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের কথা বলব যা তোমাদেরকে কঠিন আযাব হতে রক্ষা করবে? তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে, নিজেদের মালসম্পদ ও নিজেদের জীবন দ্বারা। এটিই তোমাদের জন্যে অতীব উত্তম, যদি তোমরা তা বুঝতে পার। (৬১-আস সফ : আয়াত-১০-১১)

হাদীস : জামা'আতে সালাত আদায় করার মর্যাদা সাতাশ গুণ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- জামা'আতে সালাতের ফযীলত একাকী আদায়কৃত সালাত অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশি। (বুখারী হাদীস :৬৪৫)

দু'আ : অসৎ চরিত্র ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন মুনকারাতিল আখলাক্বি ওয়াল আ'মালি ওয়ালআহওয়ায়ী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অসৎ চরিত্র, খারাপ আমল এবং অসৎ কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫৯১)

১৯ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর রাস্তাই একমাত্র রাস্তা

وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِهٖ.

অর্থ : এটাই আমার সহজ পথ। সুতরাং এ পথ ধরেই চল। অন্য পথে যাবে না। তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। (৬-আল আনআম : আয়াত-১৫৩)

হাদীস : সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ না হলে ভয়ংকর মুসিবত

عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَاْمُرُوْنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

অর্থ : হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম! তোমরা হয়তো সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে নয়তো আল্লাহ তাঁর পক্ষ হতে খুব শিঘ্রীই আযাব প্রেরণ করবেন যা (ক্ষমার জন্য) তোমরা তাঁকে ডাকলেও তোমাদের আহবানে সাড়া দেয়া হবে না। (তিরমিযী : ২১৬৯)

দু'আ : শ্বেত রোগ, কুষ্ঠ রোগ, পাগলামি হতে আশ্রয় চেয়ে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْاَسْقَامِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনালবারাসি ওয়ালজুনূনি ওয়ালজুযামি ওয়া মিন সাইয়িয়িল আসক্বাম

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি ধবল, কুষ্ঠরোগ এবং বৃদ্ধ পাগল হওয়ার দুর্ভাগ্য থেকে এবং সর্বপ্রকার দুরারোগ্য জটিল ব্যধি থেকে।

(আবূ দাউদ, হাদীস নং-১৫৫৪)

২০ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : মুমিনের গুণাবলি

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

অর্থ : ঈমানদার নারী ও পুরুষ পরস্পরের সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক। তাদের সম্মিলিত দায়িত্ব হলো সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা দান। তারা নামায কায়েম করবে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করবে। তাদের প্রতি সত্বর আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। আল্লাহ্ পরামশালী ও মহাবিজ্ঞ।

(৯-আত-তাওবা : আয়াত-৭১)

হাদীস : খাবার উপস্থিত হওয়ায় পর যদি সালাতের ইক্বামাত হয়

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَاُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন- যখন রাতের খাবার উপস্থিত করা হয়, আর সে সময় সালাতের ইকামাত হয়ে যায়, তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নাও। (বুখারী হাদীস :৬৭১)

দু'আ : শবে কদরের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুওবুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ কর। অতএব, আমাকে ক্ষমা কর। (আহমদ, হাদীস নং-২৫৮৯৮)

২১ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : যারা আমার পথে চেষ্টা করে আমি তাকে পথ দেখাব

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থ : যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদের অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করব। আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে থাকেন।

(২৯-আন-কাবুত : আয়াত-৬৯)

হাদীস : জামাতে সালাতের সময় ইমামের পুর্বে মাথা উঠানো গুনাহ্

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَمَا يَخْشَى اَحَدُكُمْ اَوْ لَا يَخْشَى اَحَدُكُمْ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ اَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তখন সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন, তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দেবেন। (বুখারী হাদীস :৬৯১)

দু'আ : ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা 'ইলমান নাফি'আ, ওয়া রিযক্বান ত্বইয়িবা, ওয়া 'আমালান মুতাক্বাব্বালা

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি কল্যাণকর জ্ঞানের ও পবিত্র রিজিকের এবং এমন আমল যে আমল গৃহীত হয়। (আহমদ, হাদীস নং-২৭০৫৬)

২২ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর জন্যই নিজের জীবন উৎসর্গকারী সফল ব্যক্তি

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ.

অর্থ : অপরদিকে মানুষের মধ্যেই এমন লোক রয়েছে যে, কেবল আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের জীবন-প্রাণ উৎসর্গ করে, বস্তুত আল্লাহ এসব বান্দার প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল। (২-আল বাকারা : আয়াত-২০৭)

হাদীস : সবচেয়ে বড় পাপ

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ اَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.

অর্থ : আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন- আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপের কথা জানিয়ে দেব না? এ কথাটি তিন বার বললেন। সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা ও পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলান দেয়া থেকে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা মিথ্যা কথা বলা থেকে সাবধান থাক। এ কথা তিনি (নবী ﷺ) বার বার বলতে থাকেন। আমরা তখন বলতে থাকি, আফসোস! তিনি যদি চুপ করতেন (তাহলে আমাদের জন্যে মঙ্গল হতো)।

(বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ: ১০, হাদীস ২৬৫৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ: ৩৭, হাদীস ৮৬)

দু'আ : স্থায়ী ঠিকানার সৎ প্রতিবেশীর জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِىْ دَارِ الْمُقَامَةِ فَاِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন জারিস সূয়ি ফী দারিল মাক্বামাতি ফাইন্না জারাল বাদিয়াতি ইয়াতাহাওয়ালা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি স্থায়ী ঠিকানার অসৎ প্রতিবেশী থেকে। কারণ যাযাবর জীবনের প্রতিবেশী পরিবর্তন হয়। (নাসাঈ, ৭৯৩৯)

২৩ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাজ করতে হবে

اِلَّا ابْتِغَاۤءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى - وَ لَسَوْفَ يَرْضٰى.

২০. সে তো শুধু মহান রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করে।

২১. অবশ্যই তিনি [তার ওপর] সন্তুষ্ট হবেন। (৯২-লাইল : আয়াত-২০-২১)

হাদীস : জামাতে সালাতে ইমামের ভুল-ত্রুটির দায় দায়িত্ব তার নিজের

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَاِنْ اَصَابُوْا فَلَكُمْ وَاِنْ اَخْطَئُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

অর্থ : আবূ হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন- তারা তোমাদের ইমামাত করে। যদি তারা সঠিকভাবে আদায় করে তাহলে তার সওয়াব তোমরা পাবে। আর যদি তারা ভুল করে, তাহলে তোমাদের জন্য সওয়াব আছে, আর ভুলত্রুটির দায়িত্ব তাদের (ইমামের) ওপরই বর্তাবে।

(বুখারী হাদীস :৬৯৪)

দু'আ : ঋণ থেকে বাঁচার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনগালাবাতিদ দাইনি ওয়া গালাবাতিল 'আদুওবি ওয়া শামাতাতিল আ'দা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি ঋণের বোঝা এবং শত্রুর প্রাধান্য বিস্তার থেকে এবং আমার বিপদে শত্রুদের খোঁজ করা হতে।

(নাসাঈ, হাদীস নং-৫৪৭৫)

২৪ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : মুমিনদের সাথি যারা তওবাকারী

اِلَّا الَّذِيۡنَ تَابُوۡا وَ اَصۡلَحُوۡا وَ اعۡتَصَمُوۡا بِاللّٰهِ وَ اَخۡلَصُوۡا دِيۡنَهُمۡ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ؕ وَ سَوۡفَ يُؤۡتِ اللّٰهُ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اَجۡرًا عَظِيۡمًا.

অর্থ : তবে তাদের মধ্য হতে যারা তাওবা করবে ও নিজেদের কার্যাবলী ও কর্মনীতির সংশোধন করে নিবে ও আল্লাহর রজ্জু শক্ত করে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যেই নিজেদের দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে নিবে এ ধরণের লোক মুমিনদের সঙ্গী হবে। আল্লাহ মুমিনদেরকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দান করবেন। (৪-নিসা : আয়াত-১৪৬)

হাদীস : একাকী সালাত আদায় করলে ইচ্ছানুযায়ী দীর্ঘায়িত করতে পারে

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ وَاِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে, তখন যেন সে সংক্ষেপে করে। কেননা, তাদের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ রয়েছে। আর যদি কেউ একাকী সালাত আদায় করে, তখন ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে।

(বুখারী হাদীস :৭০৩)

দু'আ : অনাগত বিপদ থেকে আশ্রয় চেয়ে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বি'আজমাতিকা আন উগতালা মিন তাহতী]

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার মহত্ত্বের দোহাই দিয়ে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার নির্দেশ থেকে আগত বিপদ তথা ভূমি ধ্বসে আকস্মিক মৃত্যু থেকে। (নাসাঈ, হাদীস নং-৫৫২৯)

২৫ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا .

অর্থ : ঐ দিন (হাশরের দিন) সুপারিশ কারও উপকারে আসবে না, কিন্তু এমন ব্যক্তি যার জন্য আল্লাহ অনুমতি দিবেন এবং যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন। (২০ ত্ব-হা : আয়াত-১০৯)

হাদীস : শিশুর কান্নাকাটির কারণে সালাত সংক্ষেপ করা

عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنِّيْ لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيْدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِيْ صَلَاتِيْ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন- আমি দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সালাত শুরু করি। কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে আমার সালাত সংক্ষেপ করে ফেলি। কেননা, শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে তা আমি জানি। (বুখারী হাদীস :৭০৯)

দু'আ : ক্ষমার দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুওবুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু আন্নী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ কর। অতএব, আমাকে ক্ষমা কর। (আহমদ, হাদীস নং-২৫৮৯৮)

২৬ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : যথাযথভাবে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

অর্থ : আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন, আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। (২২-আল হজ্জ : আয়াত-৭৮)

হাদীস : জামাতে কাতার সোজা করা তা না হলে নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হবে

عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.

অর্থ : নু'মান ইবনে বশীর ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন- তোমরা অবশ্যই কাতার সোজা করে নিবে, তা না হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি করে দিবেন। (বুখারী হাদীস :৭১৭)

দু'আ : শয্যা ত্যাগের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা-ওয়া ইলাইহিন নুশূর।

অর্থ : ঐ আল্লাহর প্রশংসা, যিনি মৃত্যুর পর আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করলেন। আমাদের প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে। (বুখারী, মিশকাত, ২০৮ পৃঃ)

২৭ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন, আর তাদের বিরুদ্ধে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন। (৯-আত তাওবা : আয়াত-১৪)

হাদীস : কাতারে কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানো

عَنْ اَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنِّيْ اَرَاكُمْ مِّنْ وَرَاءِ ظَهْرِىْ وَكَانَ اَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

অর্থ : আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে-বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে নিও। কেননা, আমি আমার পিছন হতেও তোমাদের দেখতে পাই। আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাতাম। (বুখারী হাদীস :৭২৫)

দু'আ : দুর্ভিক্ষ থেকে আশ্রয় চাওয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনালজুয়ূ ফাইন্নাহু বি'সাল যজীয়, ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল খিইয়ানাতি ফাইন্নাহা বি'সাতিল বিত্বানাহ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি দুর্ভিক্ষ থেকে। কেননা, তা কী-না নিকৃষ্ট নিত্যসঙ্গী। তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি বিশ্বাসঘাতকতা থেকে কারণ তা কতই না নিকৃষ্ট সাথি।

(আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫৪৭)

২৮ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আখিরাত না মানলে দুনিয়া চাকচিক্যময় হবে

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ.

অর্থ : প্রকৃত কথা এই যে, যারা পরকালকে মানে না তাদের জন্য আমি তাদের কাজকর্মকে চাকচিক্যময় বানিয়ে দিয়েছি। এই কারণে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছে। (২৭-আন নামল : আয়াত-৪)

হাদীস : তাকবীরে তাহরীমা, রুকু'তে যাওয়া এবং রুকু' হতে উঠার সময় উভয় হাত উঠানো (রাফেইয়দাইন করা)

عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ ﷺ اَنَّهُ رَاٰى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ اِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَنَعَ هٰكَذَا.

অর্থ : আবূ কিলাবা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি মালিক ইবনে হুওয়াইরিস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে দেখেছেন, তিনি যখন সালাত আদায় করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর দু' হাত উঠাতেন। আর যখন রুকু' করার ইচ্ছা করতেন তখনও তাঁর উভয় হাত উঠাতেন, আবার যখন রুকু' হতে মাথা উঠাতেন তখনও তাঁর উভয় হাত উঠাতেন এবং তিনি বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ এরূপ করেছেন।

(বুখারী হাদীস :৭৩৭)

দু'আ : অপমান ও দারিদ্রতা থেকে আশ্রয়ের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল ফাক্বরি ওয়াল ক্বিল্লাতি ওয়ায যিল্লাহ, ওয়া আ'উযু বিকা মিন আন আযলিমা আও উযলামা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দারিদ্র্যতার অভিশাপ থেকে এবং অর্থ ঘাটতি ও অপমান থেকে। আর তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার অত্যাচার অন্যের প্রতি করা থেকে অথবা আমার প্রতি অন্যের অত্যাচার থেকে। (আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫৪৪)

৩. মার্চ

০১ মার্চ

কুরআন : হুকুম দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ.

অর্থ : হুকুম ও শাসন করার অধিকার শুধু তাঁরই। তার নির্দেশ এই যে, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কারো দাসত্ব করা চলবে না। এটাই হচ্ছে মযবুত জীবন বিধান। (১২-ইউসুফ : আয়াত- ৪০)

হাদীস : আত্মহত্যার পরিণাম

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﷺ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى مِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ نَذْرٌ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِى الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهٖ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهٖ.

৭০. সাবিত ইবনে যাহ্হাক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি গাছের নিচে (বাইয়াতে রিদওয়ান) বাই'আত গ্রহণকারীদের অন্যতম সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের ওপর কসম খাবে, সে ঐ ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, আর মানুষ যে জিনিসের মালিক নয়, এমন জিনিসের মানত আদায় করা তার ওপর ওয়াজিব নয়। আর কোনো ব্যক্তি দুনিয়াতে যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন সে জিনিস দিয়েই তাকে আযাব দেয়া হবে। কোনো ব্যক্তি কোনো মু'মিনের ওপর অভিশাপ দিলে, তা হত্যা করারই শামিল বলে গণ্য হবে। আর কোনো মু'মিনকে কাফির বলে অপবাদ দিলে, তাও তাকে হত্যা করারই মত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ৬০৪৭)

দু'আ : বিপদে আশ্রয় প্রার্থনার দু'আ

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ.

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাজি খলাক্বাল আজওয়াযা কুল্লাহা মিম্মা তুমবিতুল আরদু ওয়ামিন আনফুসিহিম ওয়ামিম্মা লা ইয়া'লামুন।

অর্থঃ পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং ওরা যাকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে। (৩৬-ইয়াসীন : ৩৬)

০২ মার্চ

কুরআন : বিনয়ীদের পুরস্কার

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَ لَا فَسَادًا ؕ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ .

অর্থ : পরকালের ঘরতো আমি সেই সব লোকের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেব, যারা যমীনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও চায় না। আর পরিণামের চূড়ান্ত কল্যাণ কেবল মুত্তাকী লোকদের জন্যই। (২৮-আল কাসাস : আয়াত-৮৩)

হাদীস : আমলে সালেহের পুরস্কার ১০ থেকে ৭০ গুণ পর্যন্ত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا اَحْسَنَ اَحَدُكُمْ اِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উত্তমরূপে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন সে যে আমলে সালেহ করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত (সওয়াব) লিপিবদ্ধ করা হয়। আর সে যে পাপ কাজ করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তার জন্য ঠিক ততটুকুই পাপ লেখা হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৪২)

দু'আ : পূর্ববর্তী ঈমানদারদের জন্য দু'আ

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

উচ্চারণ : রাব্বানাগফিরলনা ওয়ালিইখওয়ানিনাল্লাজিনা সাবাকুনা বিল ঈমানি ওয়ালা তাযআল ফি কুলূবিনা গিল্লা লিল্লাজিনা আমানু রাব্বানা ইন্নাকা রউফুর রহিম।

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের সে সব ভাইকে মাফ করুন যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি তো দয়ালু পরম করুণাময়। (৫৯-হাশর : ১০)

০৩ মার্চ

কুরআন : পরকালে জীবনই আসল জীবন

وَ مَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌ ۚ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : আর এই দুনিয়ার জীবন কিছুই নয়, শুধু একটি খেলা ও মন ভুলানোর ব্যাপার মাত্র। আসল জীবনের ঘর তো পরকাল। হায়, একথা যদি উহারা জানত। (২৯-আল আনকাবুত : আয়াত-৬৪)

হাদীস : ফযর ও মাগরিবে দুআ কুনূত পড়া

عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ الْقُنُوْتُ فِى الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ.

অর্থ : আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সময়ে] কুনূত ফযর ও মাগরিবের সালাতে পড়া হতো। (বুখারী হাদীস :৭৯৮)

দু'আ : নিষিদ্ধ বিষয়ের কামনা করলে যে পাপ হয়, তা ক্ষমার জন্য দু'আ

رَبِّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ وَاِلاَّ تَغْفِرْلِىْ وَتَرْحَمْنِىْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বি ইন্নি আউযুবিকা আন আসআলাকা মা লাইসালী বিহী ইলমুন ওয়াইল্লা তাগফিরলী ওতারহামানী আকুম মিনাল খাসিরীন।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যে বিষয়ে আমার কোনো জ্ঞান নেই। আর যদি তুমি আমাকে মাফ না কর এবং আমার প্রতি দয়া না কর তাহলে আমি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হব। (১১-হুদ : ৪৭)
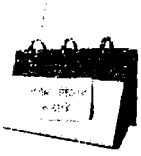
০৪ মার্চ

কুরআন : আল্লাহর রাহে সংগ্রাম বিরাট প্রতিফল লাভের কারণ

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

অর্থ : আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য সেসব লোকেরই যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রি করে দেয়। যারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে ও নিহত হবে কিংবা বিজয়ী হবে, তাকে আমি অবশ্যই বিরাট প্রতিফল দান করব। (৪-আন নিসা : আয়াত-৭৪)

হাদীস : রুকু থেকে উঠে এবং দুই সাজদার মাঝে যথেষ্ট সময় দেয়া

عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ كَانَ رُكُوْعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُوْدُهٗ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ.

অর্থ : বারাআ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রুকু' ও সাজদা এবং তিনি যখন রুকু' হতে মাথা উঠাতেন, এবং দু' সাজদার মধ্যবর্তী সময় সবই প্রায় সমান হতো। (বুখারী হাদীস :৮০১)

দু'আ : জ্ঞান বৃদ্ধি এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য দু'আ

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ.

উচ্চারণ : রাব্বিহাবলী হুকমাও ওয়াআলহিক্বনী বিসস্বলিহীন ওয়াযআললি লিসানা সিদকিন ফিল আখিরীনা ওয়াযআলনি মিন ওয়ারাছাতি জান্নাতিন নাঈম।

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর এবং আমাকে সুখ শান্তিময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

(২৬-শুআরা : ৮৩-৮৫)

০৫ মার্চ

কুরআন : নির্যাতিত অসহায় নারী পুরুষের পক্ষে জিহাদ কর

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا.

অর্থ : তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছ না কেন? অথচ দুর্বল- অক্ষম, নারী-পুরুষ, শিশুরা চীৎকার করে বলছে, হে আমাদের রব! যালিম অধিবাসীদের থেকে আমাদের বের করে নাও। আর আমাদের জন্য তোমার নিকট হতে একজন পৃষ্ঠপোষক অধিপতি নিয়োগ কর, এবং আমাদের জন্য তোমার নিকট হতে একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।

(৪-আন নিসা : আয়াত-৭৫)

হাদীস : কাঁচা রসুন, পিঁয়াজ ও দুর্গন্ধযুক্ত মসলা খেয়ে সালাতে না আসা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيْدُ الثُّوْمَ فَلَا يَغْشَانَا فِيْ مَسَاجِدِنَا.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খায়বারের যুদ্ধের সময় বলেন, যে ব্যক্তি এই জাতীয় বৃক্ষ হতে অর্থাৎ কাঁচা রসুন খায় সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদে না আসে। (বুখারী হাদীস :৮৫৪)

দু'আ : মহান আল্লাহর মহাত্ব ঘোষণা

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ.

উচ্চারণ : সুবহানা রাব্বিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি রাব্বিল আরশি আম্মা ইয়াসিফুন।

অর্থ: ওরা যা আরোপ করে তা হতে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী পবিত্র মহান আল্লাহ। (৪৩-যুখরুফ : ৮২)

০৬ মার্চ

কুরআন : যারা ঈমানদার তারা সংগ্রাম করে আল্লাহর পথে

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

অর্থ : যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। (৪-নিসা: ৭৬)

হাদীস : সাহাবা কর্তৃক রাসূলের প্রতি আনুগত্যের স্বরূপ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لَا تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوْ كُنْتَ رَسُوْلًا لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِيِّ امْحُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا اَنَا بِالَّذِيْ اَمْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهٖ وَصَالَحَهُمْ عَلٰى اَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُوْهَا اِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ فَسَاَلُوْهُ مَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيْهِ.

অর্থ : বারা' ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) হুদায়বিয়াতে (মক্কাবাসীদের সঙ্গে) সন্ধি করার সময় আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উভয় পক্ষের মাঝে এই চুক্তিপত্র সম্পাদন করলেন। তিনি চুক্তিপত্রে লিখলেন, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুশরিকরা বলল, 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল' লিখবে না। আপনি রাসূল হলে আপনার সাথে যুদ্ধ করতাম না। তখন তিনি আলীকে বললেন, 'ওটা মুছে দাও'। 'আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, 'আমি তা মুছব না।' তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তা মুছে দিলেন এবং এই শর্তে তাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করলেন যে, তিনি এবং তাঁর সঙ্গী– সাথিরা তিন দিনের জন্য মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং জুলুব্বান جُلُبَّانُ السِّلَاحِ ব্যতীত অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ করবেন না। তারা জিজ্ঞেস করল, মানে কী? তিনি বললেন, جُلُبَّانُ السِّلَاحِ 'জুলুব্বান' মানে ভিতরে তরবারিসহ খাপ। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৪)

দু'আ : ইউনুস (আঃ)-এর দু'আ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমিন।

অর্থ : তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ; তুমি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালংঘনকারী।

(২১-আম্বিয়া : ৮৭)

মার্চ ০৭

কুরআন : জিহাদ করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না

وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ .

অর্থ : তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে লড়াই কর যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। কিন্তু সে ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করো না। কেননা, আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (২-আল বাকারা : আয়াত-১৯০)

হাদীস : নবীদের প্রতি অত্যাচারের ধরণ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﵁ قَالَ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَحْكِيْ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ ضَرَبَهٗ قَوْمُهٗ فَاَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهٖ وَيَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন এখনো নবী ﷺ-কে দেখছি যখন তিনি একজন নবীর অবস্থা বর্ণনা করছিলেন যে, তাঁর স্বজাতিরা তাঁকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে আর তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তারা জানে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নারীগণের (আ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাদীস ৩৪৭৭)

দু'আ : আল্লাহই যথেষ্ট

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ : হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহ হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুয়া রাব্বুল আরশিল আজিম।

অর্থ: অতঃপর ওরা যদি মুখ ফিরে নেয় তবে তুমি বল, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নাই। আমি তার ওপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা'আরশের অধিপতি। (৯-তওবা : ১২৯)

০৮ মার্চ

কুরআন : জান্নাতে যেতে ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ.

অর্থ : তোমরা কি মনে করেছ যে তোমরা এমনিই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত এটা দেখেননি যে, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আল্লাহর পথে প্রাণপণে লড়াই করতে প্রস্তুত এবং তাঁরই জন্য ধৈর্যশীল।

(৩-আলে ইমরান : আয়াত-১৪২)

হাদীস : উনিশ দিন পর্যন্ত অবস্থানকালে সালাত কসর করা

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ اَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ فَنَحْنُ اِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَاِنْ زِدْنَا اَتْمَمْنَا.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) একদা সফরে উনিশ দিন পর্যন্ত অবস্থানকালে সালাত কসর করেন। সেহেতু আমরাও উনিশ দিনের সফরে থাকলে কসর করি এবং এর চেয়ে অধিক হলে পূর্ণ সালাত আদায় করি। (বুখারী হাদীস : ১০৮০)

দু'আ : আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত লাভের জন্য দু'আ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা জলামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা ওয়াতারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন।

অর্থ: হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে মাফ না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৭-আ'রাফ : আয়াত-২৩)

০৯ মার্চ

কুরআন : যুদ্ধ (জিহাদের) জন্য উৎসাহ দাও

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَغْلِبُوْا أَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ.

অর্থ : হে নবী! মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন; তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শত জনের ওপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকলে এক সহস্র কাফিরের ওপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই।

(৮-আল আনফাল : আয়াত-৬৫)

হাদীস : সাহাবাদের আনুগত্যের স্বরূপ

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُوْلُ - نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِيْنَا أَبَدًا فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ - اللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْأٰخِرَةْ فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةْ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারগণ খন্দক যুদ্ধের দিন আবৃত্তি করছিলেন : "আমরাই তারা যারা মুহাম্মদের হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি, জিহাদ করার ওপর- যতক্ষণ আমরা বেঁচে থাকব।" আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উত্তর দিয়ে বললেন : হে আল্লাহ! পরকালের সুখ হচ্ছে প্রকৃত সুখ; তাই তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সম্মানিত কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১১০, হাদীস ২৯৬১)

দু'আ : ফিৎনা ফাসাদ থেকে বাঁচার জন্য দুয়া

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

উচ্চারণ : রাব্বানা আলাইকা তাওয়াক্কালনা ওয়াইলাইকা আনাবনা ওয়াইলাইকাল মাছির।

অর্থ: হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তো তোমারই ওপর ভরসা করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং তোমারই নিকট ফিরে যাব। (৬০-মুমতাহিনা : ৪)

১০ মার্চ

কুরআন : ঈমানদার হিজরতকারী ও প্রাণ উৎসর্গকারী পরস্পর বন্ধু

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جٰهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ الَّذِينَ آوَوا وَّ نَصَرُوٓا أُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ.

অর্থ : যেসব লোক ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহ্ পথে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছে ও সম্পদ খরচ করেছে, আর যারা হিজরতকারীদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে তারাই আসলে পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। (৮-আল আনফাল : আয়াত-৭২)

হাদীস : উহুদের যুদ্ধে রাসূলের (সা) আহত হন

عَنْ سَهْلٍ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلٰى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلِيٌّ يُمْسِكُ فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لَا يَزِيْدُ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيْرًا فَأَحْرَقَتْهُ حَتّٰى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.

অর্থ : সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তাকে উহুদের দিনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর মুখমণ্ডল আহত হলো এবং তাঁর সামনের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে গেল, তাঁর মাথার শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে গেল। ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রক্ত ধুচ্ছিলেন আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, রক্ত পড়া ক্রমেই বাড়ছে, তখন একটি চাটাই নিয়ে তা পুড়িয়ে ছাই করলেন এবং তা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর রক্ত পড়া বন্ধ হলো।

(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৮৫, হাদীস ২৯১১)

দু'আ : আল্লাহর রহমত কামনা ও ক্ষমা চাওয়ার দু'আ

رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা আমান্না ফাগফিরলানা ওয়ারহামনা ওয়ানতা খাইরুর রাহিমীন।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব, তুমি আমাদেরকের মাফ কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (৪০-মু'মিন : ১০৯)

১১ মার্চ

কুরআন : রাত জেগে তিলাওয়াত করা

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَ نِصْفَهٗ وَ ثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ.

অর্থ : তোমার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনো রাত্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক তৃতীয়াংশ এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের একটি দলও জাগে। (৭৩-আল মুযাম্মিল : আয়াত-২০)

হাদীস : তাহাজ্জুদ ও বিতর সালাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﷺ قَالَ اِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাতের সালাতের পদ্ধতি কী? তিনি বললেন- দু' দু' রাক'আত করে। আর ফযর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করলে এক রাক'আত মিলিয়ে বিত্র করে নিবে। (বুখারী হাদীস :১১৩৭)

দু'আ : রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের ওপর অটল থাকার জন্য দু'আ

رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা আমান্না বিমা আনযালতা ওয়াত্তাবা'নার রাসূলা ফাকতুবনা মাআশ শাহিদীন।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি যা নাযিল করেছ সে বিষয়ের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমরা এ রাসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদেরকে অনুগতদের তালিকাভুক্ত করে নাও। (৩-আল ইমরান : ৫৩)

১২ মার্চ

কুরআন : সব কাজে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী হও

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ .

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহর সাহায্যকারী হও। যেমন করে ঈসা ইবনে মরিয়ম হাওয়ারীগণকে লক্ষ্য করে বলেছিল : কে আছ আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারীগণ জবাবে বলেছিল- আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী [আনসারুল্লাহ]। (৬১-আস সফ : আয়াত-১৪)

হাদীস : প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা এবং সালাতুদ দুহা আদায় করা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ اَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ بِثَلَاثٍ لَا اَدَعُهُنَّ حَتّٰى اَمُوْتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحٰى وَنَوْمٍ عَلٰى وِتْرٍ.

অর্থ : আবূ হুরায়রাহ ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খলিল ও বন্ধু (নবী ﷺ) আমাকে তিনটি কাজের অসিয়ত (বিশেষ আদেশ) করেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত তা আমি পরিত্যাগ করব না। (তা হল)

১. প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম,

২.সালাতুয-যুহা এবং

৩. বিতর (সালাত) আদায় করে শয়ন করা। (বুখারী হাদীস :১১৭৮)

দু'আ : মান্যকারীদের সাথে থাকতে দু'আ

رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা আমান্না ফাকতুবনা মাআশ শাহিদীন।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব, তুমি আমাদেরকেও মান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। (৫-মায়িদা : ৮৩)

১৩ মার্চ

কুরআন : মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ.

অর্থ : এখন তোমরাই দুনিয়ার সর্বোত্তম দল। তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে মানুষের হেদায়েত ও সংস্কার সাধনের জন্য, তোমরা ভালো কাজের হুকুম দিয়ে থাক, খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আন। (৩-আলে-ইমরান : আয়াত-১১০)

হাদীস : সালাতে কোমরে হাত রাখা নিষেধ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করতে লোকদের নিষেধ করেছেন। (বুখারী হাদীস : ১২২০)

দু'আ : ঈমানদারদের কথা

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণ : আল্লাজিনা ইয়াকূলুনা রাব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগফিরলানা জুনুবানা ওয়াক্বিনা আজাবান্নার।

অর্থঃ হে আমাদের পালনর্তা! আমরা ঈমান এনেছি। কাজেই তুমি আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। (৩-আলে ইমরান : ১৬)

১৪ মার্চ

কুরআন : অন্যায় ও অশ্লীল কাজ প্রকাশ করলে আল্লাহ অপছন্দ করেন

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا.

অর্থ : মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ পছন্দ করেন না; তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে সে ব্যতীত। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৪-আন নিসা : আয়াত-১৪৮)

হাদীস : নামাযে ভুল হলে সাহু সাজদা দেয়া

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّيْ جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتّٰى لَا يَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ালে শয়তান এসে তাকে সন্দেহে ফেলে, এমনকি সে বুঝতে পারে না যে, সে কত রাক'আত সালাত আদায় করেছে। তোমাদের কারো এ অবস্থা হলে সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সাজদা করে। (বুখারী হাদীস :১২৩২)

দু'আ : নূর পরিপূর্ণ করতে দু'আ

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ : রাব্বানা আতমিম লানা নূরানা ওয়াগফিরলানা ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদির।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে নূরে পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

(৬৬-আত-তাহরীম : ৮)
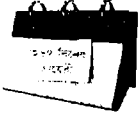
১৫ মার্চ

কুরআন : আল্লাহর স্মরণে মন প্রশান্তি লাভ করে

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

অর্থ : জেনে রাখ! আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই [দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজের মাধ্যমেই] আত্মার প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা লাভ হয়ে থাকে। (১৩-রাদ : আয়াত-২৮)

হাদীস : শিরক করা অবস্থায় মারা গেলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ اَنَا مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যে আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুর শিরক না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী হাদীস :১২৩৮)

দু'আ : ফিৎনা ফাসাদ থেকে বাঁচার জন্য দু'আ

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا.

উচ্চারণ : রাব্বানা লাতাযআলনা ফিতনাতাল লিল্লাজিনা কাফারু ওয়াগফির লানা রাব্বানা

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র কর, না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর।

(৬০-মুমতাহিনা : ৫)

১৬ মার্চ

কুরআন : ইবাদতকারি মনই প্রশান্ত মন

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. ارْجِعِىٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً. فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ. وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ.

অর্থ : হে নিশ্চিন্ত মন, আপন প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, এমন অবস্থায় যেন তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর তুমি আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

(৮৯-আল ফজর : আয়াত-২৭-৩০)

হাদীস : শোকে গাল চাপড়ানো নিষেধ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) ইরশাদ করেছেন- যারা শোকে গণ্ডে চপেটাঘাত করে, জামার বক্ষ ছিন্ন করে ও জাহিলী যুগের মত চিৎকার দেয়, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।

(বুখারী হাদীস :১২৯৭)

দু'আ : জালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়ন থেকে আশ্রয় চাওয়া

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা লা তাযআলনা ফিতনাতাল্লিল কওমিল জালেমীন ওয়া নাজ্জিনা বিরাহমাতিকা মিনাল কাওমিল কাফিরীন।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করিও না এবং আমাদেরকে তোমার দয়ায় কাফির সম্প্রদায় থেকে হেফাজত কর। (১০-ইউনুস : ৮৫-৮৬)

১৭ মার্চ

কুরআন : আল্লাহর পথে জিহাদ সব কিছু থেকে প্রিয় হতে হবে

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ ا۟قْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.

অর্থ : বলুন, তোমাদের পিতা, সন্তানাদি, ভাই-বোন, স্ত্রীগণ, আত্মীয়-স্বজন, ঐ মাল যা তোমরা কামাই করেছ, তোমাদের ঐ ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার মন্দার ভয় কর এবং তোমাদের ঐ বাড়ি (জমি-জমা) যা তোমরা পছন্দ কর – (এসব) যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসেকদেরকে হেদায়াত করেন না। (৯-আত-তাওবা : আয়াত-২৪)

হাদীস : মুসিবতের প্রথম অবস্থায়ই প্রকৃত সবর

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى.

অর্থ : আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিপদের প্রথম অবস্থায়ই প্রকৃত সবর। (বুখারী হাদীস :১৩০২)

দু'আ : দুশমনের ওপর বিজয় ও কাফেরদের মোকাবেলায় দৃঢ় থাকার দু'আ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বানাগ ফিরলানা জুনুবানা ওয়াইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বওমিল কাফিরীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহ এবং আমাদের কার্যে সীমালংঘন তুমি আমাদেরকে মাফ কর। আর আমাদের মজবুত রাখ এবং কাফেরদের ওপর আমাদের সাহায্য কর। (৩-আলে ইমরান : ১৪৭)

১৮ মার্চ

কুরআন : চার শ্রেণির লোক ছাড়া সবাই ক্ষতিগ্রস্ত

وَ الْعَصْرِ. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

১. কালের শপথ।
২. নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত।
৩. সেই লোকদের ছাড়া, ক. যারা ঈমান আনে ও খ. নেক আমল করে এবং গ. একজন অপরজনকে হক উপদেশ দেয় ও ঘ. ধৈর্যধারণের উৎসাহ দেয়।

(১০৩-আল আসর, আয়াত : ১-৩)

হাদীস : খাটিয়ায় থাকাকালীন মৃত ব্যক্তির উক্তি আমাকে নিয়ে এগিয়ে চল

عَنْ اَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِيْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِاَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا اَيْنَ يَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ.

অর্থ : আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আ'নহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যখন জানাযা (খাটিয়ায়) রাখা হয় এবং পুরুষ লোকেরা তা তাদের কাঁধে তুলে নেয়, সে পুণ্যবান হলে তখন বলতে থাকে, আমাকে সামনে এগিয়ে দাও। আর পুণ্যবান না হলে সে আপন পরিজনকে বলতে থাকে, হায় আফসোস! এটা নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ? মানুষ জাতি ব্যতীত সবাই তার চিৎকার শুনতে পায়। মানুষ যদি তা শুনতে পেত তবে অবশ্যই অজ্ঞান হয়ে যেত। (বুখারী হাদীস :১৩১৬)

দু'আ : আসহাবে কাহফের দু'আ (সত্য পথের সন্ধানের জন্য দু'আ)

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا.

উচ্চারণ : রাব্বানা আতিনা মিল্লাদুনকা রহমাতাও ওয়াহায়্যি লানা মিন আমরিনা রশাদা।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে রহমত দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর। (১৮-কাহাফ : আয়াত-১০)

১৯ মার্চ

কুরআন : ফিতনা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাও

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۖ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থ : অশান্তি দূরীভূত হয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তাহলে অত্যাচারীদের ওপর ব্যতীত শত্রুতা নেই। (২-আল বাকারা : আয়াত-১৯৩)

হাদীস : রাসূল ﷺ-এর উৎসাহব্যঞ্জক কথা

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ جَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلٰى اَكْتَادِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ.

অর্থ : সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন পরিখা খনন করে আমাদের স্কন্ধে করে মাটি বহন করছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। মুহাজির ও আনসারদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৯, হাদীস ৩৭৯৭)

দু'আ : নিজ স্ত্রী ও সন্তানাদির জন্য দু'আ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

উচ্চারণ : রাব্বনা হাবলানা মিন আযওয়াযিনা ওয়াজুরিয়্যাতিনা কুররাতা আ'য়ুনিও ওয়ায আল আলানা লিলমুত্তাকিনা ইমামা।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রী এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে তাকওয়াবানদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর। (২৫-ফুরকান : আয়াত-৭৪)

২০ মার্চ

কুরআন : আল্লাহর সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যাও

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ : তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর এবং জেনে রেখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। (২-আল বাকারা : আয়াত-২৪৪)

হাদীস : মৃতদের গালি দেয়া নিষেধ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلٰى مَا قَدَّمُوْا.

অর্থ : আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমরা মৃতদের গালি দিও না। কারণ, তারা স্বীয় কর্মফল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।
(বুখারী হাদীস :১৩৯৩)

দু'আ : জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চেয়ে দু'আ

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا.

উচ্চারণ : রাব্বানাস রিফ আন্না আজাবা জাহান্নামা ইন্না আজাবাহা কানা গরামান ইন্নাহা সাআত মুসতাকররাও ওমুকামা।

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নিকট থেকে জাহান্নামের শাস্তি দূর কর, নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত ধ্বংস; বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কতই না নিকৃষ্ট। (২৫-ফুরকান : আয়াত-৬৫-৬৬)

২১ মার্চ

কুরআন : ইহুদীদের স্বরূপ

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ . وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ.

অর্থ : এবং তাদের হস্তসমূহ পূর্বে যা প্রেরণ করেছে তজ্জন্যে তারা কখনই তা (মৃত্যু) কামনা করবে না; এবং আল্লাহ অত্যাচারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছেন। (২-আল বাকারা : আয়াত-৯৫)

হাদীস : মৃত ব্যক্তিকে সকাল ও সন্ধ্যায় জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন- তোমাদের কেউ মারা গেলে অবশ্যই তার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তার অবস্থানস্থল উপস্থাপন করা হয়। যদি সে জান্নাতী হয়, তবে (অবস্থান স্থল) জান্নাতীদের মধ্যে দেখানো হয়। আর সে জাহান্নামী হলে, তাকে জাহান্নামীদের (অবস্থান স্থল দেখানো হয়) আর তাকে বলা হয়, এ হচ্ছে তোমার অবস্থান স্থল, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তোমাকে পুনরত্থিত করা অবধি।

(সহীহ মুসলিম হাদীস :৭৩৯০)

দু'আ : দুনিয়ার কল্যাণ ও পরকালের মুক্তির জন্য দু'আ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণ : রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াক্বিনা আজাবান্নার।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আখিরাতের কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

(২- আল বাকারা : ২০১)

২২ মার্চ

কুরআন : শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসীদের দুনিয়া ও আখেরাতে প্রতিষ্ঠা করা হবে

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَ يُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ.

অর্থ : যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা যালিম আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। (১৪-ইবরাহীম : আয়াত-২৭)

হাদীস : কবরের আযাব সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ ﷺ تَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَطِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِىْ يَفْتَتِنُ فِيْهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذٰلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً.

অর্থ : উরওয়া ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি আসমা বিনত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা -কে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দিচ্ছিলেন তাতে তিনি কবরে মানুষ যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তার বর্ণনা দিলে মুসলিমগণ ভয়ার্ত চিৎকার করতে লাগলেন। (বুখারী হাদীস :১৩৭৩)

দু'আ : ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

উচ্চারণ : সামিনা ওয়াআত্ব'না গুফরনাকা রাব্বনা ওয়াইলাইকাল মাছির।

অর্থ: আমরা শ্রবণ করেছি এবং পালন করিছ। আমরা ক্ষমা চাই, হে আমাদের প্রতিপালক। আর প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট। (২-আল বাকারা : আয়াত-২৮৫)

২৩ মার্চ

কুরআন : যারা হিজরত এবং জিহাদ করে তাদের জন্য উচ্চ মর্যাদা রয়েছে

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ. اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ. وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ.

অর্থ : আল্লাহর নিকট তো সেই লোকদেরই অতি বড় মর্যাদা যারা তার পথে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়েছে, নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করছে, তারাই সফলকাম। (৯-আত তাওবা : আয়াত-২০)

হাদীস : সম্পদ জমা করে রাখলে, আল্লাহ তা আটকে রাখবেন

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ ﷺ اَنَّهَا جَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ اِرْضَخِيْ مَا اسْتَطَعْتِ.

অর্থ : আসমা বিনতে আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি এক সময় নবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে বললেন : তুমি সম্পদ জমা করে রেখো না, এরূপ করলে আল্লাহ তোমার হতে তা আটকে রাখবেন। কাজেই সাধ্যানুসারে দান করতে থাক। (বুখারী হাদীস :১৪৩৪)

দু'আ : হেদায়াতের পর বক্রতা না আসতে দু'আ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

উচ্চারণ : রাব্বানা লা তুযিগকুলুবুনা বা'দা ইজ হাদাইতিনা ওয়াহাব লানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহহাব।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ দেখানোর পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত কর না। কেননা, তাহলে আমাদের আর কোনো ভরসা স্থল-ই থাকবে না। আর তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ প্রদান কর। নিশ্চয় তুমিই মহাদাতা। (৩-আলে-ইমরান : ৮)

২৪-মার্চ

কুরআন : জান-মালের বিনিময়ে জান্নাত

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ.

অর্থ : আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার ব্যক্তিদের নিকট হতে তাদের জান ও মাল খরিদ করেছেন তার বিনিময়ে তাদের জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

(৯-তাওবা, আয়াত : আয়াত-১১১)

হাদীস : স্ত্রীদের ব্যাপারে উপদেশ দান

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمَرْاَةُ كَالضِّلَعِ اِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, নারীরা হচ্ছে পাঁজরের হাড়ের ন্যায়। যদি তোমরা তাকে একেবারে সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে যাবে। কাজেই যদি তোমরা তাদের থেকে লাভবান হতে চাও, তাহলে ঐ বাঁকা অবস্থাতেই লাভবান হতে হবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৭৯, হাদীস ৫১৮৪)

দু'আ : হিসাবের দিন ক্ষমা প্রাপ্তির প্রার্থনা

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

উচ্চারণ : রাব্বানাগ ফিরলি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়ালিল মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদারদেরকে ক্ষমা কর। (১৪-সূরা ইবরাহীম : ৪১)

২৫ মার্চ

কুরআন : প্রত্যাশিত বস্তু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ.

অর্থ : তোমাদের প্রিয় জিনিসগুলিকে যদি তোমরা আল্লাহর জন্য ব্যয় না কর তাহলে তোমরা প্রকৃত কল্যাণ কিছুতেই লাভ করতে পারবে না।

(৩-আলে ইমরান : আয়াত-৯২)

হাদীস : হালাল উপার্জন থেকে সদকা প্রদান করা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلَّا الطَّيِّبَ وَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهٖ كَمَا يُرَبِّيْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهٗ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন- যে ব্যক্তি হালাল কামাই থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সদকা করবে, (আল্লাহ তা কবুল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবুল করেন আর আল্লাহ তাঁর ডান হাত দিয়ে তা কবুল করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সদকা পাহাড় বরাবর হয়ে যায়।

(বুখারী হাদীস :১৪১০)

দু'আ : দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে মুক্তির দু'আ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমীন।

অর্থ: তুমি ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই; তুমি পবিত্র, আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (২১-আম্বিয়া : ৮৭)

২৬ মার্চ

কুরআন : আত্মসমালোচনা নিজের জন্য উপকারী

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ . كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا.

অর্থ : আপন কর্মের রেকর্ড পড়। আজ তোমার নিজের হিসাব করার জন্য [তুমি] নিজেই যথেষ্ট। (১৭-বনী ইসরাঈল : আয়াত-১৪)

হাদীস : দানের উপকারিতা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ بَعْضَ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَيُّنَا اَسْرَعُ بِكَ لُحُوْقًا قَالَ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَاَخَذُوْا قَصَبَةً يَذْرَعُوْنَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ اَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ اَنَّمَا كَانَتْ طُوْلَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ اَسْرَعَنَا لُحُوْقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ.

অর্থ : আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। কোনো নবী সহধর্মিনী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন- আমাদের মধ্য হতে সবার পূর্বে (মৃত্যুর পর) আপনার সাথে কে মিলিত হবে? তিনি বললেন তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে লম্বা। তাঁরা একটি বাঁশের কাঠির মাধ্যমে হাত মেপে দেখতে লাগলেন। সওদার হাত সকলের হাতের চেয়ে লম্বা বলে প্রমাণিত হলো। পরে [সবার আগে যায়নাব রাদিআল্লাহু আনহা-এর মৃত্যু হলে] আমরা বুঝলাম হাতের দীর্ঘতার অর্থ দানশীলতা। তিনি [যায়নাব রাদিআল্লাহু আনহা] আমাদের মধ্যে সবার আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে মিলিত হন এবং তিনি দান করতে ভালবাসতেন। (বুখারী হাদীস :১৪২০)

দু'আ : নিজে ও স্বীয় বংশধর সর্বদা নামাজ আদায়ে তৎপর থাকার দুয়া

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

উচ্চারণ : রাব্বিয আলনী মুক্বিমাস স্বলাতী ওয়ামিন জুররিয়্যাতী রাব্বানা ওয়াতাক্বব্বালনা দু'আ।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দোয়া কবুল করুন। (১৪-ইবরাহীম : ৪০)

২৭ মার্চ

কুরআন : প্রত্যেককে তার কৃতকর্ম দেখানো হবে

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ.

অর্থ : এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ বিনিময় দেয়া হবে, আর তিনি সকলের কার্যাবলি সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন। (৩৯-যুমার : আয়াত-৭০)

হাদীস : যে ব্যক্তি যথাশীঘ্র সদকাহ্ দেয়া পছন্দ করে

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ خَرَجَ فَقُلْتُ اَوْ قِيْلَ لَهُ فَقَالَ كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ اَنْ اُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ.

অর্থ : উকবাহ ইবনে হারিস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সালাত আদায় করে দ্রুত ঘরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বিলম্ব না করে বের হয়ে আসলেন। আমি বললাম বা তাঁকে বলা হলো, এমনটি করার কারণ কী? তখন তিনি বললেন- ঘরে সদকার একখণ্ড সোনা রেখে এসেছিলাম কিন্তু রাত পর্যন্ত তা ঘরে থাকা আমি পছন্দ করিনি। কাজেই তা বণ্টন করে দিয়ে এলাম। (বুখারী হাদীস :১৪৩০)

দু'আ : নিজ জুলুমের ক্ষমা চাওয়া

رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ.

উচ্চারণ : রাব্বি ইন্নি জলামতু নাফসী ফাগফিরলী।

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি। অতএব, আমাকে মাফ কর। (২৮-আল-কাসাস : ১৬)
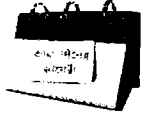
২৮ মার্চ

কুরআন : দুনিয়াতে আনন্দে থাকা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ

وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِیَ کِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ. فَسَوْفَ یَدْعُوْا ثُبُوْرًا. وَّ یَصْلٰی سَعِیْرًا. اِنَّهٗ کَانَ فِیْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا. اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ یَّحُوْرَ.

১০. এবং যাকে তার কর্মলিপি তার পৃষ্ঠের পশ্চাদভাগে দেয়া হবে,
১১. ফলত অচিরেই সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে
১২.এবং জ্বলন্ত জাহান্নামে সে প্রবিষ্ট হবে।
১৩.সে তার স্বজনদের মধ্যে তো আনন্দে ছিল।
১৪.যেহেতু সে ভাবতো যে, সে কখনই প্রত্যাবর্তিত হবে না।

(৮৪-ইনশিকাক : আয়াত-১০-১৪)

হাদীস : হজ্জের তালবিয়া

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما اَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তালবিয়া নিম্নরূপ : (অর্থ) আমি উপস্থিত হে আল্লাহ, আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত, আপনার কোনো শরীক নেই, আমি উপস্থিত। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও সকল নিআমত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই, আপনার কোনো শরীক নেই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ২৬, হাদীস ১৫৪৯ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩. হাদীস ১১৮৩)

দু'আ : স্বীয় দায়িত্ব সহজে আদায় করার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ

رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ وَیَسِّرْ لِیْۤ اَمْرِیْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِیْ یَفْقَهُوْا قَوْلِیْ.

উচ্চারণ : রাব্বিশ রহলী ছদরী ওয়াসসিরলী আমরী ওয়াহলুল উকদাতাম মিল লিসানী ইয়াফকাহু কওলী

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কর্ম সহজ করে দিন, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (২০-ত্বহা : ২৫-২৮)

২৯ মার্চ

কুরআন : আল্লাহর বিধান না মানলে অন্যরা স্থলাভিষিক্ত হবে

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا.

অর্থ : আমি তাদের সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করব তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব। (৭৬-দাহর : আয়াত-২৮)

হাদীস : মায়ের সাথে সদাচরণ কর

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّىْ وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ وَهِىَ رَاغِبَةٌ اَفَاَصِلُ اُمِّىْ قَالَ نَعَمْ صِلِىْ اُمَّكِ.

অর্থ : আসমা বিনতে আবূ বকর রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে আমার আম্মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট এসেছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ফতোওয়া চেয়ে বললাম, তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট, এমতাবস্থায় আমি কি তাঁর সঙ্গে সদাচরণ করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করো।

(বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ২৯: হাদীস ২৬২০)

দু'আ : নেক ও সৎ সন্তানের জন্য দু'আ

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ.

উচ্চারণ : রাব্বি হাবলী মিল্লাদুনকা জুররিয়্যাতান ত্বইয়িবাতান ইন্নাকা ছামিউদ দোয়াই।

অর্থ : হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আপনার পক্ষ থেকে পবিত্র সন্তান দান কর, নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (৩-আলে-ইমরান : ৩৮)

৩০ মার্চ

কুরআন : মিথ্যাবাদীদের অনুসরণ কর না

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ . بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ .وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ .

৫. শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখবে।

৬. তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।

৭. তোমার রব তো সম্যক অবগত আছেন যে, কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন তাদেরকে যারা সৎপথ প্রাপ্ত।

৮. সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ কর না। (৬৮-ক্বালাম : আয়াত-৫-৮)

হাদীস : অত্যধিক প্রশ্ন করা এবং অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা

عَنِ الشَّعْبِيِّ ﷺ كَاتِبُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنِ اكْتُبْ اِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَتَبَ اِلَيْهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيْلَ وَقَالَ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ.

অর্থ : শাবী (রহ.) হতে বর্ণিত। মুগীরা ইবনে শুবাহ (রহ.)-এর কাতিব (একান্ত সচিব) বলেছেন, মু'আবিয়া ﷺ মুগীরা ইবনে শুবাহ ﷺ -এর কাছে লিখে পাঠালাম যে, নবী ﷺ -এর কাছ হতে আপনি যা শুনেছেন তার কিছু আমাকে লিখে জানান। তিনি তাঁর কাছে লিখলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন–

১. অনর্থক কথাবার্তা,

২. সম্পদ নষ্ট করা এবং

৩. অত্যধিক প্রশ্ন করা। (বুখারী হাদীস : ১৪৭৭)

দু'আ : নেক সন্তান পেতে দু'আ

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বি লাতাজারনি ফারদাও ওআনতা খাইরুল ওয়ারিসীন।

অর্থ : হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একা (সন্তানহীন) রেখো না এবং তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। (২১-আম্বিয়া : ৮৯)

৩১ মার্চ

কুরআন : যার অনুসরণ করা যাবে না

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ. هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍ. مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ. عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ.

১০. এবং অনুসরণ কর না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত।
১১. পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়।
১২. যে কল্যাণের কাজে বাধাঁ দান করে, সে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ।
১৩. রূঢ় স্বভাব এবং তদপুরি কুখ্যাত। (৬৮-ক্বালাম : আয়াত-১০-১৩)

হাদীস : দান করার সফলতা ও কৃপণতার ব্যর্থতা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- প্রতিদিন সকালে দু'জন ফিরিশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন। (বুখারী হাদীস : ১৪৪২)

দু'আ : নেককার সন্তানের জন্য দু'আ

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বি হাবলী মিনাস সোয়ালিহীন।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে নেক সন্তান দান কর।

(৩৭-আস-সাফফাত : ১০০)

৪. এপ্রিল

০১ এপ্রিল

কুরআন : যাকাত না দেয়ার করুণ পরিণাম

وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ.

অর্থ : আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং সেটা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সংবাদ দাও। (৯-তওবা : আয়াত-৩৪)

হাদীস : মৃত্যুর পর সম্পদশালীর শাস্তি

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ يَعْنِيْ شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا {لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ} اَلْاٰيَةُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন- যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো (বিষের তীব্রতার কারণে) মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গালায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তিলাওয়াত করেন, "আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে; বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই কিয়ামাত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে।"। (বুখারী হাদীস :১৪০৩)

দু'আ : ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়ানতা খাইরুর রহিমীন।

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর, দয়ালুদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (২৩-আল মুমিনুন : ১১৮)

০২ এপ্রিল

কুরআন : ইসলামের সকল বিধান পালন করতে হবে

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً .وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ .اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবিষ্ট হও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।

(২-আল বাকারা : ২০৮)

হাদীস : সওম পালনকারীর জন্য জান্নাত

عَنْ سَهْلٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَقُوْمُوْنَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَاِذَا دَخَلُوْا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ.

অর্থ : সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেয়া হবে, সওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যাতে করে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে। (বুখারী হাদীস :১৮৯৬)

দু'আ : জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দু'আ

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

উচ্চারণ : রাব্বি যিদনী ইলমা।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও। (২০-ত্বহা : আয়াত-১১৪)

০৩ এপ্রিল

কুরআন : সকল কাজ কেবল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্যই কর

فَاَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا .فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا .لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ .ذٰلِکَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ .وَلٰکِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (৩০-রূম : ৩০)

হাদীস : রমযানে শয়তানগুলোকে শিকলবন্দী করা হয়

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন- রমযান আসলে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানগুলোকে শিকলবন্দী করে দেয়া হয়। (বুখারী হাদীস :১৮৯৯)

দু'আ : সাহায্যের জন্য দু'আ

رَبِّ انْصُرْنِیْ عَلَی الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বিনসুরনী আলাল কওমীল ফাসিকীন।

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। (২৯-আল-আনকাবূত : ৩০)

০৪ এপ্রিল

কুরআন : রোযা ফরজ করা হয়েছে মুত্তাকী হওয়ার জন্য

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল– যাতে করে তোমরা মুত্তাক্বী হতে পার। (২-আল বাকারা : আয়াত-১৮৩)

হাদীস : জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবী

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَبُوْ بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَزُبَيْرٌ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ.

অর্থ : রাসূল ﷺ বলেছেন- আবু বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, উসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবায়ের জান্নাতী, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ জান্নাতী, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ ইবনে যায়েদ জান্নাতী, ও আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ জান্নাতী। (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। (মুসলিম, তিরমিযী ও মিশকাত হাদীস-৫৮৫৮, ৫৮৫৯)

দু'আ : শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আশ্রয় চেয়ে দু'আ

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ.

উচ্চারণ : রাব্বি আউযুবিকা মিন হামাযাতিশ শায়তানি ওয়া আউযুবিকা রাব্বি আইয়াহদুরুন।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনাকারী শয়তানের প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমার নিকট ওদের (শয়তানদের) উপস্থিতি থেকে। (২৩-আল-মুমিনুন : ৯৭-৯৮)

০৫ এপ্রিল

কুরআন : কদরের রাত হাজার রাত থেকেও উত্তম

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ . وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ . لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ . سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ .

১. আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে।
২. শবে-কদর সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?
৩. শবে-কদর হলো এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
৪. এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তবে পালনকর্তার নির্দেশক্রমে।
৫. এটা নিরাপত্তা যা, ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

(৯৭-কদর : আয়াত-১-৫)

হাদীস : লাইলাতুল ক্বদরে ঈমানের সাথে রাত জেগে ইবাদত করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ؓ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে তার পিছনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানে সিয়াম পালন করবে, তারও অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে।

(বুখারী হাদীস :১৯০১)

দু'আ : স্থিতিশীল রাষ্ট্রের জন্য দু'আ

رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا.

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা! যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষজনক তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাও এবং যেখানে নির্গমন অশুভ ও অসন্তোষজনক সেখান হতে আমাকে বের করে নাও এবং তোমার নিকট থেকে আমাকে দান কর সাহায্যকারী শক্তি। (১৭-বনি ইসরাঈল : ৮০)

০৬ এপ্রিল

কুরআন : সবচেয়ে উত্তম কথা আল্লাহর প্রতি আহ্বান

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ : আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভালো কথা আর কার হতে পারে? যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলিম। (৪১-হা-মীম আস সাজদাহ : আয়াত-৩৩)

হাদীস : যে ব্যক্তি সওম পালনের সময় মিথ্যা বলা পরিত্যাগ না করে

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। (বুখারী হাদীস : ১৯০৩)

দু'আ : কল্যাণকর জায়গায় নিতে দু'আ

وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ.

উচ্চারণ : ওয়াকুর রাব্বি আনযিলনী মুনযালাম মুবারকাও ওয়া আনতা খাইরুল মুনযিলীন

অর্থ : হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করিয়ে নাও যা কল্যাণকর; আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী। (২৩-আল-মুমিনুন : ২৯)

০৭ এপ্রিল

কুরআন : কুরআন রমজান মাসে অবতীর্ণ হয়

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

অর্থ : রমযান তো সেই মাস যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে যা মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক এবং হিদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে সে যেন রোযা রাখে।

(২-আল বাকারা : আয়াত-১৮৫)

হাদীস : রমযানে কাউকে গালি দিলে সে বলবে, 'আমি তো রোযাদার'

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ اِلَّا الصِّيَامَ فَاِنَّهُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّيْ امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সওম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য। তাই আমি এর প্রতিদান দেব। সিয়াম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন রোযাদার। যাঁর কবজায় মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ! অবশ্যই রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিস্কের গন্ধের চাইতেও সুগন্ধি। (বুখারী হাদীস : ১৯০৪)

দু'আ : শয্যা ত্যাগের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না- বা'দা মা- আমাতানা-ওয়া ইলাইহিন নুশূর।

অর্থ : ঐ আল্লাহর প্রশংসা, যিনি মৃত্যুর পর আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করলেন। আমাদের প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে। (বুখারী, মিশকাত, ২০৮ পৃঃ)

০৮ এপ্রিল

কুরআন : জেনে বুঝে আল্লাহর প্রতি আহবান

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۚ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۖ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

অর্থ : তুমি এদের বলে দাও। আমার পথ তো এই, আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই আমি ও আমার অনুসারীরা পূর্ণাঙ্গ সচেতনতার সাথেই। আল্লাহ তাআলা মহান পবিত্র এবং আমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

(১২-ইউসুফ : আয়াত-১০৮)

হাদীস : অবিবাহিত ব্যক্তি যে নিজের ব্যাপারে ভয় করে, তার জন্য সওম

عَنْ عَلْقَمَةَ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَمْشِيْ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

অর্থ : আলকামাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর সাথে চলতে ছিলাম, তখন তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম, তিনি বললেন যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা, বিয়ে চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন সওম পালন করে। সওম তার প্রবৃত্তিকে দমন করে। (বুখারী হাদীস : ১৯০৫)

দু'আ : সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট থেকে বাঁচার দু'আ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

উচ্চারণ : আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক।

অর্থ : আমি আশ্রয় চাই আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিকুলের অনিষ্ঠ থেকে। (তিরমিযী : ১৮৭)

০৯ এপ্রিল

কুরআন : ধর্মীয় কাজে মতবিরোধ না করা

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ.

অর্থ : তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করো না। তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছো তা তাদের নিকট দূর্বহ মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন। (৪২-শুরা : আয়াত-১৩)

হাদীস : রমযানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে সওম আরম্ভ না করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা কেউ রমযানের একদিন কিংবা দু'দিন আগে হতে সওম শুরু করবে না। তবে কেউ যদি এ সময় সিয়াম পালনে অভ্যস্ত থাকে তাহলে সে সেদিন সওম পালন করতে পারবে। (বুখারী হাদীস : ১৯১৪)

দু'আ : ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

উচ্চারণ : সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়াআতূবু ইলাইকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি পুত-পবিত্র, আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। প্রশংসা ও গুণগান আপনারই জন্যে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি। (সুনানে তিরমিযী : ৩৪৩৩)

১০ এপ্রিল

কুরআন : রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . قُمْ فَاَنْذِرْ . وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ .وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ.
وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ. وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ.

১. হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!
২. উঠ, আর সাবধান কর ও
৩. তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব বড়ত্বের ঘোষণা কর।
৪. তোমার পোশাক পবিত্র রাখো,
৫. অপবিত্রতা হতে দূরে থাকো,
৬. অধিক লাভের আশায় দান (ইহ্সান) করো না।
৭. এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ কর।

(৭৪-মুদ্দাস্সির : আয়াত-১-৭)

হাদীস : রোযাদার ভুলবশত কিছু খেলে বা পান করে ফেললে

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا نَسِيَ فَاَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- সওম পালনকারী ভুলক্রমে যদি আহার করে বা পান করে ফেলে, তাহলে সে যেন তার সওম পুরা করে নেয়। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন। (বুখারী হাদীস : ১৯৩৩)

দু'আ : জুলুমবাজ ও শক্তিধর ব্যক্তি থেকে পরিত্রাণের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহীম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরূরিহিম।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আপনার দায়িত্বে তাদেরকে সমর্পণ করলাম এবং তাদের অনিষ্ট আপনার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। (আবু দাউদ : ১৫৩৯)

১১ এপ্রিল

কুরআন : রবের ইবাদত কর

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ : হে মানুষ তোমরা সেই রবের দাসত্ব কর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও যাতে করে তোমরা তাকওয়াবান হতে পারো। (২-আল বাকারা : আয়াত-২১)

হাদীস : সফরে সওম পালন করা বা না করা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْاَسْلَمِيَّ رضي الله عنه قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَاَصُوْمُ فِى السَّفَرِ؟ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ

অর্থ : নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা হতে বর্ণিত। হামযাহ ইবনে আমর আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু অধিক সওম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নবী ﷺ-কে বললেন, আমি সফরেও কি সওম পালন করতে পারি? তিনি বললেন- ইচ্ছা করলে তুমি সওম পালন করতে পার, আবার ইচ্ছা করলে নাও করতে পার।

(বুখারী হাদীস : ১৮৪১)

দু'আ : বিভিন্ন জটিল রোগ থেকে মুক্তির দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّءِ الْاَسْقَامِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল বারাসি ওয়াল যুজামি ওয়াসায়্যিয়িল আসক্বামি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি আপনার কাছে শ্বেত রোগ বা ধবল রোগ, উন্মাদ রোগ, কুষ্ঠ রোগ ও সকল প্রকার খারাপ ব্যাধি থেকে।

(মুসতাদরেকেল হাকেম : ১৯৪৪)

১২ এপ্রিল

কুরআন : আল্লাহর দিকে হিকমত সহকারে ডাক

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ.

অর্থ : তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত।

(১৬-আন নাহল : আয়াত-১২৫)

হাদীস : সওমের কাযা রেখে যিনি মারা যান

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهٗ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- সওমের কাযা যিম্মায় রেখে যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ হতে সওম আদায় করবে। (বুখারী হাদীস : ১৯৫২)

দু'আ : জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে বাঁচার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَالْفَقْرِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন ফিতনাতিন্নারি ওয়াআজাবিন্নারি ওয়া মিন শাররিল গিনা ওয়াল ফাক্বরি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের পরীক্ষা ও আযাব থেকে এবং সম্পদের প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের অনিষ্টকারিতা থেকে।

(আবু দাউদ : ১৫৪৫)

১৩ এপ্রিল

কুরআন : দুনিয়ায় খিলাফত পাওয়ার শর্ত

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ

অর্থ : আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে ও সৎ কাজ করবে তাদেরকে তিনি পৃথিবীতে ঠিক তেমনিভাবে খিলাফত দান করবেন যেমন তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকদেরকে দান করেছিলেন, তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, যাকে আল্লাহ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। (২৪-আন নূর : আয়াত-৫৫)

হাদীস : শুধু জুমু'আর দিনে খাস করে সওম পালন করা নিষেধ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَصُوْمَنَّ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ اَوْ بَعْدَهُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমুআর দিনে সওম পালন না করে কিন্তু তার পূর্বে একদিন অথবা পরের দিন (যদি পালন করে তবে জুমু'আর দিনে সওম পালন করা যায়)। (বুখারী হাদীস : ১৯৮৫)

দু'আ : রোগ থেকে বাঁচতে দু'আ

رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বি আন্নি মাসসানি ইয়াদদুররু ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমীন।

অর্থ: হে আমার রব! 'নিশ্চয় রোগ আমাকে আক্রমণ করেছে, আর আপনিই সবচেয়ে বড় দয়ালু; অতএব আপনি দয়া করে আমাকে সুস্থ করে দিন।

(২১-আল আম্বিয়া : ৮৩)

১৪ এপ্রিল

কুরআন : কুরআন একটা উপদেশ

اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا. وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

অর্থ : এটা এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তোমাদের ইচ্ছা কার্যকর হবে না, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (২৬-দাহর : আয়াত-২৯-৩০)

হাদীস : রমযানের শেষ দশকে অধিক আমল করা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهٗ وَاَحْيَا لَيْلَهٗ وَاَيْقَظَ اَهْلَهٗ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রমযানের শেষ দশক আসত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লুঙ্গি কষে নিতেন (বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত জেগে থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন।

(বুখারী হাদীস : ২০২৪)

দু'আ : কোনো বৈঠক হতে উঠার পর নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

উচ্চারণ : সুবহানাকা আল্লাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাহ আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

অর্থ : আপনি পুতঃপবিত্র হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসা করছি, আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই। আপনার নিকট ক্ষমা চাই এবং আপনার নিকট তওবা করছি। (আবু দাউদ : ৪৮৬১)

১৫ এপ্রিল

কুরআন : দ্বীনের ব্যাপারে জবরদস্তি নেই

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۚ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ : দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি কিংবা বাধ্যবাধকতা নেই। নিশ্চয় ভ্রান্তি হতে সুপথ প্রকাশিত হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরলো যা কখনও ছিন্ন হবার নয় এবং আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

(২-আল বাকার : আয়াত-২৫৬)

হাদীস : যে ব্যক্তি কোত্থেকে সম্পদ কামাই করল, তার পরোয়া করে না

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَاْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلَالِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন এক যুগ আসবে, মানুষ পরোয়া করবে না যে, সে কোথা হতে সম্পদ উপার্জন করল, হালাল হতে না হারাম হতে। (বুখারী হাদীস : ২০৫৯)

দু'আ : জালেম থেকে মুক্তির জন্য দু'আ

رَبِّ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ.

উচ্চারণ : রাব্বি আন্নী মাগলুবুন ফানতাসির।

অর্থ : হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি তো অক্ষম বা অপারগ হয়ে গেছি, তাই আপনি এদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। (৫৪-কামার : আয়াত-১০)

১৬ এপ্রিল

কুরআন : দায়ীকে ভালবাসাপূর্ণ ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

অর্থ : অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত; এবং তুমি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হতে তাহলে নিশ্চয় তারা তোমার সংস্পর্শ থেকে চলে যেত। অতএব, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কার্য সম্বন্ধে তাদের সাথে পরামর্শ কর; অনন্তর যখন তুমি সংকল্প করেছ, তখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর; এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ওপর ভরসাকারীগণকে ভালবাসেন। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-১৫৯)

হাদীস : ক্রয়-বিক্রয়ে নম্রতা ও কোমলতা

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.

অর্থ : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন- আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন যে নম্রতার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করে ও পাওনা ফিরিয়ে চায়। (বুখারী হাদীস : ২০৭৬)

দু'আ : দুই সাজদার মাঝখানের দোয়া।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَارْفَعْنِيْ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদি ওয়াজবুরনী ওয়া আফিনী ওয়ারযুক্বনী ওয়ারফা'নী।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি আমার ওপর রহম কর, তুমি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত কর, তুমি আমার জীবনের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দাও, তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান কর এবং তুমি আমাকে রিযিক দান কর ও আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও।

(আবূ দাউদ-৮৫০; তিরমিযী-২৮৪; ইবনে মাজাহ)

১৭ এপ্রিল

কুরআন : দুনিয়ার জীবন আখিরাতের তুলনায় অতি নগন্য ও তুচ্ছ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয় – বের হও আল্লাহর পথে, তখন তোমরা মাটিতে লেগে থাক (অলসভাবে বসে থাক); তাহলে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনের ওপর পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাস তো আখিরাতের তুলনায় কিছুই নয়, অতি সামান্য। (৯-আত তাওবা : আয়াত-৩৮)

হাদীস : দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখায় ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে যায়

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ قَالَ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

অর্থ : হাকীম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা সত্য বলে ও যথাযথ অবস্থা বর্ণনা করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে, আর যদি পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে ও মিথ্যা বলে তবে ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত চলে যাবে। (বুখারী হাদীস : ২০৮২)

দু'আ : সুন্দর ইবাদতের জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা-আ'ইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়াহুসনি ইবা-দাতিকা

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার যিকর, তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার এবং তোমার ইবাদত সঠিক ও সুন্দরভাবে সমাধা করার কাজে আমাকে সহায়তা দান কর। (আবু দাউদ-২/৮৬, নাসাঈ-৩/৫৩; শাইখ আলবানী আবু দাউদের হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন আবু দাউদ হাদীস নং ১৫২২)

১৮ এপ্রিল

কুরআন : দ্বীন পূর্ণরূপে না মানলে এক জাতির স্থলে অন্য জাতি পাঠাবেন

إِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ : যদি তোমরা বের না হও, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন, আর তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। (৯-তাওবা : আয়াত-৩৯)

হাদীস : নগদ নগদ ব্যতিত মালের পরিবর্তে মাল বিক্রয় করা সুদ

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

অর্থ : ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হাতে হাতে (নগদ নগদ) ছাড়া গমের বদলে গম বিক্রি করা সুদ, নগদ নগদ ছাড়া যবের বদলে যব বিক্রয় সুদ, নগদ নগদ ব্যতীত খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রয় সুদ।

(বুখারী হাদীস : ২১৭০)

দু'আ : ফরজ সালাতের পর পঠিত দু'আ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَ الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

উচ্চারণ : আস্তাগফিরুল্লা-হা আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু, ওয়া মিনকার সালা তাবারাকতা ইয়া যালযালালি ওয়াল ইকরাম।

অর্থঃ আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় আর তোমার নিকট থেকেই শান্তির আগমন, তুমি কল্যাণময়, হে মর্যাদাবান এবং কল্যাণময়! (মুসলিম ইস. সে. হা. ১২২২,১২০৩)

১৯ এপ্রিল

কুরআন : রাষ্ট্রের ৪টি মৌলিক কাজ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

অর্থ : আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা

১. সালাত কায়েম করবে,

২. যাকাত দিবে

৩. এবং সৎ কাজের আদেশ করবে ও

৪. অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে।

সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারে। (২২-আল হাজ্জ : আয়াত-৪১)

হাদীস : গাছে ফল রেখে পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই বিক্রি করা নিষেধ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَعَنِ النَّخْلِ حَتّٰى يَزْهُوَ قِيْلَ وَمَا يَزْهُوَ قَالَ يَحْمَارُّ اَوْ يَصْفَارُّ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফলের উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং খেজুরের রং ধরার আগে (বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন)। জিজ্ঞেস করা হলো, রং ধরার অর্থ কী? তিনি বলেন, লাল বর্ণ বা হলুদ বর্ণ ধারণ করা। (বুখারী হাদীস : ২১৯৭)

দু'আ : চোখ, কান, জিহ্বা, মন ও বীর্যের অপকারিতা হতে পরিত্রাণের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَشَرِّ بَصَرِىْ وَشَرِّ لِسَانِىْ وَشَرِّ قَلْبِىْ وَشَرِّ مَنِيِّىْ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন শাররি সাম'ঈ ওয়া শাররি বাছারী ওয়া শাররি লিসানী ওয়া শাররি ক্বালবী ওয়া শাররি মানিইয়্যি।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার কানের অপকারিতা, আমার চোখের, আমার জিহ্বার, আমার মনের ও আমার বীর্যের অপকারিতা হতে আশ্রয় চাই। (সুনানে নাসায়ী : ৫৪৫৯

২০ এপ্রিল

কুরআন : যা উত্তম তাই বলো

وَ قُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا.

অর্থ : আমার বান্দাদেরকে যা উত্তম তা বলতে বল; নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয় আর সে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

(১৭-বানী ইসরাঈল : আয়াত-৫৩)

হাদীস : মদের ব্যবসা হারাম

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَاتُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ اٰخِرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ.

অর্থ : আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সূরা আল বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে বললেন, শরাবের ব্যবসা হারাম করা হয়েছে। (বুখারী হাদীস : ২২২৬)

দু'আ : আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ : লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর।

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (মুসলিম ইস, সে. হা. ১২৪০)

২১ এপ্রিল

কুরআন : ঈমানের জন্য পরীক্ষা দিতে হবে

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ.

অর্থ : মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এতটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে অথচ তাদের পরীক্ষা নেয়া হবে না?

(২৯-আনকাবুত : আয়াত-২)

হাদীস : নিকটবর্তী প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِىْ جَارَيْنِ فَاِلَى اَيِّهِمَا اُهْدِىْ

قَالَ اِلَى اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী রয়েছে, তাদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া দিব? তিনি বললেন, উভয়ের মধ্যে যার দরজা তোমার বেশি কাছে।

(বুখারী হাদীস : ২২৫৯)

দু'আ : ফজরের নামাযের পর দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা আসমিহী শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামায়ী ওয়াহুয়াস সামী'উল আলীম।

অর্থ: আমি সেই আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি যার নামে শুরু করলে আকাশ ও পৃথিবীর কোনো বস্তুই কোনোরূপ অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। বস্তুত তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। (আবু দাউদ : ৫০৯০)

২২ এপ্রিল

কুরআন : ঈমানদারগণ হবে বাছাইকৃত

وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ.

অর্থঃ আর আল্লাহকে তো যাচাই করে দেখতেই হবে, কে ঈমানদার, আর কে মুনাফিক। (২৯-আনকাবুত : আয়াত-১১)

হাদীস : মজদুরকে পারিশ্রমিক না দেয়ার পাপ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরোধী থাকব। তাদের

প্রথম এক ব্যক্তি হলো, যে আমার নামে প্রতিজ্ঞা করল, তারপর তা ভঙ্গ করল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো, যে আযাদ মানুষ বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে।

আর **তৃতীয়** ব্যক্তি হলো, যে কোনো লোককে মজদুর নিয়োগ করল এবং তার হতে কাজ পুরোপুরি আদায় করল, অথচ তার পারিশ্রমিক দিল না।

(বুখারী হাদীস : ২২৭০)

দু'আ : ফজরের সালাতের পর পঠিত দু'আ

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا.

উচ্চারণ : রাদীতু বিল্লাহি রাব্বা, ওয়াবিল ইসলামি দ্বীনান, ওয়াবি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যান।

অর্থঃ আমি আল্লাহকে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে নবীরূপে লাভ করে পরিতুষ্ট। (তিনবার বলবে)। (আবু দাউদ : ১৫৩১)
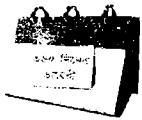
২৩ এপ্রিল

কুরআন : এমনিতে জান্নাতে যাওয়া যাবে না

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ.

অর্থ : তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? (২-আল বাকারা : আয়াত-২১৪)

হাদীস : মেয়েদের চারটি গুণ দেখে বিবাহ করা উচিত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَا لِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন- : মেয়েদেরকে সাধারণত চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ দেখে, বংশ মর্যাদা দেখে, রূপ সৌন্দর্য দেখে এবং তার দ্বীনদারী দেখে। তবে তুমি দ্বীনদারী মেয়ে লাভ করার চেষ্টা কর, তাতে তোমার কল্যাণ হবে।

(বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত-২৯৪৮)

দু'আ : নিজেকে সব সময় আল্লাহর হেফাজতে থাকার দু'আ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِىْ شَاْنِىْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

উচ্চারণ : ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম বিরাহমাতিকা আসতাগীসু আসলিহলী শা'নী কুল্লাহ ওয়ালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা আইনিন।

অর্থ: হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! তোমার রহমতের জন্য আমি তোমার দরবারে জানাই আমার বিনীত নিবেদন। তুমি আমার অবস্থা সংশোধন করে দাও, তুমি চোখের পলক পরিমাণ সময়ের (এক মুহূর্তের) জন্যেও আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দিও না। (হাকেম-১/৫৪৫, তারগীব-তারহীব-১/২৭)

২৪ এপ্রিল

কুরআন : প্রতিটি কাজের জন্যই হিসাব নেয়া হবে

وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

অর্থ : তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (১৬-আন নাহল : আয়াত-৯৩)

হাদীস : ঋণ পরিশোধ করা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِيْ اَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِيْ مِنْهُ شَيْءٌ اِلَّا شَيْءٌ اُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ.

অর্থ আবূ হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তিনদিন অতিবাহিত হবার পর তার কিছু অংশ আমার কাছে থেকে যাক তা আমি ভাল মনে করতাম না। তবে যা দিয়ে আমি ঋণ পরিশোধ করতে চাই তা ব্যতীত। (বুখারী হাদীস :২৩৮৯)

দু'আ : খাওয়ার পর দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهٗ مُؤْوِيَ.

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্ব'আমানা ওয়া সাক্বানা ওয়া কাফানা আওয়ানা ফাকাম মিম্মান লা কাফিয়া লাহু ওয়ালা মু'ওয়িয়া।

অর্থ: সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাদ্য দান করেছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় প্রদান করিয়েছেন। এমন বহুলোক রয়েছে যাদের পরিতৃপ্তি করার কেউই নেই, যাদের আশ্রয় দানকারী কেউই নেই। (মুসলিম-৪/২০৮৫)
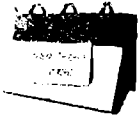
২৫ এপ্রিল

কুরআন : আল্লাহ্ সকল সৃষ্টির রিযিকদাতা

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.

অর্থ : ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই লিপিবদ্ধ আছে। (১১-হুদ-আয়াত : আয়াত-৬)

হাদীস : ঋণ থেকে আশ্রয় চাওয়া

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِي الصَّلَاةِ وَيَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ সালাতে এই বলে দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে গুনাহ এবং ঋণ হতে পানাহ চাচ্ছি। একজন প্রশ্নকারী বলল, (হে আল্লাহর রাসূল)! আপনি ঋণ হতে এত বেশি বেশি পানাহ চান কেন? তিনি উত্তর দিলেন, মানুষ ঋণগ্রস্ত হলে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা খেলাফ করে। (বুখারী হাদীস :২৩৯৭)

দু'আ : বিপদের সময় পড়তে হয়

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْا فَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِيْ شَاْنِيْ كُلَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা রাহমাতাকা আরজু ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা আইনিন ওয়া আসলিহ্‌লী শা'নী কুল্লাহু, লাইলাহা ইল্লা আনতা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমারই রহমতের প্রত্যাশা করি আমি, সুতরাং তুমি চোখের পলক পরিমাণ এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দিও না, তুমি আমার সমস্ত কাজ সুন্দর করে দাও, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। (সহীহ আবু দাউদ-৩/৯৫৯; মিশকাত তাহকীক আলবান হা.২৪৭)

২৬ এপ্রিল

কুরআন : মানুষ সুখে থাকলে আল্লাহকে স্মরণ করে

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَكْرَمَنِ . وَاَمَّاۤ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَهَانَنِ.

১৫. মানুষ তো এরূপ যে, তার রব যখন তাকে পরীক্ষা করেন, তাকে সম্মানিত করেন এবং সুখ -সম্পদ দান করেন, তখন সে বলে- আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন।

১৬. এবং আবার যখন তাকে পরীক্ষা করেন, তার রিয্‌ক সংকুচিত করেন, তখন সে বলে- আমার রব আমাকে হীন করেছেন। না, কখনওই নয়।

(৮৯-ফাজর : আয়াত-১৫-১৬)

হাদীস : পাওনাদার ব্যক্তির কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ فَاَغْلَظَ لَهٗ فَهَمَّ بِهٖ اَصْحَابُهٗ فَقَالَ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا.

অর্থ : আবূ হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে এক লোক (ঋণ পরিশোধের) তাগাদা দিতে আসল এবং কড়া কথা বলল। সাহাবীগণ তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলে নবী ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। হাকদারের (কড়া) কথা বলার অধিকার আছে। (বুখারী হাদীস : ২৪০১)

দু'আ : অভাব, স্বল্পতা ও অপমান হতে পরিত্রাণের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল ফাক্বরি ওয়াল ক্বিল্লাতি ওয়াযযিল্লাতি ওয়া আ'উযুবিকা মিন আন আযলিমা আও উযলামা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অভাব ও স্বল্পতা এবং অপমান হতে আশ্রয় চাই। আরও আশ্রয় চাই অত্যাচার করা বা অত্যাচারিত হওয়া থেকে।

(আবু দাউদ : ১৫৪৬)

২৭ এপ্রিল

কুরআন : একের বোঝা অন্যে বহন করবে না

اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى. وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى. وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى.

৩৮. কোনো বোঝা বহনকারী অন্য লোকের [পাপের] বোঝা বহন করবে না।
৩৯. মানুষের জন্য তাই যার জন্য সে চেষ্টা করেছে।
৪০. তার চেষ্টা প্রচেষ্টা খুব শীঘ্রই দেখা যাবে। (৫৩-নাজম : আয়াত-৩৮-৪০)

হাদীস : ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া যাবে না

عَنِ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِى الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ يَقُوْلُهُ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে এক ব্যক্তিকে ধোঁকা দেয়া হতো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যখন বেচা-কেনা কর তখন বলে দেবে যে, ধোঁকা দিবে না। অতঃপর সে অনুরূপ কথাই বলত। (বুখারী হাদীস : ২৪১৪)

দু'আ : চোখ, কান, জিহ্বা, মন ও বীর্যের অপকারিতা হতে পরিত্রাণের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَشَرِّ بَصَرِىْ وَشَرِّ لِسَانِىْ وَشَرِّ قَلْبِىْ وَشَرِّ مَنِيِّىْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন শাররি সাম'ঈ ওয়া শাররি বাছারী ওয়া শাররি লিসা-নী ওয়া শাররি ক্বালবী ওয়া শাররি মানিইয়্যি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার কানের, আমার চোখের, আমার জিহ্বার, আমার মনের ও বীর্যের হতে আশ্রয় চাই। (আবু দাউদ : ১৫৫৩)

২৮ এপ্রিল

কুরআন : যা করবে তাই পাবে

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

অর্থ : মানুষ নিজের কাজ অনুযায়ী (উভয়কালেই) তার অংশ লাভ করবে; বস্তুত হিসেব সম্পাদন করতে আল্লাহর বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না।

(২-আল বাকারা : আয়াত-২০২)

হাদীস : যে ব্যক্তি জামাতের সাথে সালাতে আদায় করে না

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلَاةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, সালাত আদায় করার আদেশ করব। সালাতে দাঁড়ানোর পর যে সম্প্রদায় সালাতে উপস্থিত হয় না, আমি তাদের বাড়ী গিয়ে তা জ্বালিয়ে দেই।

(বুখারী হাদীস : ২৪২০)

দু'আ : দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে বাঁচার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল বুখলী ওয়া আ'উযুবিকা মিন আরযালিল উমুরি ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিতনাতিদ দুনইয়া ওয়া 'আযাবিল ক্বাবরি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় চাই। কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই, বৃদ্ধ অবস্থার কষ্ট থেকে মুক্তি চাই। দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় চাই। (সহীহ বুখারী : ৬৩৭০)

২৯ এপ্রিল

কুরআন : মৃত্যু যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ.

অর্থ : মৃত্যু, সেতো তোমরা যেখানেই থাকবে সকল অবস্থায়ই তা তোমাদেরকে ধরবে, তোমরা যত মজবুত দালানের মধ্যেই থাক না কেন। (৪-আন নিসা : আ-৭৮)

হাদীস : এক মুসলিম অপর মুসলিমের দোষ-ক্রটি ঢেকে রাখা

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলম করবে না এবং তাকে যালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন। (বুখারী হাদীস : ২৪৪২)

দু'আ : ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পেলে দু'আ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ.

উচ্চারণ : আ'ঊযু বিকালিমা তিল্লাহিত তাম্মাতি মিন গাদাবিহী ওয়া 'ইক্বা-বিহী ওয়া শাররি 'ইবাদিহী ওয়া মিন হামাঝাতিশ শাইয়াত্বীনি ওয়া আইয়াহদুরূন।

অর্থ: আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের অপকারিতা হতে, শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে এবং তাদের উপস্থিতি হতে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হাদীস : ২৩৬৩)

৩০ এপ্রিল

কুরআন : প্রত্যেকের কর্মের রেকর্ড হচ্ছে

وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ . كِرَامًا كَاتِبِيْنَ. يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ .

১০. অবশ্যই রয়েছে তোমাদের ওপর সংরক্ষকগণ।

১১. সম্মানিত লেখকবর্গ [কিরামান- কাতেবিন]।

১২. তারা অবগত হয় যা তোমরা কর। (৮২-ইনফিতার : ১০-১২)

হাদীস : কারো জমির অংশ যুলম করে নিয়ে নেয়া গুনাহ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْاَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ.

অর্থ : সাঈদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কারো জমির অংশ যুলম করে কেড়ে নেয়, কিয়ামতের দিন এর সাত তবক জমিন তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হবে।

(বুখারী হাদীস : আয়াত-২৪৫২)

দু'আ : সকাল সন্ধ্যায় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْحَبْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰ وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বিকা আস্বহাবনা ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহইয়া ওয়ানামূতু ওয়া ইলাইকাল মাস্বীর।

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার সাহায্যে আমরা সকালে উঠি, আবার তোমার সাহায্যে সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমার নামে আমরা বেঁচে থাকি, তোমার নামে মৃত্যুবরণ করি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।

(সুনানে তিরমিযী : ৩৩৯১)
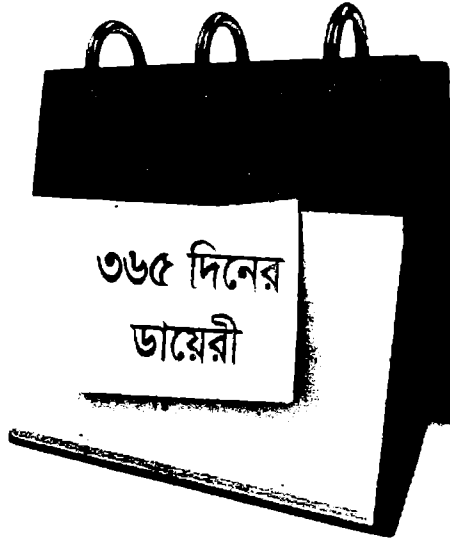
৫. মে

০১ মে

কুরআন : আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রহম করেন

يُدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۭ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا .

অর্থ : তিনি যাকে চান তাঁর রহমতের মধ্যে দাখিল করে নেন এবং যালিমদের জন্য তিনি কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৭৬-আদ দাহর: আয়াত-৩১)

হাদীস : ঝগড়াটে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ঘৃণা করেন

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَبْغَضَ الرِّجَالِ اِلَى اللهِ الْاَلَدُّ الْخَصِمُ.

অর্থ : আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট সেই লোক সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত, যে অতি ঝগড়াটে। (বুখারী হাদীস : ২৪৫৭)

দু'আ : নিদ্রাবস্থায় ভালো বা মন্দ স্বপ্ন দেখলে যা পড়বে

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ.

উচ্চারণ : আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন গাদাবিহী ওয়া ইক্বাবিহী ওয়া শাররি ইবাদিহী ওয়া মিন হামঝাতিশ শায়াত্বিনি ওয়া আই ইয়াহদুরুন।

অর্থ : আমি আল্লাহর পূর্ণবাক্যসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি তার ক্রোধ ও শাস্তি হতে তাঁর বান্দার অনিষ্ট হতে এবং শয়তানের খটকা হতে আর সে যেন আমার নিকট উপস্থিত হতে না পারে।

(ছহীহ আবু দাউদ হাদীস :৩৮৯৩, তিরমিযী, মিশকাত, ২১৭ পৃ:, হাদীস :২৪৭৭, সনদ হাসান)

০২ মে

কুরআন : মানুষকে নিরর্থক সৃষ্টি করা হয়নি

اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى. ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى.

৩৪. তোমার দুর্ভোগের ওপর দুর্ভোগ।

৩৫. অত:পর আবার তোমার দুর্ভোগের ওপর দুর্ভোগ! । মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? (৭৫-কিয়ামাহ: আয়াত-৩৪-৩৬)

হাদীস : কোনো ব্যভিচারী মু'মিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যভিচারী মু'মিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না এবং কোনো মদ্যপায়ী মু'মিন অবস্থায় মদ পান করে না। কোনো চোর মু'মিন অবস্থায় চুরি করে না। কোনো লুটতরাজকারী মু'মিন অবস্থায় এরূপ লুটতরাজ করে না যে, যখন সে লুটতরাজ করে তখন তার প্রতি লোকজন চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে।

(বুখারী হাদীস : ২৪৭৫)

দু'আ : শয্যা ত্যাগের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা-ওয়া ইলাইহিন নুশূর।

অর্থ : ঐ আল্লাহর প্রশংসা, যিনি মৃত্যুর পর আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করলেন। আমাদের প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে। (বুখারী, মিশকাত, ২০৮ পৃঃ)

০৩ মে

কুরআন : আল্লাহ্ সব কিছু জানেন

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ.

অর্থ : আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন, তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর আর তিনি অন্তর্যামী।

(৬৪-তাগাবুন: আয়াত-৪)

হাদীস : কোনো জিনিস বন্ধক রাখা

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا اِلٰى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.

অর্থ : আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ইহুদীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্য শস্য খরিদ করেন এবং নিজের বর্ম তার কাছে বন্ধক রাখেন। (বুখারী হাদীস : ২৫০৯)

দু'আ : কাপড় পরিধানের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ.

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী হাযা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন গায়রি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা-কুওয়াহ।

অর্থ: যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং শক্তি-সামর্থ ব্যতীতই তিনি তা আমাকে দান করেছেন। (আবু দাউদ, মিশকাত, ৩৩৫ পৃঃ, মিশকাত হাদীস : ৪৩৪৩ পোশাক অধ্যায়,)

০৪ মে

কুরআন : বিভিন্ন জিনিস দ্বারা ঈমানদারের পরীক্ষা

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ.

অর্থ : এবং নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, ধন, প্রাণ এবং ফল-ফসলের অভাবের দ্বারা পরীক্ষা করব; এবং ঐ সব ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান কর।
(২-আল বাকারা : আয়াত-১৫৫)

হাদীস : কাজের লোককে সাথে নিয়ে আহার করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا اَتَى اَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهٖ فَاِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً اَوْ لُقْمَتَيْنِ اَوْ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ فَاِنَّهُ وَلِىَ عِلَاجَهُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের কারো খাদিম খাবার নিয়ে হাযির হলে তাকেও নিজের সাথে বসানো উচিত। তাকে সাথে না বসালেও দু' এক লোকমা কিংবা দু' এক গ্রাস তাকে দেয়া উচিত। কেননা, সে এর জন্য পরিশ্রম করেছে। (বুখারী হাদীস : ২৫৫৭)

দু'আ : নতুন কাপড় পরিধানের দুআ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْاَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আনতা কাসাওতানীহি আসআলুকা খাইরাহু ওয়া খাইরা মাস্নুনি'আ লাহু, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহী ওয়া শাররি মা-স্নুনি'আ লাহু।

অর্থ: হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই, তুমি আমাকে এ পোশাক পরিধান করিয়েছ। আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ কামনা করছি এবং যে উদ্দেশ্যে এটা প্রস্তুত করা হয়েছে, তারও কল্যাণ কামনা করছি এবং তার অনিষ্ট হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি। আর যে অনিষ্টের উদ্দেশ্যে তা প্রস্তুত করা হয়েছে, সে অনিষ্ট হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি। (আবু দাউদ, মিশকাত ৩৭৫ পৃ)

০৫ মে

কুরআন : মুমিনদের অকল্যাণে কাফিররা খুশী হয়

اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَ اِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ۗ وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ .

অর্থ : যদি তোমাদেরকে কল্যাণ স্পর্শ করে তাহলে তারা অসন্তুষ্ট হয়; আর যদি অমঙ্গল উপস্থিত হয় তখন তারা আনন্দিত হয়ে থাকে এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও, তাহলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না; তারা যা করে – নিশ্চয় আল্লাহ তার পরিবেষ্টনকারী।

(৩-আলে ইমরান : আয়াত-১২০)

হাদীস : কেউ যেন কারো উপহার তুচ্ছ মনে না করে

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنُ شَاةٍ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মুসলিম নারীগণ! কোনো মহিলা প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশির হাদিয়া তুচ্ছ মনে না করে, এমনকি তা ছাগলের সামান্য গোশ্‌তযুক্ত হাড় হলেও।

(বুখারী হাদীস : ২৫৬৬)

দু'আ : বিপদাপদের দু'আ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمُ.

উচ্চারণ : লাইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযীম, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম।

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই, যিনি মহান, যিনি সহনশীল। আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই, তিনি মহান আরশের অধিপতি। আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক এবং মহান আরশের মালিক। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হাদীস :২৪১৭)

০৬ মে

কুরআন : প্রত্যেককে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ.

অর্থ : সমস্ত জীবই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন গ্রহণ করবে এবং নিশ্চয় উত্থান দিবসে তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। অতএব যে কেউ জাহান্নাম হতে বিমুক্ত হয় ও জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়, ফলত: তারাই সফলকাম; আর পার্থিব জীবন প্রতারণার সম্পদ ছাড়া আর কিছুই নয়। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-১৮৫)

হাদীস : দান করে তা আবার ফেরত নেয়া নিকৃষ্ট কাজ।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَلْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهٖ كَالْكَلْبِ يَقِيْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهٖ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, দান করে তা ফেরত গ্রহণকারী ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে এরপর তার বমি পুনরায় খায়। (বুখারী হাদীস : ২৫৮৯)

দু'আ : ঝড় তুফান থেকে বাঁচার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ.

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা ফিহা ওয়া খাইরা মা উরসিলতা বিহি ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহাওয়া ওয়া শাররি মাফীহা ওয়া শাররি মা-উরসিলাত বিহি।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে ঝড় ও বাতাসের কল্যাণ চাই, যে কল্যাণ তার মধ্যে নিহিত রয়েছে এবং যে কল্যাণ তার সাথে প্রেরিত হয়েছে। আর আমি আশ্রয় চাই তোমার নিকট তার অনিষ্ট হতে, তার ভিতরে নিহিত অনিষ্ট হতে এবং যে অনিষ্ট তার সাথে প্রেরিত হয়েছে তা হতে।

(সহীহ মুসলিম : ২১২২)

০৭ মে

কুরআন : অভিশপ্ত ব্যক্তির কোনো সাহায্যকারী নেই

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا.

অর্থ : এদেরই প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন এবং আল্লাহ যাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি তার জন্য কোনোই সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।

(৪-আন নিসা : আয়াত-৫২)

হাদীস : রাসূল ﷺ-এর রাত্রি অতিবাহিত করার রুটিন

عَنْ مَسْرُوقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتِ الدَّائِمُ قُلْتُ مَتَى كَانَ يَقُومُ قَالَتْ كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ.

অর্থ : মাসরুক্ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কোনো আমলটি সর্বাধিক পছন্দনীয়? তিনি বললেন, নিয়মিত 'আমল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন? তিনি বললেন, যখন মোরগের ডাক শুনতে পেতেন।

(বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৭, হাদীস ১১৩২)

দু'আ : বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই ওপর ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোনো শক্তি ও সামর্থ নেই অসৎকাজ থেকে বাঁচার এবং সৎকাজ করার। (আবু দাউদ-৪/৩২৫, তিরমিযী-৫/৪৯০; সহীহ আবু দাউদ হা: ৫০৫৯)

০৮ মে

কুরআন : জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদের পরীক্ষা

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ. وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ.

অর্থ : আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি জেনে নেই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করি। (৪৭-মুহাম্মাদ : আয়াত-৩১)

হাদীস : স্ত্রী লোকের সাক্ষ্যদান

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْاَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلٰى قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا.

অর্থ : আবূ সা'ঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু সুত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীদের সাক্ষ্য কি পুরুষদের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? উপস্থিতরা বলল, অবশ্যই অর্ধেক। তিনি বলেন, এটা নারীদের জ্ঞানের ত্রুটির কারণেই।

(বুখারী হাদীস : ২৬৫৮)

দু'আ : পিতা মাতার জন্য দু'আ

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا.

উচ্চারণ : রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়া-নী ছাগীরা।

অর্থঃ হে আমার প্রভু! তাদের (পিতা-মাতা) উভয়ের প্রতি তুমি রহম কর যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। (১৭-বনী ইসরাঈল-২৪)

০৯ মে

কুরআন : কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী পরীক্ষা করা হবে

وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ.

অর্থ : আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী ।

(২৯-আনকাবুত : আয়াত ৩)

হাদীস : প্রশংসা অপছন্দনীয়

عَنْ اَبِيْ مُوْسَى رضي الله عنه قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُثْنِيْ عَلٰى رَجُلٍ وَيُطْرِيْهِ فِيْ مَدْحِهِ فَقَالَ اَهْلَكْتُمْ اَوْ قَطَعْتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ.

অর্থ : আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুনে বললেন, তোমরা তাকে ধ্বংস করে দিলে কিংবা (রাবীর সন্দেহ) বলেছেন, তোমরা লোকটির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেললে ।

(বুখারী হাদীস : ২৬৬৩)

দু'আ : আল্লাহর রহমত কামনা ও ক্ষমা চাওয়ার দু'আ

رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা আমান্না ফাগফির লানা ওয়ার হামনা ওয়া আনতা খাইরুর রাহিমীন ।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি রহম কর । তুমিতো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ।

(২৩ : মুমিনূন-১০৯)
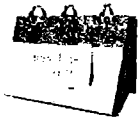
১০ মে

কুরআন : আসমান জমিনের মালিকানা আল্লাহর একমাত্র

وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.

অর্থ : অথচ আসমান ও যমিনের সবকিছুর মালিকানা আল্লাহর।

(৫৭-হাদীদ : আয়াত-১০)

হাদীস : ওয়ারিসের জন্য অসীয়ত নেই

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ مَا اَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْاَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَجَعَلَ لِلْمَرْاَةِ الثُّمُنُ وَالرُّبُعُ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعُ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পদ পেতো সন্তান আর পিতা-মাতার জন্য ছিল অসীয়ত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর পছন্দমত এ বিধান রহিত করে ছেলের অংশ মেয়ের দ্বিগুণ, পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ, স্ত্রীর জন্য এক অষ্টমাংশ, এক চতুর্থাংশ, স্বামীর জন্য অর্ধেক ও এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করেন।

(বুখারী হাদীস : ২৭৪৭)

দু'আ : বিপদগ্রস্ত লোককে দেখে দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا.

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী 'আফানী মিম্মাবতালাকা বিহী ওয়া ফাদদালানী আলা কাছীরিম মিম্মান খালাক্বা তাফদীলান।

অর্থ: আল্লাহর শোকর, যিনি তোমাকে যাতে পতিত করেছেন তা হতে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেক জিনিস অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছেন। (তিরমিযী : ৩৪৩২)

১১ মে

কুরআন : আল্লাহই অভাবমুক্ত করেন

وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى. وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى. وَاَنَّهٗۤ اَهْلَكَ عَادَا الْاُوْلٰى.

৪৮. তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন।

৪৯. আর তিনি শি'রা নক্ষত্রের মালিক।

৫০. এবং তিনিই প্রথম আ'দ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন।

(৫৩-আন-নাজম : আয়াত-৪৮-৫০)

হাদীস : মৃতের পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করা

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اُمِّيْ اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَاُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ اَفَاَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا.

অর্থ : আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, আমার মা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার ধারণা হয় যে, যদি তিনি কথা বলতে পারতেন তবে সদকা করতেন। আমি কি তার পক্ষ হতে সদকা করব? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ হতে সদকা করতে পার।

(বুখারী হাদীস : ২৭৬০)

দু'আ : মৃত্যু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাময় ব্যক্তির দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ার হামনী ওয়া আলহিক্বনী বিররাফীক্বিল আ'লা।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও। (বুখারী : ৪১৭৬)

১২ মে

কুরআন : অতিরিক্ত যা তাই ব্যয় কর

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَ اِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ.

অর্থ : লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে; আপনি বলে দিন, এ দুটির মধ্যে বড় গুনাহ রয়েছে। আর মানুষের জন্যে কিছুটা উপকারী। তবে এ দুটোর অপরাধ উপকারের চেয়ে অনেক বড়। তারা আপনাকে প্রশ্ন করে কি ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন, প্রয়োজন বাদে যা অতিরিক্ত হয় তা। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পার। (২-আল বাকারা : আয়াত-২১৯)

হাদীস : মৃতের মানত পূর্ণ করা

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنه اِسْتَفْتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। সাদ ইবনে উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জানতে চাইলেন যে, আমার মা মারা গেছেন এবং তার ওপর মানত ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তার পক্ষ হতে তা পূর্ণ কর। (বুখারী হাদীস : ২৭৬১)

দু'আ : বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই ওপর ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোনো শক্তি ও সামর্থ নেই অসৎকাজ থেকে বাঁচার এবং সৎকাজ করার। (আবু দাউদ-৪/৩২৫, তিরমিযী-৫/৪৯০; সহীহ আবু দাউদ হাঃ ৫০৫৯)

১৩ মে

কুরআন : আসমান জমিনের সবই আল্লাহর

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ.

অর্থ : আর যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে সে সবই আল্লাহর এবং সব কিছু আল্লাহর প্রতি সবকিছু প্রত্যাবর্তনশীল। (৩-আলে ইমরান : ১০৯)

হাদীস : কখনো উলঙ্গ হওয়া যাবে না

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيْ فَاِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لاَ يُفَارِقُكُمْ اِلاَّ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِى الرَّجُلُ اِلَى اَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَاَكْرِمُوْهُمْ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- উলঙ্গ হওয়া থেকে তোমরা বেঁচে থাকবে। কেননা, তোমাদের সাথে এমন কিছু সত্তা আছেন যারা পেশাব-পায়খানা এবং স্ত্রীসঙ্গম হওয়ার সময় ছাড়া আর কোনো সময় তারা তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হন না। সুতরাং তাদের লজ্জা করবে এবং সম্মান করবে। (তিরমিযী : আয়াত-২৮০০)

দু'আ : গৃহে প্রবেশকালে দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلٰى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনা, ওয়াবিসমিল্লাহি খারাজনা, ওয়া আলা রাব্বিনা তাওয়াক্কালনা।

অর্থ : আল্লাহর নামে আমরা প্রবেশ করি, আল্লাহর নামেই আমরা বের হই এবং আমাদের প্রভু আল্লাহর ওপরই আমরা ভরসা করি।

(আবু দাউদ-৪/৩২৫; শাইখ বিন বায তুহফাতুল আখইয়ার কিতাবের ২৮ পৃষ্ঠায় এ হাদীসের সানাদকে হাসান বলেছেন।)

১৪ মে

কুরআন : গরীব, মিসকিন ও ফকিরদের পাওনা ও অধিকার দিয়ে দাও

وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا.

অর্থ : নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার দিয়ে দাও, আর মিসকিন ও সম্বলহীন পথিককে তাদের অধিকার। তোমরা অপব্যয় অপচয় করো না।

(১৭- আল ইসরা: ২৬)

হাদীস : পৃথিবীতে আবার ফিরে আসার জন্য মুজাহিদদের কামনা

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهٗ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক ﵁ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পর আর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে না, যদিও দুনিয়ার সকল জিনিস তাকে দেয়া হয়। একমাত্র শহীদ ব্যতীত; সে দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে যেন দশবার শহীদ হয়। কেননা, সে শাহাদতের মর্যাদা দেখেছে। (বুখারী হাদীস : আয়াত-২৮১৭)

দু'আ : শত্রুর ওপর দু'আ

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعُ الْحِسَابِ اِهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা মুনযিলাল কিতাবি সারী'উল হিসাবি ইহযিমিল আহযাব। আল্লাহুম্মাহযিমহুম ওয়া যালযিলহুম।

অর্থ : হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী, ত্বরিৎ হিসাব গ্রহণকারী, শত্রুবাহিনীকে পরাজিত ও প্রতিহত কর, তাদেরকে দমন ও পরাজিত কর, তাদের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করে দাও। (মুসলিম-৩/১৩৬২)

১৫ মে

কুরআন : যারা যাকাত দেয় না তাদের জন্য কঠিন জাহান্নাম

وَ الَّذِيۡنَ يَكۡنِزُوۡنَ الذَّهَبَ وَالۡفِضَّةَ وَ لَا يُنۡفِقُوۡنَهَا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرۡهُمۡ بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍ. يَّوۡمَ يُحۡمٰى عَلَيۡهَا فِىۡ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوٰى بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَ جُنُوۡبُهُمۡ وَ ظُهُوۡرُهُمۡ ؕ هٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِاَنۡفُسِكُمۡ فَذُوۡقُوۡا مَا كُنۡتُمۡ تَكۡنِزُوۡنَ.

অর্থ : এবং যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে এবং তা থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদের কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দাও। সেই দিনের আযাবের কথা জানিয়ে দাও যেদিন সোনা ও রূপা আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের ললাটে, পাঁজরে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। আর তাদেরকে বলা হবে যে, এটাই হচ্ছে তোমাদের নিজেদের জন্য সঞ্চিত সেই ধন-সম্পদ। তোমরা যা কিছু সঞ্চয় করেছিলে এখন তারই স্বাদ গ্রহণ কর। (৯-তওবা : আয়াত-৩৪-৩৫)

হাদীস : কিয়ামত যখন হবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِىْ مَكَانَهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় না বলবে হায়! যদি আমি তার স্থলে হতাম।

(বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিতনা, অধ্যায় ২২, হাদীস ৭১১৫)

দু'আ : পায়খানা থেকে বের হওয়ার দু'আ

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ.

উচ্চারণ : গুফরানাকা আলহামদু-লিল্লাহীল্লাজী আজহাবা আন্নিল আজা ওয়াফানি।

অর্থ : আমি ক্ষমা চাচ্ছি ঐ আল্লাহর নিকট যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দিয়েছেন এবং আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (ইবনে মাযাহ : ৩০১)

১৬ মে

কুরআন : গোপন ও প্রকাশ্যে সর্বদা দান খয়রাত করা

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ.

অর্থ : আমার ঈমানদার বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে যেন খরচ করে, গোপনে এবং প্রকাশ্যে, সেদিন আসার আগেই যেদিন কোনো কেনা-বেচার সুযোগ থাকবে না, যেদিন কোনো বন্ধুত্ব কাজে আসবে না। (১৪-ইব্রাহীম : আয়াত-৩১)

হাদীস : গ্রহীতার হাতের চেয়ে দাতার হাত উত্তম

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى

অর্থ : হাকেম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন নিচের হাত হতে উপরের হাত উত্তম (অর্থাৎ নেওয়ার চেয়ে দেওয়া উত্তম)।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-১৪২৭)

দু'আ : কোনো গোষ্ঠীকে ভয় পেলে যা বলবে

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাকফিনীহিম বিমা শি'তা।

অর্থ : হে আল্লাহ! এদের মোকাবেলায় তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে।

(মুসলিম-৪/২৩০০)

১৭ মে

কুরআন : যাকাতের মাল প্রার্থীদের অধিকার ধনীদের অনুগ্রহ নয়

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ. وَ فِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِلْمُوْقِنِيْنَ .وَ فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ .وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ .

১৯. এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।
২০. পৃথিবীতে বিশ্ববাসীর জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।
২১. এবং তোমাদের মধ্যেও! তোমরা কি অনুধাবন করবে না?
২২. আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক আর যা কিছুর প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছে। (৫১-আয যারিয়াত : আয়াত-১৯-২২)

হাদীস : শহীদ পাঁচ প্রকার

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,
পাঁচ প্রকার মৃত শহীদ :
১. মহামারীতে মৃত,
২. পেটের পীড়ায় মৃত,
৩. পানিতে ডুবে মৃত,
৪. ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত
৫. এবং যে আল্লাহর পথে শহীদ হলো। (বুখারী হাদীস : ২৮২৯)

দু'আ : কঠিন বিপদে পতিত ব্যক্তির জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ اِذَا شِئْتَ سَهْلًا .

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মাজা'আলতাহু সাহলান ওয়া আনতা তাজআলুল হুযনা ইযা শি'তা সাহলান।

অর্থ : হে আল্লাহ! কোনো কাজই সহজসাধ্য নয় তুমি যা সহজ্যসাধ্য করনি, যখন তুমি ইচ্ছা কর দুশ্চিন্তাকেও সহজসাধ্য করতে পার। (ইবনে হিব্বান-২৪২৭,)

১৮ মে

কুরআন : দান করে খোটা দিলে ঐ দান মূল্যহীন হয়ে যায়

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতের কথা বলে এবং কষ্ট দিয়ে তাকে সেই ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করো না যে ব্যক্তি শুধু লোকদের দেখাবার উদ্দেশ্যেই নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। তাদের খরচের দৃষ্টান্ত এরূপ : যেমন একটি চাতাল, যার ওপর মাটির আস্তর পড়ে আছে। এর ওপর যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়লো তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে বয়ে গেল এবং গোটা চাতালটি পরিস্কার হয়ে গেল। এসব লোক দান সদকা করে যে পুণ্য অর্জন করে তার কিছুই তাদের হাতে আসে না। আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না। (২-বাকারা : আয়াত-২৬৪)

হাদীস : নারীদের জিহাদ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, 'তোমাদের জিহাদ হলো হাজ্জ।' (বুখারী হাদীস : ২৮৭৫)

দু'আ : অভিনন্দনের জবাবে সান্ত্বনা লাভকারী বলবে

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا وَرَزَقَكَ اللّٰهُ مِثْلَهُ وَاَجْزَلَ ثَوَابَكَ.

উচ্চারণ: বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া জাযাকাল্লাহু খাইরান ওয়া রাযাক্বাকাল্লা-হু মিসলাহু ওয়া আজযালা সাওয়াবাকা।

অর্থ : আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দান করুন, তোমাকে সুন্দর প্রতিফল দান করুন, তোমাকেও এর মতো সন্তান দান করুন এবং তোমার সাওয়াব বহু গুণে বৃদ্ধি করুন। (তিরমিযী : ৩৪৩১)

১৯ মে

কুরআন : বিরক্তি সহকারে দান গ্রহণযোগ্য নয়

يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ.

অর্থ : নামাযের জন্য তারা আসে বটে, কিন্তু মনক্ষুন্ন হয়ে আর দান করে কিন্তু বিরক্তি সহকারে। (৯-আত তাওবা : ৫৪)

হাদীস : নারীগণ কর্তৃক যুদ্ধে আহতদের সেবা ও যত্ন

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ﷺ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَسْقِيْ وَنُدَاوِيْ الْجَرْحٰى وَنَرُدُّ الْقَتْلٰى اِلَى الْمَدِيْنَةِ.

অর্থ : রুবাইয়ি বিনতে মুআব্বিয রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা (যুদ্ধের ময়দানে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থেকে লোকদের পানি পান করাতাম, আহতদের পরিচর্যা করতাম এবং নিহতদের মদিনায় পাঠাতাম।

(বুখারী হাদীস : ২৮৮২)

দু'আ : সন্তান লাভকারীর প্রতি অভিনন্দন ও তার প্রতি উত্তর

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوْبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَبَلَغَ اَشُدَّهٗ وَرُزِقْتَ بِرَّهٗ.

উচ্চারণ : বারাকাল্লাহু লাকা ফিল মাউহুবি লাকা ওয়া শাকারতাল ওয়াহিবা ওয়া বালাগা আশুদ্দাহু ওয়া রুযিকতা বিররাহু।

অর্থ : আল্লাহ তোমার জন্য এই সন্তানে বরকত দান করুন, সন্তান দানকারী মহান আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন কর। সন্তানটি পূর্ণ বয়সে পদার্পণ করুক এবং তার ইহসান লাভে তুমি ধন্য হও।

(হাসান বসরী (র)-এর উক্তি, তুহফাতুল মাওলুদ আল্লামা ইবনে কাইয়্যুম প্রণীত পৃষ্ঠা ২০ আল-আওসাত)

২০ মে

কুরআন : খোটাহীন দান মূল্যবান

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

অর্থ : যারা আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ করে, অতঃপর এ কারণে খোঁটা দেয় না, তাদের রবের নিকট তাদের জন্য যথার্থ প্রতিদান রয়েছে। তদের কোনো চিন্তা ও ভয়ের কারণ নেই। (২-বাকারা : আয়াত-২৬২)

হাদীস : জান্নাত এমন যা কল্পনাতীত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ - فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, 'মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কান শ্রবণ করেনি এবং যার সম্পর্কে কোনো মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি। তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার, "কেউ জানে না, তাদের জন্য তাদের চোখ শীতলকারী কী জিনিস লুকানো রয়েছে"। (সূরা সাজদাহ : আয়াত-১৩)

(বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৮, হাদীস ৩২৪৪)

দু'আ : সৃষ্টির অনিষ্ট হতে শিশুদের রক্ষার দু'আ

اُعِيْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

উচ্চারণ: উঈযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন কুল্লি শায়তানিন ওয়া হাম্মাতিন ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লাম্মাতিন।

অর্থ : আমি তোমাদের দু'জনকে আল্লাহর নিকট পূর্ণ গুণাবলির বাক্য দ্বারা সকল শয়তান, বিষধর জন্তু ও ক্ষতির চক্ষু (বদনযর) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী আল-মাদানী প্র. হা. ৩৩৭১; সহীহ আত-তিরমিযী হা. ২০৬০)

২১ মে

কুরআন : নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে না দিয়ে ব্যয় কর

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থ : খরচ কর আল্লাহর পথে, নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। উত্তমরূপে নেক কাজে সাহায্য কর। এভাবে যারা নেক কাজে উত্তমরূপে সহযোগিতা করে আল্লাহ তাদের অবশ্যই ভালবাসেন।

(২-আল বাকারা : আয়াত-১৯৫)

হাদীস : জান্নাতের প্রশস্ততা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়ায় একজন সওয়ারী একশত বছর চলতে থাকবে, তবুও সে এ ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১, হাদীস ৪৮৮১)

দু'আ : বিবাহিতদের জন্য দু'আ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

উচ্চারণ : বারাকাল্লাহু লাকা ওয়াবারাকা আলাইকা ওয়া জামা'আ বাইনাকুমা ফী খাইরিন।

অর্থ : আল্লাহ তোমাকে বরকত সমৃদ্ধ করুন, আর তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে কল্যাণমূলক কর্মে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত ও মিল মহব্বতের সাথে জীবন-যাপনের সামর্থ্য প্রদান করুন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী-১০৯১)

২২ মে

কুরআন : কারো প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ.

অর্থ : তোমরা তোমাদের সম্পদ থেকে যা কিছু খরচ করে থাক তার যথার্থ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে। তোমাদের ওপর কোনোরূপ অবিচার করা হবে না। (২ আল বাকারা : আয়াত-২৭২)

হাদীস : আল্লাহর দেয়া সম্পদের ব্যবহার

عَنْ خَوْلَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ ﵂ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُوْنَ فِىْ مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : খাওলাহ্ আনসারীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, কিছু লোক আল্লাহর দেয়া সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত। (বুখারী হাদীস : ৩১১৮)

দু'আ : বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাসকিনা গাইসান মুগীসান মারীয়ান মারিয়ান নাফিয়ান গায়রা দাররিন আজিলান গাইরা আজিলিন।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি দান কর যা সুপেয়, ফসল উৎপাদনকারী, কল্যাণকর, ক্ষতিকারক নয়, শীঘ্রই আগমনকারী; বিলম্বকারী নয়। (আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ আবু দাউদ, হাদীস ১১৬৯)

২৩ মে

কুরআন : আল্লাহ, রাসূল ও কুরআনের প্রতি ঈমান আন

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

অর্থ : ঈমান আন আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি এবং আমার অবতীর্ণ নূরের প্রতি আর আল্লাহ তাআলা খুব খবর রাখেন যা তোমরা কর।।

(৬৪-আত তাগাবুন : আয়াত-৮)

হাদীস : ফিরিশতাদের বর্ণনা শয়তান শ্রবণ করে

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْاَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوْحِيْهِ اِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ.

অর্থ : আয়েশা ﵂ হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, ফিরিশতামণ্ডলী মেঘমালার আড়ালে অবতরণ করেন এবং আকাশের ফায়সালাসমূহ আলোচনা করেন। তখন শয়তানেরা তা চুরি করে শুনার চেষ্টা করে এবং তার কিছু শোনেও ফেলে। অতঃপর তারা সেটা গণকের নিকট পৌঁছে দেয় এবং তারা সেই শুনা কথার সাথে নিজেদের আরো শত মিথ্যা মিলিয়ে বলে থাকে। (বুখারী হাদীস : ৩২১০)

দু'আ : বৃষ্টি বন্ধের দু'আ

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা অলা'আলাইনা আল্লাহুম্মা আলাল-আকামে আযযারাবে ওয়াবুতুনিল আওদিয়াতে ওয়ামানাবেতিতশ শাজার।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ কর, আমাদের ওপর নয়। হে আল্লাহ! উচু ভূমিতে ও পাহাড় পর্বতে, উপত্যকা অঞ্চলে এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ কর। (বুখারী-১/২২৪, মুসলিম-২/৬১৪)

২৪ মে

কুরআন : স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল সর্বাবস্থায় দান করতে হবে

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থ : যারা স্বচ্ছল অবস্থায় ও অস্বচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে, এসব নেককার লোককেই আল্লাহ ভালবাসেন। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-১৩৪)

হাদীস : জান্নাতের প্রশস্ততা

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيْعَ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا.

১৮০১. আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে যার ছায়ায় উৎকৃষ্ট, উৎফুল্ল ও দ্রুতগামী ঘোড়ায় আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে। তবুও তার ছায়া শেষ হবে না। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৬৫৫৩)

দু'আ : নতুন চাঁদ দেখে যে দু'আ পড়তে হয়

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضٰى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আহহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমানী ওয়াস সলামাতে ওয়াল ইসলামে ওয়াত তাওফিকে লিমা তুহিব্বু রাব্বানা ওয়া তারদা রাব্বুনা ওয়া রাব্বুকাল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহ সবচেয়ে বড়। হে আল্লাহ! এই নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে এবং যা তুমি ভালবাস, আর যাতে তুমি সন্তুষ্টি হও, সেটাই আমাদের তাওফীক দাও। আল্লাহ আমাদের এবং তোমার (চাঁদের) প্রভু। (তিরমিযী-৫/৫০৪, দারেমী-১/৩৩৬)

২৫ মে

অর্থ : অল্প হউক আর বেশি হউক দান কর

وَ لَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً وَّ لَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থ : তারা অল্প বা বেশি যা কিছু খরচ করুক না কেন কিংবা কোনো উপত্যকাই অতিক্রম করুক না কেন এসব তাদের নামে লিখিত হয় যাতে তারা যা করেছে তার সর্বোত্তম প্রতিদান আল্লাহ্ তাদের দিতে পারেন।

(৯-তাওবা : আয়াত-১২১)

হাদীস : আল্লাহর পথে দানের বরকত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ اَىْ فُلَانٌ هَلُمَّ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ذَاكَ الَّذِىْ لَا تَوٰى عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

অর্থ : আবূ হুরায়রাহ ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোনো কিছু জোড়ায় জোড়ায় দান করবে, তাকে জান্নাতের পর্যবেক্ষকগণ আহ্বান করতে থাকবে, হে অমুক ব্যক্তি! এ দিকে আস! তখন আবূ বকর ﵁ বললেন, এমন ব্যক্তি তো সেই যার কোনো ধ্বংস নেই। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি আশা করি, তুমি তাদের মধ্যে একজন হবে। (বুখারী হাদীস : ৩২১৬)

দু'আ : ইফতারের পর দু'আ

ذَهَبَ الظَّمَاُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

উচ্চারণ : যাহাবায যামাউ অবতাল্লাতিল উরুকু ওয়াসাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ।

অর্থ : পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, রগগুলো সিক্ত হয়েছে, সাওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনশাআল্লাহ।

(আবু দাউদ-২/৩০৬, সহীহ জামে-৪/২০৯; আবু দাউদ; সনদ হাসান-মিশকাত হাদীস-১৯৯৩)

২৬ মে

কুরআন : দ্বীনের খরচে কৃপণতা কর না

هَاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَ مَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ.

অর্থ : তোমরাতো এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহর পথে খরচের জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে। অথচ তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতার আশ্রয় নেবে, তার পরিণামে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। অথচ তোমরাই তার মুখাপেক্ষী। যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোনো সম্প্রদায়কে এ কাজের দায়িত্ব দেবেন, তারা তোমাদের মত হবে না। (৪৭-মুহাম্মাদ : আয়াত-৩৮)

হাদীস : সালাতের অপেক্ষার সময় ফিরিশতাদের দু'আ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ فِيْ صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ تَقُوْلُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতে রত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশতাগণ এ বলে দু'আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন এবং হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করুন যতক্ষণ পর্যন্ত লোকটি সালাত ছেড়ে না দাঁড়ায় কিংবা তার অযূ ভঙ্গ না হয়।' (বুখারী হাদীস : ৩২২৯)

দু'আ : পানাহারের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আত্বইম্মান আত্বআমানী ওয়াসক্বী মান সাক্বানী

অর্থ : হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করাল তুমি তাকে আহার করাও, যে আমাকে পান করাল তুমি তাকে পান করাও।

(মুসলিম-৩/১৬২৬; সহীহ আহমাদ হাদীস ২,৮০৯)

২৭ মে

কুরআন : বান্দার চাওয়া অনুপাতে আল্লাহ্ দান করেন

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ.

অর্থ : যে কেউ পরকালীন ফসল চায়, তার ফসল আমি বৃদ্ধি করি। আর যে লোক দুনিয়ার ফসল পেতে চায়, তাকে দুনিয়া হতেই দান করি, কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য থাকবে না। (৪২-আশ শূরা : আয়াত-২০)

হাদীস : স্বামীর ডাকে সাড়া দেয় না এমন স্ত্রীকে ফিরিশতাদের লা'নত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهٗ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَاَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো লোক যদি নিজ স্ত্রীকে নিজ বিছানায় আসতে ডাকে আর সে অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর ওপর দুঃখ নিয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহলে ফিরিশতাগণ এমন স্ত্রীর ওপর সকাল পর্যন্ত লা'নত দিতে থাকে।

(বুখারী হাদীস : ৩২৩৭)

দু'আ : শোকার্তবস্থায় দু'আ

اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهٗ مَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُسَمًّى فَلْيَصْطَبِرْ وَلْيَحْتَسِبْ.

উচ্চারণ : ইন্নালিল্লাহি মাআখাজা ওয়ালাহু মাআতা ওয়াকুল্লু শাইয়িন ইনদাহু বিআজালিম মুসাম্মা ফালইয়াসতাবী ওয়ালইয়াহতাসিব।

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ যা নিয়ে গেছেন তা তারই আর যা কিছু দিয়েছেন তাও তাঁরই। তাঁর নিকট প্রত্যেক বস্তুর একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কাজেই ধৈর্য অবলম্বন করে আল্লাহর নিকট পুরস্কারের প্রত্যাশা করা উচিত।

(বুখারী-২/৮০, মুসলিম-২/৬৩৬)

২৮ মে

কুরআন : মাতাপিতা আত্মীয় স্বজন এতিম ও মিসকিনের জন্য দান করা

يَسْئَلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ.

অর্থ : (হে রাসূল) লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, আমরা কি খরচ করব? বলে) দিন, যে মালই তোমরা খরচ কর; নিজের মাতাপিতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, এতিম ও মিসকীনদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য খরচ কর।

(২-আল বাকারা : আয়াত-২১৫)

হাদীস : জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসী

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ.

অর্থ : ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি জান্নাতের অধিবাসী সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছি। আমি জানতে পারলাম, জান্নাতে অধিকাংশ অধিবাসী হবে দরিদ্র লোক। জাহান্নামীদের সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছি, আমি জানতে পারলাম, এর বেশির ভাগ অধিবাসী নারী।' (বুখারী হাদীস : ৩২৪১)

দু'আ : গৃহে ইফতারের দু'আ

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ.

উচ্চারণ: আফত্বারা 'ইনদাকুমুস সইমূনা, ওয়া আকালা ত্বা'আমাকুমুল আবরারু ওয়া সাল্লাত 'আলাইকুমুল মালাইকাতু।

অর্থ : তোমাদের সাথে ইফতার করল রোজাদারগণ, তোমাদের আহার গ্রহণ করল সৎলোকগণ এবং তোমাদের জন্য শান্তি কামনা করল ফেরেশতাগণ।

(আবু দাউদ-৩/৩৬৭; ইবনে মাজাহ-১/৫৫৬; নাসাঈ হাদীস ২৯৬-২৯৮)

২৯ মে

কুরআন : গোপনে দান করা ভালো

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

অর্থ : প্রকাশ্যভাবে খরচ করলে তা ভালো কিন্তু লুকিয়ে গরিবদের দান করলে তোমাদের পক্ষে অতি ভালো এবং তিনি তোমাদের গুনাহ দুর করে দিবেন। আর আল্লাহ্ তায়ালা তোমরা যা কর সে সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানেন।

(সূরা আল বাকারা : আয়াত-২৭১)

হাদীস : সত্তর হাজার অথবা সাত লক্ষ লোক একই সাথে জান্নাতে যাবে

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ مِنْ اُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا اَوْ سَبْعُ مِائَةِ اَلْفٍ لَا يَدْخُلُ اَوَّلُهُمْ حَتّٰى يَدْخُلَ اٰخِرُهُمْ وُجُوْهُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

অর্থ : সাহ্ল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক অথবা সাত লক্ষ লোক একই সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের কেউ আগে কেউ পরে এভাবে নয় আর তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল থাকবে। (বুখারী হাদীস : ৩২৪৭)

দু'আ : ফলের কলি দেখলে দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বারিকলানা ফী সামারিনা ওয়া বারিক লানা ফী মাদীনাতিনা ওয়া বারিকলানা ফী সাইনা, ওয়া বারিক লানা ফী মুদ্দিনা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের ফলসমূহে বরকত দান কর। বরকত দাও তুমি আমাদের শহরে, বরকত দাও আমাদের পরিমাপ-সামগ্রী সা-এ (সা বলা হয় প্রায় পৌনে তিন সের ওজনের পাত্রকে) আর বরকত দাও আমাদের মুদ্দে-এ। (মুদ বলা হয় প্রায় আধা সের ওজনের পাত্রকে)।

(মুসলিম-২/১০০০)

৩০ মে

কুরআন : ইবাদত করো একনিষ্ঠভাবে

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ.

অর্থ : (হে নবী) এই কিতাব আমি তোমার প্রতি পরম সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি। অতএব তুমি এক আল্লাহরই বন্দেগী কর, দ্বীনকে কেবলমাত্র তাঁরই জন্যে খাঁটি করে দিয়ে। (৩৯-যুমার : আয়াত-২)

হাদীস : জান্নাতে আল্লাহর সাথে কথোপকথন

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضٰى وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ اَنَا اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالُوْا يَا رَبِّ وَاَيُّ شَيْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيْ فَلَا اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدًا.

অর্থ : আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীগণকে সম্বোধন করে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তারা জবাবে বলবে। হে আমাদের প্রতিপালক! উপস্থিত, আমরা আপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছি। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছে? তারা বলবে, আপনি আমাদেরকে এমন বস্তু দান করেছেন যা আপনার মাখলুকাতের ভিতর থেকে কাউকেই দান করেননি। সুতরাং আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না? তখন তিনি বলবেন, আমি এর চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করব। তারা বলবে, হে প্রভু! এর চেয়েও উত্তম সে কোনো বস্তু? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমাদের ওপর আমি আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করব। এরপর আমি আর কখনও তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট বা রাগান্বিত হব না।

(বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৬৫৪৯)

দু'আ : রোগে পতিত বা মৃত্যু হবার সম্ভাবনাময় ব্যক্তির জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى.

অর্থ : আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে একত্রিত করে দাও। (বুখারী-৭/১০, মুসলিম-৪/১৮৯৩)

৩১ মে

কুরআন : দানকারির জন্য সহজ পথ প্রদর্শন করা হয়

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى .وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى .فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى

৫. সুতরাং কেউ দান করলে, সংযত হলে।
৬. এবং উত্তম বিষয়কে সত্য জ্ঞান করলে।
৭. অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ।

(৯২-লাইল : আয়াত-৫-৭)

হাদীস : জাহান্নামের আগুনের তীব্রতা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا

অর্থ : আবূ হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, দুনিয়ার আগুনের ওপর জাহান্নামের আগুনের তাপ আরো উনসত্তর গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক অংশে তার সম পরিমাণ উত্তাপ রয়েছে। (বুখারী হাদীস : ৩২৬৫)

দু'আ : বিপন্ন লোককে দেখে যে দু'আ পড়তে হয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী 'আফানী মিম্মাবতালাকা বিহী ওয়া ফাদদালানী আলা কাসীরিন মিম্মান খালাক্কা তাফদীলান।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লার জন্যে যিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন তার পরীক্ষা করা থেকে এবং আমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (অনুগ্রহ করেছেন) তাঁর অনেক সৃষ্টির ওপর। (ইবনে মাযাহ : ৩৮৯২)

৬. জুন

০১ জুন

কুরআন : মুনাফিকরাই পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ . وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ . اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ .

১০. তাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, উপরন্তু আল্লাহ তাদের রোগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে যেহেতু তারা মিথ্যা বলতো।

১১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়- তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কর না তখন তারা বলে, আমরা তো শুধু সংশোধনকারী।

১২. সাবধান! তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী; কিন্তু তারা বুঝে না।

(২-বাকারা : আয়াত-১০-১২)

হাদীস : আযানের পর না উঠলে শয়তান কানে পেশাব করে দেয়

عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتّٰى اَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ اُذُنَيْهِ اَوْ قَالَ فِيْ اُذُنِهِ .

অর্থ : আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এমন এক লোকের ব্যাপারে উল্লেখ করা হলো, যে সারা রাত এমনকি ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল। তখন তিনি বললেন, সে এমন লোক যার উভয় কানে অথবা তিনি বললেন, তার কানে শয়তান পেশাব করেছে। (বুখারী হাদীস : ৩২৭০)

দু'আ : মজলিসে যে দু'আ পড়তে হয়

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ .

উচ্চারণ : রাব্বিগফিরলী ওয়াতুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত তাউয়াবুল গাফুর।

অর্থ : হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আর আমার তওবা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল। (তিরমিযী-৩/১৫৩, ইবনে মাজাহ-২/৩২১)

০২ জুন

কুরআন : অপরাধীদের পক্ষে ওকালতি করা যাবে না

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا.

অর্থ : যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তাদের পক্ষে বাদ-বিসম্বাদ করো না, নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসভঙ্গকারী পাপীকে পছন্দ করেন না।

(৪-আন নিসা : আয়াত-১০৭)

হাদীস : আপন পিতা মাতাকে গালি দেয়া

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নিজের পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করা। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপন পিতা-মাতাকে কোনো লোক কিভাবে অভিসম্পাত করতে পারে? তিনি বললেন– সে অন্য কোনো লোকের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, অতঃপর সে তার মাকে গালি দেয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৪, হাদীস ৫৯৭৩)

দু'আ : বৈঠকের কাফফারা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

উচ্চারণ : সুবহানাকাআল্লাহুম্মা, ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাআনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোনো প্রভু নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তওবা করছি।

(আবু দাউদ, নাসাঈ হা: ৩০৮, তিরমিযী; ইবনে মাজাহ; আহমাদ-৬/৭৭)

০৩ জুন

কুরআন : পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَ الطَّيِّبُ وَ لَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থ : হে নবী, তাদের বল, পাক ও নাপাক কোনো অবস্থায়ই এক রকম নয়, নাপাক জিনিসের প্রাচুর্য তোমাদেরকে যতই আসক্ত ও আকৃষ্ট করুক না কেন। হে জ্ঞানবান ব্যক্তিরা তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে করে তোমরা সফল হতে পারো। (৪-আল-মায়েদা : আয়াত-১০০)

হাদীস : সালাত আদায়ের সময় সম্মুখ দিয়ে চলাচল করবে না

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَىْ اَحَدِكُمْ شَىْءٌ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَلْيَمْنَعْهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيَمْنَعْهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

অর্থ : আবূ সা'ঈদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সালাত আদায়ের সময় তোমাদের কারো সম্মুখ দিয়ে যখন কেউ চলাচল করবে তখন সে তাকে অবশ্যই বাধা দিবে। সে যদি অমান্য করে তবে আবারো তাকে বাধা দিবে। তারপরও যদি সে অমান্য করে তবে অবশ্যই তার সাথে লড়াই করবে। কেননা সে শয়তান। (বুখারী হাদীস : ৩২৭৪)

দু'আ : শিরক থেকে বেঁচে থাকার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আলামু, ওয়াআসতাগফিরুকা লিমা লা-আলামু।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর অজানা অবস্থায় (শিরক) হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(আহমদ-৪/৪০৩, সহীহ আল জামে-৩/২৩৩; সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব-১/১৯)
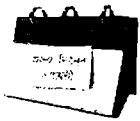
০৪ জুন

কুরআন : কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

অর্থ : তুমি পাঠ কর কিতাব হতে যা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয় এবং সালাত কায়েম কর। সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জনেন।

(২৯-আল আনকাবুত : আয়াত-৪৫)

হাদীস : শয়তান সালাত নষ্ট করার চেষ্টা করে

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ صَلّٰى صَلَاةً فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِيْ فَشَدَّ عَلَيَّ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَاَمْكَنَنِي اللّٰهُ مِنْهُ فَذَكَرَهٗ

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করলেন। অতঃপর বললেন, শয়তান আমার সামনে এসেছিল। সে আমার সালাত নষ্ট করার বহু চেষ্টা করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে তার ওপর বিজয়ী করেন। অতঃপর পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি উল্লেখ করেন। (বুখারী হাদীস : ৩২৮৪)

দু'আ: অশুভ লক্ষণ অপছন্দ হওয়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَا طَيْرَ اِلَّا طَيْرُكَ وَلَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাত্বাইরা ইল্লা ত্বাইরুকা ওয়ালা খাইরা ইল্লা খাইরুকা, ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি কিছু ক্ষতি না করলে অশুভ বা কুলক্ষণ বলে কিছু নেই আর তোমার কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই, তুমি ব্যতীত সত্য কোনো মাবুদ নেই।

(আহমদ-২/২২গ, ইবনে সুন্নী হাদীস নং ২৯২; আলবানী (র) হাদীসটি সহহি বলেছেন।)

০৫ জুন

কুরআন : প্রাচুর্যের লালসা কবর পর্যন্ত থাকবে

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ. حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ.

১. প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল করে রাখে,
২. এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও,
৩. কখনো নয় তোমরা অচিরেই জানতে পারবে,
৪. অত:পর কখনো নয়, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

(১০২-আত তাকাসুর : আয়াত-১-৪)

হাদীস : সন্তান জন্মের সময় তার পার্শ্বদেশে শয়তান খোঁচা মারে

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ بَنِيْ اٰدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِيْ جَنْبَيْهِ بِاِصْبَعَيْهِ حِيْنَ يُوْلَدُ غَيْرَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্মের সময় তার পার্শ্বদেশে শয়তান তার দুই আঙ্গুল দ্বারা খোঁচা মারে। 'ঈসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যতিক্রম। সে তাঁকে খোঁচা মারতে গিয়েছিল। তখন সে পর্দার ওপর খোঁচা মারে।

(বুখারী হাদীস : ৩২৮৬)

দু'আ : যাকে তুমি গালি দিয়েছ তার জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهُ قُرْبَةً اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ফাআইয়্যুমা মু'মিনিন সাবাবতুহু ফাজআল যালিকা লাহু কুরবাতান ইলাইকা ইয়াওমাল কিয়ামাতি।

অর্থ : হে আল্লাহ! যে কোনো মুমিনকে আমি গালি দিয়েছি ওটা তার জন্য কিয়ামতের দিন তোমার নিকট নৈকট্যের ব্যবস্থা করে দাও।

(বুখারী-ফতুহুল বারী (১১/১৭১, মুসলিম-৪-২২০৭)

০৬ জুন

কুরআন : রাসূল জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا. وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا.

৪৫. হে নবী, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শকরূপে

৪৬.এবং আল্লাহর নির্দেশে তার প্রতি আহ্বানকারী উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে।

(৩৩-আহযাব : আয়াত-৪৫-৪৬)

হাদীস : হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের কারো যখন হাই আসবে তখন যথাসম্ভব তা রোধ করবে। কারণ তোমাদের কেউ হাই তোলার সময় যখন 'হা' করে, তখন শয়তান হাসতে থাকে। (বুখারী হাদীস : ৩২৮৯)

দু'আ : একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রশংসায় যা বলবে

اَحْسِبُ فُلَانًا وَاللّٰهُ حَسِيْبُهٗ وَلَا اُزَكِّيْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا اَحْسِبُهٗ اِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ كَذَا وَكَذَا.

উচ্চারণ : আহসিবু ফুলানান ওয়াল্লাহু হাসীবুহু ওয়ালা উযাককী আলাল্লাহি আহাদান আহসিবুহু, ইন কানা ইয়া'লামু যাকা, কাযা ওয়া কাযা।

অর্থ : অমুক সম্পর্কে আমি এই ধারণা পোষণ করি, আল্লাহ তার সম্পর্কে অবগত রয়েছেন, আল্লাহর ওপর তার সম্পর্কে তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি না, তবে আমি তার সম্পর্কে (যদি জানা থাকে) এই ধারণা পোষণ করি।

(মুসলিম-৪/২২৯৬)

০৭ জুন

কুরআন : নিন্দাকারীর জন্যই দুর্ভোগ

وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِۨ. الَّذِىۡ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ. يَحۡسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخۡلَدَهٗ. كَلَّا لَيُنۡۢبَذَنَّ فِى الۡحُطَمَةِ. وَ مَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الۡحُطَمَةُ. نَارُ اللّٰهِ الۡمُوۡقَدَةُ.

১. দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।
২. যে অর্থ জমা করে রাখে ও তা গুণে গুণে রাখে।
৩. সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে।
৪. কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়।
৫. হুতামা কী, তা তুমি কি জান?
৬. ওটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। (১০৪-হুমাযাহ : আয়াত-১-৬)

হাদীস : শয়তান ঘুমের সময় নাকের ছিদ্রে রাত কাটায়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اُرَاهُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهٖ فَتَوَضَّاَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلٰى خَيْشُوْمِهٖ.

অর্থ: আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুম হতে উঠল এবং অযূ করল তখন তার উচিত নাক তিনবার ঝেড়ে ফেলা। কারণ, শয়তান তার নাকের ছিদ্রে রাত কাটিয়েছে।' (বুখারী হাদীস : ৩২৯৫)

দু'আ : কেউ প্রশংসা করলে মুসলমানের তখন যা বলা করণীয়

اَللّٰهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَاغْفِرْلِىْ مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ وَاجْعَلْنِىْ خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّوْنَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাতুআখিযনী বিমাইয়াকূলূনা ওয়াগফিরলী মা-লা ইয়ালামূনা ওয়াজআলনী খাইরাম মিম্মা ইয়াযুননূনা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তারা যা বলছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও কর না, আমাকে ক্ষমা কর যা তারা জানে না এবং তাদের ধারণার চেয়েও আমায় ভালো বানিয়ে দাও।

(বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদ-৭৭১; আলবানী এ সনদটিকে সহীহ বলেছেন)

০৮ জুন

কুরআন : কিয়ামতে কোনো বন্ধুত্ব ও সুপারিশ কাজে আসবে না

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ.

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমরা দান কর; আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে সেদিন আসার পূর্বেই যেদিন বেচাকেনা, কোনো বন্ধুত্ব এবং কোনো সুপারিশ চলবে না। (২-আল বাকারা : আয়াত-২৫৪)

হাদীস : রাসূলের কথার কমও না করা বেশিও না করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَ اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যদি আমি তা আমল করি তবে জান্নাতে প্রবেশ করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহর ইবাদত করবে আর তার সাথে অন্য কোনো কিছু অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। ফরয সালাত আদায় করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে, রমাযান মাসে সিয়াম পালন করবে। সে বলল, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, আমি এর চেয়ে বেশি করব না। যখন সে ফিরে গেল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি কোনো জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখতে পছন্দ করে সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে নেয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ১, হাদীস ১৩৯৭)

দু'আ : সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয় এ কথার স্বীকৃতির জন্য দু'আ

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ.

উচ্চারণ: অমা-তাশা-উ না ইল্লা-আইয়্যাশা-আল্লা-হু রাব্বুল আলামী-ন।

অর্থ: বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর অনুমতি না হলে তোমাদের মতি হয় না।

০৯ জুন

কুরআন : মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ ও সম্পদের লালসা মত্ত

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ . وَ اِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ. وَ اِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ . اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ .

৬. মানুষ অবশ্যই তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

৭. এবং নিশ্চয় সে নিজেই এ বিষয়ের সাক্ষী।

৮. এবং অবশ্যই সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে অত্যন্ত কঠিন।

৯. তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নয় যে, কবরে যা আছে তা কখন উত্থিত হবে? (১০০ আদিয়াত : আয়াত-৬-৯)

হাদীস : পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে ডুবিয়ে দেয়া

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ ﵁ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ شَرَابِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَاِنَّ فِىْ اِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْاُخْرَى شِفَاءً.

অর্থ : উবাইদ ইবনে হুনায়ন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে সেটাকে তাতে ডুবিয়ে দেবে। অতঃপর তাকে উঠিয়ে ফেলবে। কেননা তার এক ডানায় রোগ থাকে আর অপর ডানায় থাকে প্রতিষেধক। (বুখারী হাদীস : ৩৩২০)

দু'আ : নিজ পিতা-মাতা ও সকলের জন্য ক্ষমা চাওয়া

رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا.

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা বিশ্বাসী হয়ে আমার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদের ক্ষমা কর এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পূর্ণ ধ্বংস কর।

(৭১ নূহ-২৮)

১০ জুন

কুরআন : পাপ করতে করতে সে আরো বেশি পাপী হবে

وَ اَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَ اسْتَغْنٰی ۙ وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰی ۙ فَسَنُیَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰی . وَمَا یُغْنِیْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰی . اِنَّ عَلَیْنَا لَلْهُدٰی . وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰی .

৮. আর যে কৃপণতা করেছে ও (আল্লাহর প্রতি) বেপরওয়া ভাব দেখিয়েছে
৯. এবং যা ভালো তাকে মিথ্যা গণ্য করেছে,
১০. তার জন্য আমি কঠিন পথে চলার সহজ সুযোগ করে দেবো।
১১. আর ধন-সম্পদ তার কী কাজে আসবে, যখন সে একদিন ধ্বংসই হয়ে যাবে।
১২. আমার কাজ তো কেবল পথ নির্দেশ করা।
১৩. আমি তো মালিক পরলোকের এবং ইহলোকের। (৯২-লাইল : আয়াত-৮-১৩)

হাদীস : সকল খুনের পাপের কিছু অংশ কাবিলের উপর বর্তাবে

عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِاَنَّهٗ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে, তার এ খুনের পাপের অংশ আদম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রথম ছেলের (কাবিলের) ওপর বর্তায়। কারণ, সেই সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন ঘটায়। (বুখারী হাদীস : ৩৩৩৫)

দু'আ : কিয়ামত দিবসে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর হাসিলের জন্য দু'আ

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ .

উচ্চারণ : রাব্বানা আতমিম লনা নূরানা ওয়াগফির লানা ইন্নাকা আ'লা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদের ক্ষমা কর, তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৬৬ আত-তাহরীম)

১১ জুন

কুরআন : সতর্করাই কেবল রক্ষা পাবে

وَ سَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى.الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى . وَ مَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى. اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى .

১৭. আর ওটা [জাহান্নামের আগুন] হতে রক্ষা পাবে সাবধানীগণ ।

১৮. যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে ।

১৯. এবং তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয় বরং শুধু তার মহান রবের সন্তোষ লাভের প্রত্যাশায় । (৯২-লাইল : আয়াত-১৭-২০)

হাদীস : নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম

قَالَ عَلِىٌّ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ.

অর্থ : আলী (রা) বলেন, আমি নবী (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সমগ্র নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম হলেন সর্বোত্তম আর নারীদের সেরা হলেন খাদীজা (রা) । (বুখারী হাদীস : ৩৪৩২)

দু'আ : কাফেরদের ধ্বংসের জন্য দু'আ

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا .

উচ্চারণ : রাব্বি লাতাযার আ'লাল আরদ্বি মিনাল কাফিরীনা দাইয়্যারা ইন্নাকা ইন তাযারহুম ইয়ুদ্বিললুই'বাদাকা ওয়ালাইয়ালিদূ ইল্লাফাজ্বিরান কাফফারা

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না। তুমি তাদের অব্যাহতি দিলে তারা তোমার বান্দাদের বিভ্রান্তি করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। (৭১-নূহ : ২৬-২৭)

১২ জুন

কুরআন : ধন সম্পদের অত্যাধিক মায়া ও লালসা

وَّ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا.

২০. এবং তোমরা ধন-সম্পদের অত্যধিক মায়া করে থাকো।

২২. এটা সংগত নয় যখন পৃথিবী চূর্ণ বিচুর্ণ হবে। (৮৯-ফাজর : আয়াত-২০-২১)

হাদীস : সন্তান হত্যা করা হারাম

عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَيُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ اِنَّ ذٰلِكَ لَعَظِيْمٌ قُلْتُ ثُمَّ اَيُّ قَالَ وَاَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَيُّ قَالَ اَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম, কোনো গুনাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করা। অথচ, তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এতো সত্যিই বড় গুনাহ। আমি বললাম, অতঃপর কোন গুনাহ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সাথে আহার করবে। আমি নিবেদন করলাম, এরপর কোনোটি? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩, হাদীস ৪৪৭৭)

দু'আ : যালিমের যুলুম থেকে বাঁচা ও জান্নাতের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য দু'আ

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

উচ্চারণ: রাব্বিবনি লী ইনদাকা বাইতান ফিল জান্নাতি ওয়া নাজ্জিনী মিন ফিরআউনা ওয়া আ'মালিহীও য়া নাজ্জিনী মিনাল ক্বাওমিজ জালিমীন

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তোমার সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করো এবং আমাকে উদ্ধার কর ফেরআউন ও তার দুষ্কৃতি থেকে এবং সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় থেকে। (৬৬ -তাহরীম : ১১)

১৩ জুন

কুরআন : যারা ওজনে কম দেয়, তাদের পরিণাম খুবই কঠিন

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ. الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ. وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ.

১. মন্দ পরিণাম তাদের জন্যে যারা মাপে কম দেয়,
২. যারা লোকের নিকট হতে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে,
৩. এবং যখন তাদের জন্যে মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।
(৮৩ মুতাফফিফীন : আয়াত-১-৩)

হাদীস : জাহেলী যুগের পাপের কারণে ধৃত হবে না

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ اَحْسَنَ فِى الْاِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ اَسَاءَ فِى الْاِسْلَامِ اُخِذَ بِالْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাস্‌উদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি জাহিলী যুগের কৃতকর্মের জন্য ধৃত হব? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি ইসলামী যুগে সৎ কাজ করবে সে জাহিলী যুগের কৃতকর্মের জন্য ধৃত হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর অসৎ কাজ করবে, সে প্রথম ও পরবর্তী (ইসলাম গ্রহণের আগের ও পরের উভয় সময়ের কৃতকর্মের জন্য) পাকড়াও হবে।

দু'আ : সাওয়ারীর ওপর আরোহণ করার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি মাজ্‌রেহা ওয়ামুরছাহা ইন্না রাব্বী-লাগাফুররুর রাহীম।

অর্থ : আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১-হুদ : ৪১)

১৪ জুন

কুরআন : মানুষ এত কিছু পাওয়ার পরও আরো চায়

وَ جَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا . وَّ بَنِيْنَ شُهُوْدًا . وَّ مَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا . ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ. كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا .سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا .

১২. আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন সম্পদ।

১৩. এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ।

১৪. এবং তাকে দিয়েছি স্বচ্ছ জীবনের প্রচুর উপকরণ।

১৫. এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দেই।

১৬. না, তা হবে না, সে তো জেনে শুনে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচারী।

১৭. আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব।

(৭৪-মুদ্‌দাসসির : আয়াত-১২-১৭)

হাদীস : মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করা, যদিও জুমুআর খুতবা চলতে থাকে

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ اَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

অর্থ : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জুমু'আর দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দেয়ার সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সালাত আদায় করেছ কি? সে বলল, না; তিনি বললেন : উঠ, দু'রাক'আত সালাত আদায় কর। (বুখারী হাদীস : ৯৩১)

দু'আ : আয়নায় মুখ দেখার দু'আ

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা হাসসানতা খালক্বী ফাহাসসীন খুলুক্বী

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি যেভাবে আমার আকৃতি বা গঠনকে সুন্দর করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে আমার স্বভাব চরিত্রকেও সুন্দর করে দিন।

(কানজুল উম্মাল : ৮৪০৪)

১৫ জুন

কুরআন : আখিরাতে আপসোস করে কোনো লাভ নেই।

وَ لَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ . يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ . مَآ اَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ . هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ . خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ . ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ .

২৬. এবং আমি যদি জানতাম আমার হিসাব! হায়!

২৭. আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো!

২৮. আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো কাজেই আসলো না।

২৯. আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে।

৩০. ফিরিশতাদের বলা হবে । ধর, ওকে গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও।

৩১. অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। (৬৯-হাক্কা : আয়াত-২৬-৩১)

হাদীস : বিজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করবে

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ .

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি ওযূ করে সে যেন নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে। আর যে শৌচকার্য করে সে যেন বিজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ২৫, হাদীস ১৬১)

দু'আ : একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করার দু'আ

اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ .

উচ্চারণঃ আল্লাহু লাইলাহা ইল্লাহুওয়া অ আলাল্লাহি ফাল ইয়াতাওয়াক্কালিল মু'মিনুন।

অর্থ : আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, সুতরাং বিশ্বাসীগণ আল্লাহর ওপর নির্ভর করুক। (৬৪-তাগাবুন-১৩)

১৬ জুন

কুরআন : ঘুষ দেয়া যাবে না

وَ لَا تَأْكُلُوٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধন সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না এবং তা বিচারকের নিকট টোপ হিসেবে উপস্থাপিত কর না যাতে তোমরা জ্ঞাতসারে লোকের সম্পদের অংশ অন্যায়ভাবে উদরস্থ করতে পার।

(২-আল বাকারা : আয়াত-১৮৮)

হাদীস : ইসলামে যে দুটি কাজ উত্তম

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ اَيُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِاُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন জিনিসটি উত্তম? তিনি বললেন, তুমি খাদ্য খাওয়াবে ও পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দিবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৬, হাদীস ১২)

দু'আ : দুর্ভিক্ষ ও শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য ঈমানদারের দু'আ

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বানাকশিফ আন্নাল আযাবা ইন্নামু'মিনুন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে শাস্তি রহিত কর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব। (৪৪-দুখান : ১২)

১৭ জুন

কুরআন : কৃপণ ও কৃপণতার প্রতি আহ্বানকারী জাহান্নামী

ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا.

অর্থ : যারা কৃপণতা করে ও লোকদেরকে কার্পণ্য শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে যা দান করেছেন তা গোপন করে, বস্তুতঃ আমি সেই অবিশ্বাসীদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৪ আন নিসা : আয়াত-৩৭)

হাদীসঃ রাসূল ﷺ কখনোই অশ্লীল ভাষী ছিলেন না

عَنْ مَسْرُوقٍ ؓ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ؓ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَقَالَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا.

অর্থ : মাসরূক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ কখনোই বা ইচ্ছাপূর্বক অশ্লীল ভাষী ছিলেন না। তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আমার সবচেয়ে প্রিয় যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। (বুখারী হাদীস : ৩৭৫৯)

দু'আ : বিপদ-আপদে ধৈর্য ও আল্লাহর সাহায্যের জন্য দু'আ

رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ.

উচ্চারণ : রাব্বানাআফরিগ আলাইনাছাবরাও ওয়া ছাব্বিত আক্বদামানা আনছুরনা আ'লাল ক্বাওমিল কাফিরীন।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাদের ধৈর্য দান কর, আমাদের পা অবিচলিত রাখ এবং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।

(২-বাকারা :২৫০)

১৮ জুন

কুরআন : অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা যাবে না

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পত্তি গ্রাস কর না, কেবলমাত্র পরস্পর সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা কর তা বৈধ এবং তোমরা নিজেদের হত্যা কর না নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল। (৪-আন নিসা : আয়াত-২৯)

হাদীস : মুমিনের গুণাবলি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন তাঁর প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন তাঁর মেহমানের সম্মান করে। যে আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন উত্তম কথা বলে কিংবা চুপ থাকে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৬০১৮)

দু'আ : স্বীয় প্রিয়বস্তু আল্লাহর রাহে কবুলের জন্য দু'আ

فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

উচ্চারণ : ফাতাক্বাব্বাল মিন্নী, ইন্নাকা আন্তাচ্ছামী'উল আলীম।

অর্থ : আমার নিকট থেকে আমার এই প্রিয় বস্তুটি গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৩-আলে ইমরান : ৩৫)

১৯ জুন

কুরআন : রিযিক বৃদ্ধি পায় আল্লাহর ইচ্ছায়

اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ .

অর্থ : তারা কি জানে না, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন অথবা হ্রাস করেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য।

(৩১-যুমার : আয়াত-৫২)

হাদীস : আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা-এর মর্যাদা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا يَا عَائِشَةَ هَذَا جِبْرِيْلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَا اَرَى تُرِيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ.

অর্থ : আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে 'আয়েশা! জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তোমাকে সালাম বলেছেন। আমি উত্তরে বললাম "ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। আপনি যা দেখতে পান আমি তা দেখতে পাই না। এ কথা দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বুঝিয়েছেন। (বুখারী হাদীস : ৩৭৬৮)

দু'আ : রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিম্নের দু'আ পড়লে আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন এবং পরকালে লজ্জিত করবে না।

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ۚ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ .

উচ্চারণ : রাব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলিননারা ফাক্বাদ আখযাইতাহু ওয়ামা লিজ্জালিমীনা মিন আনছার।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি যাকে আগুনে প্রবেশ করাও তাকে তুমি হেয় করলে, এবং অত্যাচারীদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

(৩-আলে ইমরান : ১৯২)

২০ জুন

কুরআন : কেবল নেককার মুমিনদের জন্য রয়েছে অসীম নিয়ামত

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ.

অর্থ : কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (৯৫-আত তীন : ৬)

হাদীস : আনসারদের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের আলামত

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ اِلَّا مُنَافِقٌ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللهُ

অর্থ : বারা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি অথবা তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, মু'মিনগণ ব্যতীত আনসারগণকে আর কেউ ভালোবাসে না এবং মুনাফিক ছাড়া তাদের সাথে আর কেউ শত্রুতা-পোষণ করে না। যারা আনসারগণকে ভালোবাসেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসেন আর যারা তাদের সাথে শত্রুতা-পোষণ করে আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে শত্রুতা করেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : অধ্যায় ৪, হাদীস ৩৭৮৩)

দু'আ : আল্লাহর স্বীকৃতি প্রদান, মর্যাদা ও সম্পদ অর্জনের দু'আ

اَللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা মালিকাল মুল্কি তু'তিল মুল্কা মান তাশাউ ওয়াতানযি'উল মুল্কা মিম্মান তাশাউ, ওয়াতু'ইয্যু মান তাশাউ ওয়াতুজিললু মান তাশাউ বিইয়াদিকাল খাইর, ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ : হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর, এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা ইজ্জতশালী কর আর যাকে ইচ্ছা বে-ইজ্জত কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩-আলে ইমরান : ২৬)
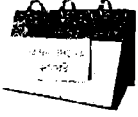
২১ জুন

কুরআন : ভরসাস্থল হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (৬৫-তালাক : আয়াত-৩)

হাদীস : আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ فَاَصْلِحِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। হে আল্লাহ! আনসার ও মুহাজিরদের কল্যাণ করুন। (বুখারী হাদীস : ৩৭৯৫)

দু'আ : ক্ষমার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুওবুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু আন্নী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ কর। অতএব, আমাকে ক্ষমা কর। (আহমদ, হাদীস নং-২৫৮৯৮)

২২ জুন

কুরআন : যে ভালো কাজ নিয়ে আসবে তার জন্য দশগুণ বেশি রয়েছে

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا .وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ.

অর্থ : যে ভালো কাজ নিয়ে আসবে তার জন্য দশ গুণ বেশি রয়েছে। আর যে খারাপ কাজ নিয়ে আসবে তাকে ততটুকু প্রতিদানই দেয়া হবে, যতটুকু দোষ সে করেছে। তাদের ওপর কোনো যুলুম করা হবে না।

(৬-আল আনআম : আয়াত-১৬০)

হাদীস : চোগলখোরী এবং প্রস্রাবে অসতর্কাতার জন্য শাস্তি

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস ؓ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– নবী ﷺ একদা দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তিনি বললেন– এদের 'আযাব দেয়া হচ্ছে। কোনো গুরুতর অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত। তারপর তিনি একটি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে ভেঙ্গে দু'ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের ওপর একটি করে গেড়ে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম ؓ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটি কেন?' তিনি বললেন: আশা করা যেতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'টি শুকিয়ে না যায় তাদের আযাব কিছুটা হালকা করা হবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৫৬, হাদীস ২১৮)

দু'আ : তওবা ও ক্ষমার জন্য দু'আ

اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ.

উচ্চারণ: আনতা ওয়লিয়্যুনা- ফাগফির লানা ওয়ারহামনা- ওয়া আনতা খাইরুল গাফিরীন।

অর্থ: তুমি তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদের ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ। (৬-আনআম-১৫)

২৩ জুন

কুরআন : ক্ষমা পাওয়ার শর্তাবলি

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اَصْلَحُوْا وَ بَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ .وَ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ : কিন্তু যারা তওবা করে ও সংশোধিত হয় এবং সত্য প্রকাশ করে, বস্তুত: আমি তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদানকারী, করুণাময়। (২-আল বাকারা : আয়াত-১৬০)

হাদীস : আশুরার সাওম পালন

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهٖ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَا يَصُوْمُهُ.

অর্থ : আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলি যুগে আশুরার দিন কুরাইশগণ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওম পালন করতেন। যখন হিজরত করে মদিনায় আগমন করলেন, তখন তিনি নিজেও আশুরার সাওম পালন করতেন এবং অন্যকেও তা পালনের নির্দেশ দিতেন। যখন রমযানের সাওম ফরয করা হলো তখন যার ইচ্ছা (আশুরা) সওম করতেন আর যার ইচ্ছা করতেন না।

(বুখারী হাদীস : ৩৮৩১)

দু'আ : সাওয়ারীর ওপর আরোহণ করার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি মাজ্বরেহা ওয়ামুরছাহা ইন্না রাব্বী-লাগাফুররুর রাহীম।

অর্থ : আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১-হুদ : ৪১)

২৪ জুন

কুরআন : আল্লাহর অবস্থান

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ.

অর্থ : এবং যখন আমার বান্দা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাদেরকে বলে দাও – নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী। কোনো আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকি। সুতরাং, তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাকে বিশ্বাস করে-তাহলেই তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হতে পারবে। (২-বাকারা : আয়াত-১৮৬)

হাদীস : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা নিষেধ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلَا مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ اِلَّا بِاللّٰهِ فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِاٰبَائِهَا فَقَالَ لَا تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ.

অর্থ : ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবধান! যদি তোমাদের কসম করতে হয় তাহলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করো না। লোকজন তাদের বাপ-দাদার নামে কসম করত। তিনি বললেন, সাবধান! বাপ-দাদার নামে কসম করো না। (বুখারী হাদীস : ৩৮৩৬)

দু'আ : কোনো বৈঠক হতে উঠার পর নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

উচ্চারণ : সুবহানাকা আল্লাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামইদকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাহ আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

অর্থ : আপনি পূতপবিত্র হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসা করছি, আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই। আপনার নিকট ক্ষমা চাই এবং আপনার নিকট তওবা করছি। (আবু দাউদ : ৪৮৬১)

২৫ জুন

কুরআন : দুনিয়ার জীবন মাত্র খেল-তামাশা

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۗ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ.

অর্থ : এ পার্থিব জীবন খেল তামাশা ও আমোদ প্রমোদের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে পরকালের আরামই হবে তাদের জন্য মঙ্গলময়, যারা ধ্বংস হতে বেঁচে থাকতে চায়। তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করবে না?

(৬-আল আনআম : আয়াত-৩২)

হাদীস : কারো বংশের খুঁটা ও কারো মৃতুতে বিলাপ করা নিষেধ

عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ خِلَالٌ مِنْ خِلَالِ الْجَاهِلِيَّةِ الطَّعْنُ فِي الْاَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ وَنَسِيَ الثَّالِثَةَ قَالَ سُفْيَانُ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهَا الْاِسْتِسْقَاءُ بِالْاَنْوَاءِ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগের কাজের মধ্যে একটি হলো,

১. কারো বংশ-কুল নিয়ে খোটা দেয়া,

২. কারো মৃত্যুতে বিলাপ করা।

৩ নাম্বারটি (রাবী 'উবাইদুল্লাহ) ভুলে গেছেন। তবে সুফিয়ান (রহ.) বলেন, তৃতীয় কাজটি হলো, তারকার সাহায্যে বৃষ্টি চাওয়া। (বুখারী হাদীস : ৩৮৫০)

দু'আ : অজ্ঞতাবশত ভুল প্রশ্ন করার পর ক্ষমা চাওয়ার জন্য দু'আ

رَبِّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْاَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বি ইন্নীআউযুবিকা আন আছআলাকা মালাইছা লী বিহী-ইলমুন ওয়া ইলা-তাগফিরলী ওয়া তারহামনী- আকুম্মিনাল খাছিরীন।

অর্থ : আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে যাতে আপনাকে অনুরোধ না করি এজন্য আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। (১১-হুদ : ৪৭)

২৬ জুন

কুরআন : সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট হয় না

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا .

অর্থ : যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি, যে সৎকর্ম করে আমি তার কর্মফল নষ্ট করি না। (১৮-কাহাফ : আয়াত-৩০)

হাদীস : নবী ﷺ-এর নবুয়ত লাভ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ اُنْزِلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعِيْنَ فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ اُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَكَثَ بِهَا عَشْرَ سِنِيْنَ ثُمَّ تُوُفِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর ওপর যখন (ওহী) নাযিল করা হয় তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। অতঃপর তিনি মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন। অতঃপর তাঁকে হিজরাত করার আদেশ দেয়া হয়। তিনি হিজরাত করে মদিনায় চলে গেলেন এবং সেখানে দশ বছর অবস্থান করলেন, তারপর তাঁর মৃত্যু হয়। (বুখারী হাদীস : ৩৮৫১)

দু'আ : বিপদ-মছিবতে ধৈর্য ধারণ করার দু'আ

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَّاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ .

উচ্চারণ : ফাছাবরুন জ্বামীলুও ওয়াল্লাহুল মুছতাআন আলা মাতাছিফুন।

অর্থ : সুতরাং পূর্ণ ধৈর্য ধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যের স্থল। (১২-ইউসুফ-১৮)

২৭ জুন

কুরআন : আখিরাত সম্পর্কে সচেতনতা আবশ্যক

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ.

অর্থ : তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্বন্ধে অবগত, আর আখিরাত সম্বন্ধে তারা গাফিল। (৩০-রূম : আয়াত-৭)

হাদীস : বান্দার প্রতি আখিরাতের প্রথম হিসাব

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاتِهِ

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নিবেন।

(তিরমিযী : ৪১৩)

দু'আ : হিদায়াতের ওপর অবিচল থাকার দু'আ

اَللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলুবি ছাব্বিত ক্বলবি আলা দ্বিনীকা।

অর্থঃ হে হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী, আমার হৃদয়কে পরিবর্তন করে আপনার দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দিন। (তিরমিযী : ৩৫৮৭)

২৮ জুন

কুরআন : আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া খেল-তামাশা

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۭ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন, যদি তারা তা জানতো। (২৯-আল আনকাবুত : আয়াত-৬৪)

হাদীস : খন্দকের যুদ্ধে আসর সালাত সময় মত পড়তে না পারা

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَلَاَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُوْنَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ.

অর্থ : আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি খন্দকের যুদ্ধের দিন বদ দু'আ করে বলেছিলেন, "আল্লাহ তাদের ঘরবাড়ি ও কবর আগুন দ্বারা ভরে দিন। কারণ তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী সালাতের সময় ব্যস্ত রেখেছে, এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে"। (বুখারী হাদীস : ৪১১১)

দু'আ : নেক কাজকে পছন্দনীয় ও মন্দ কাজকে ঘৃণিত করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা হাব্বিব ইলাইনাল ঈমানা ওয়া যায়্যিনহু ফি কুলুবিনা ওয়া কারি্যহহু ইলাইনাল কুফরা ওয়াল ফুসূকা ওয়াল ঈসইয়ান।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের কাছে ঈমানকে পছন্দনীয় বানিয়ে দিন, ঈমান দিয়ে অন্তরাত্মাকে সুশোভিত অর্থাৎ আকর্ষণীয় করে দিন। আর কুফরীকে আমাদের নিকট অপছন্দনীয় করে দিন এবং পাপাচার ও অবাধ্যতাকেও অপছন্দনীয় করে দিন। (মুসনাদে আহমদ : ১৫৪৯২)

২৯ জুন

কুরআন : আখিরাত হলো চিরস্থায়ী

يَا قَوْمِ إِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ.

অর্থ : হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। (৪০-আল মু'মিন : আয়াত-৩৯)

হাদীস : বায়তুল্লাহর চারপাশে ৩৬০টি মূর্তি ছিল

عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّوْنَ وَثَلَاثُ مِائَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُوْلُ { جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ } { جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ }.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন বাইতুল্লাহর চারপাশ ঘিরে তিনশত ষাটটি প্রতিমা স্থাপিত ছিল। তিনি নিজ হাতে একটি লাঠি নিয়ে প্রতিমাগুলোকে আঘাত করতে থাকলেন আর বলতে থাকলেন, হক এসেছে, বাতিল অপসৃত হয়েছে। হক এসেছে, বাতিলের উদ্ভব বা পুনরুত্থান আর ঘটবে না।

(বুখারী হাদীস : ৪২৮৭)

দু'আ : পশুর পিঠে আরোহনের দু'আ

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাজি সাখখারালানা হাজা ওয়ামা কুন্না লাহূ মুকরিনীন ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন্কালিবুন।

অর্থ : অতি পবিত্র তিনি, যিনি (আল্লাহ) একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব। (৪৫ আল-জাছিয়া : ১২)

৩০ জুন

কুরআন : পূণ্য পক্ষের আর পাপ ব্যক্তির বিপক্ষের সাক্ষি

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ.

অর্থ : যে সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে ওর প্রতিফল সেই ভোগ করবে। তোমার রব বান্দাদের প্রতি কোনো যুলম করে না। (৪১-হা-মীম আস সাজদা : আয়াত-৪৬)

হাদীস : ইয়ামানবাসীদের সম্মান করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَتَاكُمْ اَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ اَرَقُّ اَفْئِدَةً وَاَلْيَنُ قُلُوْبًا الْاِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِىْ اَصْحَابِ الْاِبِلِ وَالسَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ فِىْ اَهْلِ الْغَنَمِ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা ﷺ সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তাঁরা অন্তরের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল ও দরদী। ঈমান হলো ইয়ামানীদের, হিকমাত হলো ইয়ামানীদের, গরিমা ও অহঙ্কার রয়েছে উটওয়ালাদের মধ্যে, ছাগল পালকদের মধ্যে আছে প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য।

(বুখারী হাদীস : ৪৩৮৮)

দু'আ : লায়লাতুল ক্বদরের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউউন তহিববুল আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে ভালবাস। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হাদীস :১৯৯০)

৭. জুলাই

০১ জুলাই

কুরআন : আসন্ন কিয়ামতের জন্য পাথেয় অর্জন কর

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামী কালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় কর; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। (৫৯-আল হাশর : আয়াত-১৮)

হাদীস : জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্যাবরণ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জাহান্নামকে বেষ্টন করে রাখা হয়েছে, আকর্ষণীয় জিনিস দ্বারা আর জান্নাতকে বেষ্টন করে রাখা হয়েছে অপছন্দনীয় জিনিস দ্বারা। (বুখারী হাদীস : ৬৪৮৭)

দু'আ : বরকতসহ সম্পদ বৃদ্ধির দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهٗ وَوَلَدَهٗ وَبَارِكْ لَهٗ فِيْمَا اَعْطَيْتَهٗ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আকছির মালাহূ ওয়া ওয়ালাদাহূ ওয়াবারিক লাহূ ফীমা আ'ত্বাইতাহূ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি তার সম্পদ ও সন্তান বাড়িয়ে দিন, আর আপনি তাকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন। (বুখারী হাদীস :৫৮২৫)

০২ জুলাই

কুরআন : হাত ও পা ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ. وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ.

৬৫. আজ আমি এদের মুখে মোহর মেরে দেব, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং এদের পা সাক্ষ্য দেবে যা তারা করত সে সম্পর্কে।

৬৬. আর আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে দৃষ্টিহীন করে দিতাম। অতঃপর তারা পথ চলতে চাইলে কেমন করে দেখতে পেত? (৩৬-ইয়াসীন : আয়াত-৬৫-৬৬)

হাদীস : মুসলিমদের কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া ও একে অন্যকে হত্যা করা

عَنْ جَرِيْرٍ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجَرِيْرٍ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

অর্থ : জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বিদায় হজ্জে বললেন, লোকজনকে চুপ থাকতে বল। তারপর বললেন, আমার ইন্তিকালের পর তোমরা কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না যে, একে অন্যের গর্দান উড়াবে।

(বুখারী হাদীস : ৪৪০৫)

দু'আ : কোনো ব্যক্তি দান করলে তার জন্য দু'আ

بَارَكَ اللّٰهُ فِيْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ.

উচ্চারণ : বারাকাল্লাহু লাকা ফী আহলিকা ওয়া মালিকা।

অর্থ : আল্লাহ! তোমার সম্পদ ও পরিবারবর্গে বরকত দান করুন।

(বুখারী : ২০৪৯)

০৩ জুলাই

কুরআন : জান্নাত পাওয়ার শর্ত

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى . فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى .

৪০. পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কু-প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে।

৪১. জান্নাতই হবে তার অবস্থিতি স্থান। (৭৭-নাযি'আত : আয়াত-৪০-৪১)

হাদীস : হজ্জে (মুযদালিফায়) মাগরিব ও ইশার সালাত এক সাথে আদায় করা

عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ ﵁ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا.

অর্থ : আবূ আইয়ূব ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিদায় হজ্জে (মুযদালিফায়) মাগরিব ও ইশার সালাত এক সাথে আদায় করেছেন।
(বুখারী হাদীস : ৪৪১৪)

দু'আ : শিরক থেকে বাঁচার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লমু, ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা লা আ'লামু।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আর অজানা অবস্থায় শিরক হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (আদাবুল মুফরাদ : ৭১৭)

০৪ জুলাই

কুরআন : আখিরাতের প্রাধান্য

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا . وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى .

অর্থ : ১৬. কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। ১৭. অথচ আখিরাতের জীবনই উত্তম ও অবিনশ্বর। (৮৭-আলা: আয়াত-১৬-১৭)

হাদীস : নিয়মিত মিসৃওয়াক করার গুরুত্ব

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنَّ اللهَ يَقُوْلُ اِبْنُ اٰدَمَ تَفَرَّغْ لِعَبَادَتِيْ اَمْلَاصَدْرَكَ غِنًى وَاَسُدُّ فَقْرَكَ وَاِنْ لَا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ اَسُدَّ فَقْرَكَ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত। রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন– নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আদম সন্তানকে বলেন আমার ইবাদতের জন্য ব্যস্ত হও, আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্যে পূর্ণ করে দেব এবং তোমার মুখাপেক্ষীতা দূর করব। যদি এ কাজ না কর, তবে আমি তোমার হাতকে ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দেবো এবং তোমার মুখাপেক্ষীতা দূর করব না। (তিরমিযী : ২৪৬৬)

দু'আ : কেউ প্রশংসা করলে বলতে হয়

اَللّٰهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَاغْفِرْلِيْ مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ وَاجْعَلْنِيْ خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّوْنَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাতুআখিযনী বিমা ইয়াকূলূনা, ওয়াগফিরীলী মা-লা ইয়ালামূনা ওয়াজআলনী খাইরাম মিম্মাইয়াযুননূনা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তারা যা বলছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও কর না, আমাকে ক্ষমা কর, যা তারা জানে না। আর আমাকে তাদের ধারণার চেয়েও ভালো করে দাও। (কানযুল উম্মাল : ৩৫৭০৪)

০৫ জুলাই

কুরআন : ইসলামের বিজয়ের সাথে সাথে মানুষ দলে দলে তার ছায়াতলে আশ্রয় নেবে

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ .وَ رَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا .فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا.

১. যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় আসবে।

২. তখন মানুষদেরকে তুমি দেখবে, তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হচ্ছে।

৩. অতঃপর তুমি তোমার মালিকের প্রশংসা কর এবং তার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা কর; অবশ্যই তিনি তাওবা কবুলকারী। (১১০. নাসর : আয়াত-১-৩)

হাদীস : নবী ﷺ -এর মৃত্যুর সময় বয়স ছিল তেষট্টি

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ.

অর্থ : আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। ওফাতকালে রাসূলুলাহ ﷺ-এর বয়স ছিল তেষট্টি বছর। (বুখারী হাদীস : ৪৪৬৬)

দু'আ : কোনো নতুন জায়গায় গিয়ে দু'আ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

উচ্চারণঃ আউযু বিকালিমাতিল্লা হিততাম্মাতি মিন শাররি মা-খালাক্বা।

অর্থঃ আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমা দ্বারা তার সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে মুক্তি চাচ্ছি।

(মুসলিম, মিশকাত হাদীস :২৩১০)

০৬ জুলাই

কুরআন : আখিরাতের কল্যাণ চিরস্থায়ী

وَ مَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتُهَا ۚ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ .

অর্থ : তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ শোভা এবং যা আল্লাহর নিকট রয়েছে তা উত্তম এবং স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (২৮- আল কাসাস : আয়াত-৬০)

হাদীস : সৌভাগ্যের তিনটি জিনিস

عَنْ نَافِعٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ اَلْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِئُ.

অর্থ : নাফে রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, তিনটি জিনিস মুসলমানের সৌভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত–

১. প্রশস্ত বাসস্থান,

২. সৎ প্রতিবেশী,

৩. চমৎকার সোয়ারী (যানবাহন)। (আল আদাবুল মুফরাদ : ১১৬)

দু'আ : বিপদ ও দুশ্চিন্তায় পড়াকালে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মিওয়াল হুজনি ওয়াল আজযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবনি ওয়াদালা ইদদাইনি ওয়াগালাবাতির রিজালে।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সকল চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে, অধিক ঋণ থেকে ও দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে। (বুখারী-ফাতহুল বারী-১১/১৭৩)

০৭ জুলাই

কুরআন : আখিরাতের প্রাধান্যতা

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ. وَ تَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ. وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ. اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ.

২০. না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস।

২১. এবং আখিরাতকে উপেক্ষা কর।

২২. কোনো কোনো মুখমন্ডল সেদিন উজ্জ্বল হবে,

২৩. নিজেরা প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

২৪. কোনো কোনো মুখমন্ডল সেদিন বিবর্ণ হবে। (৭৫-কিয়ামাহ : আয়াত-২০-২১)

হাদীস : মুহাম্মদ ﷺ কোনো কিছু গোপন করে যাননি

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا اَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ وَاللهُ يَقُوْلُ { يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ } الْاٰيَةَ.

অর্থ : আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, যদি কেউ তোমাকে বলে যে, তাঁর অবতীর্ণ বিষয়ের সামান্য কিছুও মুহাম্মদ ﷺ গোপন করেছেন তা হলে অবশ্যই সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ বলেছেন, "হে রাসূল! আপনি তা পৌছে দিন যা আপনার প্রতি আপনার রবের তরফ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।"

(বুখারী হাদীস : ৪৬১২)

দু'আ : রোগীকে দেখতে যাওয়া এবং তার জন্য দু'আ

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণ: আযহিবিল বা'সা রাব্বানাসি ওয়াশফি আনতাশ শাফী লা শিফা-আ ইল্লা শিফাউকা লা-ইউগা-দিরু সাক্বামা।

অর্থ : হে মানুষের প্রতিপালক! তুমি এ রোগ দূর কর, তাকে আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্যদানকারী। তোমার আরোগ্য ব্যতীত কোনো আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য, যা ধোকা দেয় না কোনো রোগীকে।

(মুত্তাফাকুন আলাইহ, মিশকাত হা'১৪৪৪)

০৮ জুলাই

কুরআন : আল্লাহর ক্ষমতা, "হও" বললেই হয়ে যায়

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ .

অর্থ : তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং যখন তিনি কোনো কাজ সম্পাদন করতে ইচ্ছা করেন তখন তার জন্য শুধুমাত্র 'হও' বলেন, আর তাতেই তা হয়ে যায়। (২-আল বাকারা : আয়াত-১১৭)

হাদীস : শেষ মুহূর্তে ঈমান আনলে আর কাজে আসবে না

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَاِذَا طَلَعَتْ وَرَاٰهَا النَّاسُ اٰمَنُوْا اَجْمَعُوْنَ وَذٰلِكَ حِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا ثُمَّ قَرَاَ الْاٰيَةَ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ঘটবে ততক্ষণ কিয়ামত হবে না, যখন সেদিক থেকে সূর্য উদিত হবে এবং লোকেরা তা দেখবে তখন সবাই ঈমান গ্রহণ করবে, এটাই সময় যখন কোনো ব্যক্তিকে তার ঈমান কল্যাণ সাধন করবে না। (বুখারী হাদীস : ৪৬৩৬)

দু'আ : হাটে-বাজারে প্রবেশ করার সময় দু'আ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া হাইয়্যুল লাইয়ামুতু বিইয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁর হাতেই কল্যাণ এবং তিনি সমস্ত বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।

(তিরমিযী, সনদ হাসান, ইবনে মাজাহ হাদীস :২২৩৫; মিশকাত হাদীস :২৩১৮)
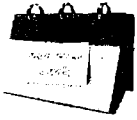
০৯ জুলাই

কুরআন : সালাত আদায় করো ও কুরবানী করো

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ . إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ .

১. (হে নবী!) আমি অবশ্যই তোমাকে (নিয়ামতের ভান্ডার) কাওসার দান করেছি ।
২. অতএব, (আমার স্মরণের জন্য) তুমি নামায (কায়েম) আদায় কর এবং (আমারই উদ্দেশ্যে) কুরবানী কর;
৩. নিশ্চয় (পরিশেষে) তোমার নিন্দুকরাই হবে শিকড়-কাটা (অসহায়) ।

(১০৮-আল কাওছার : ১-৩) ।

হাদীস : আল্লাহ যখন কাউকে পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না

عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ { وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ }

অর্থ : আবূ মূসা আশ'আরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যালিমদের ঢিল দিয়ে থাকেন । অবশেষে যখন তাকে ধরেন, তখন আর ছাড়েন না । এরপর তিনি [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এ আয়াত পাঠ করেন– "আর এরকমই বটে আপনার রবের পাকড়াও যখন তিনি কোনো জনপদবাসীকে পাকড়াও করেন তাদের যুলমের দরুণ । নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও বড় যন্ত্রণাদায়ক, অত্যন্ত কঠিন" (বুখারী হাদীস : ৪৬৮৬) (সূরা হূদ ঃ ১০২) ।

দু'আ : যুদ্ধে বের হয়ে যে দু'আ পড়তে হয়

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِيْ وَنَصِيْرِيْ بِكَ أَحُوْلُ وَبِكَ أَصُوْلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আনতা আযুদী ওয়া নাছীরী বিকা আহূলু ওয়া বিকা আছূলু ওয়া বিকা উক্বাতিলু ।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার বাহুবল, তুমি আমার সাহায্যকারী, তোমারই সাহায্যে আমি শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করি, তোমারই সাহায্যে আমি আক্রমণ চালাই এবং তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি ।

(তিরমিযী, সনদ ছহীহ আবু দাউদ হাদীস :২৬৩২; মিশকাত হাদীস :২৩২৭)

১০ জুলাই

কুরআন : নিজ স্বার্থেই আল্লাহর বিধান মানা

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۭ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ.

অর্থ : তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই এসেছে। সুতরাং কেউ তা মানলে তার দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে, আর কেউ না মানলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর আমি তোমাদের সংরক্ষক নই। (৬-আনআম : আয়াত-১০৪)

হাদীস : যারা নানাভাবে কুরআনকে বিভক্ত করেছে

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ { اَلَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ } قَالَ هُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ جَزَّءُوْهُ اَجْزَاءً فَاٰمَنُوْا بِبَعْضِهٖ وَكَفَرُوْا بِبَعْضِهٖ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। "যারা কুরআনকে ভাগ করে ফেলেছে।" এরা হলো আহলে কিতাব (ইহূদী-নাসারা)। তারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে ফেলেছে। তারা কতক অংশের ওপর বিশ্বাস এনেছে এবং কতক অংশকে অস্বীকার করেছে। (বুখারী হাদীস : ৪৭০৫)

দু'আ : গ্রহণযোগ্য ইবাদত করার তাওফীক চেয়ে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আইন্নী আলাযিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবা-দাতিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সাহায্য কর আমি যেন তোমার শুকরিয়া আদায় করতে পারি এবং ভালভাবে তোমার ইবাদত করতে পারি।

(আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত :৮৮৮)

১১ জুলাই

কুরআন : চোরের হাত কাটার বিধান

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

অর্থ : যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কর্মফলের শাস্তি হিসেবে, এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দণ্ড। আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী, মহাবিজ্ঞ। (৩-আল মায়েদা : আয়াত-৩৮)

হাদীস : মূসা (আলাইহিস সালাম) ও আমাদের নবী

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَالْيَهُوْدُ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَسَاَلَهُمْ فَقَالُوْا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِىْ ظَهَرَ فِيْهِ مُوْسَى عَلٰى فِرْعَوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْنُ اَوْلٰى بِمُوْسَى مِنْهُمْ فَصُوْمُوْهُ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলাহ (সা) যখন মদিনায় এলেন, তখন ইহূদীরা আশুরার দিন সওম পালন করত। তিনি তাদের (সওমের কারণ) জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, এ দিনে মূসা (আলাইহিস সালাম) ফিরআউনের ওপর জয়ী হয়েছিলেন। তখন নবী (সা) বললেন, আমরাই তো তাদের চেয়ে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকটবর্তী। কাজেই (মুসলিমগণ) তোমরা এ সিয়াম পালন কর। (বুখারী হাদীস : ৪৭৩৭)

দু'আ : দাওয়াতকারীর জন্য মেহমানের দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বারিকলাহুম ফীমা রাঝাক্বতাহুম ওয়াগফিরলাহুম ওয়ার হামহুম।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছ তাতে তুমি বরকত দান কর, তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদের ওপর রহমত বর্ষণ কর।

(মুসলিম, মিশকাত হাদীস :২৩১৫)

১২ জুলাই

কুরআন : আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে তাকে কুরআন ও কথা শিখিয়েছেন

اَلرَّحْمٰنُ .عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ .خَلَقَ الْاِنْسَانَ .عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

১. পরম করুণাময় আল্লাহ

২. এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন।

৩. তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

৪. এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন। (৫৫-আর-রাহমান : আয়াত- ১-৪)

হাদীস : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর ওপর মিথ্যা অপবাদ

عَنْ اُمِّ رُوْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اُمِّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا رُمِيَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا خَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর মা উম্মু রূমান রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া হলো তখন তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। (বুখারী হাদীস : ৪৭৫১)

দু'আ : আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের বিদায় দানের দু'আ

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ وَزَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ.

উচ্চারণ : আসতাওদিউল্লাহা দীনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া খাওয়াতীমা আমালিকা ওয়া ঝাউওয়াদাকাল্লাহুত তাক্বওয়া ওয়া গাফারা যামবাকা ওয়া ইয়াসসারা লাকাল খাইরা হাইছু মা-কুনতা।

অর্থ: তোমার দ্বীন, তোমার আমানত, তোমার কাজের শেষ পরিণতি আল্লাহর ওপর সোপর্দ করলাম। আল্লাহ যেন তোমার তাকওয়া বৃদ্ধি করে দেন। তোমার গোনাহ ক্ষমা করে দেন আর তুমি যেখানেই থাক যে কাজই কর কল্যাণকর দিক যেন আল্লাহ তোমাকে সহজ করে দেন।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হাদীস :২৩২২, ২৩২৪)

১৩ জুলাই

কুরআন : কোনো জাতি পরিবর্তন চাইলেই আল্লাহ করেন

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَ اِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ.

অর্থ : মানুষের জন্য তার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোনো সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা রদ হবার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক নেই। (১৩-রা'দ : আয়াত-১১)

হাদীস : যখন হত্যাযজ্ঞ ব্যাপক হবে

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رضي الله عنه قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ لَاَيَّامًا يَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ.

১৭১০. আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– অবশ্যই কিয়ামতের পূর্বে এমন একটি সময় আসবে যখন সর্বত্র মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে এবং তাতে ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে। সে সময় 'হারজ' ব্যাপকতর হবে। আর 'হারজ' হলো (মানুষ) হত্যা। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৭০৬২-৭০৬৩; মুসলিম, হাদীস ২৬৭২)

দু'আ : নিজের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চেয়ে দু'আ

رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَلِاَخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ.

উচ্চারণ: রাব্বিগ ফিরলী ওয়ালি আখী ওয়া আদখিলনা ফী রাহমাতিকা, ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমীন।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি তো সর্বাধিক দয়াময়।

(৭-আ'রাফ-১৫১)

১৪ জুলাই

কুরআন : ঘরে প্রবেশের সময় সালাম আবশ্যক

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا.

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না হয় এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর ।।

(২৪-নূর : আয়াত-২৭)

হাদীস : পর্দার আয়াত অবতীর্ণ প্রসঙ্গে

قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ اَمَرْتَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْحِجَابِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ الْحِجَابِ.

অর্থ : ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল (সা) আপনার কাছে ভালো ও মন্দ লোক আসে। আপনি যদি উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের ব্যাপারে পর্দার নির্দেশ দিতেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করলেন। (বুখারী হাদীস : ৪৭৯০)

দু'আ : অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা ও যালিমদের অন্তর্ভুক্ত যাতে না হয় তার জন্য প্রার্থনা

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

উচ্চারণ: রাব্বানা লা তাজআলনা মাআল ক্বাওমিয যালিমীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে যালিমদের সাথি কর না।

(৭-আরাফ-৪৭)

১৫ জুলাই

কুরআন : ব্যভিচারের শাস্তির বিধান ১০০ দোররা মারা

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.

অর্থ : কেউ যদি ব্যভিচার করে সে নারী পুরুষ যেই হোক না কেন তাকে ১০০ দোররা মার। (২৪-নূর : আয়াত-২)

হাদীস : তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা মূসা (আ:)-কে কষ্ট দিয়েছে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ مُوْسَى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى { يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيْهًا }.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মূসা (আলাইহিস সালাম) ছিলেন খুব লজ্জাশীল"। আর এ প্রেক্ষিতে আল্লাহর এ বাণী, হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে কষ্ট দিয়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওদের অভিযোগ থেকে পবিত্র করেছেন। আর তিনি ছিলেন আল্লাহর কাছে অতি সম্মানিত।

(বুখারী-হাদীস : ৪৭৯৯)

দু'আ : নিষিদ্ধ বিষয়ের কামনা করলে যে পাপ হয়, তা ক্ষমার জন্য দু'আ

رَبِّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ وَّاِلاَّ تَغْفِرْلِىْ وَتَرْحَمْنِىْ اَكُنْ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ .

উচ্চারণ: রাব্বি ইন্নী আউযুবিকা আন আসআলাকা মালাইসা লী বিহী ইলমুন ওয়া ইল্লা তাগফিরলী ওয়া তারহামানী আকুম মিনাল খাসিরীন।

অর্থ : প্রভু হে! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে চাওয়া থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর, দয়া না কর তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (১১-হূদ : ৪৭)

১৬ জুলাই

কুরআন : মুসলিম নর-নারীর গুণাবলি

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِينَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِينَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِينَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِينَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِينَ وَ الصّٰئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِينَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থ : আল্লাহর অনুগত পুরুষ ও স্ত্রীলোক, ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহর দিকে মনোযোগদানকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সত্য ন্যায়বাদী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সত্যের পথে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহর নিকট বিনীত নম্র পুরুষ ও স্ত্রীলোক, দানশীল পুরুষ ও স্ত্রীলোক, রোযাদার পুরুষ ও স্ত্রীলোক, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক – আল্লাহ তায়ালা এদের জন্যে স্বীয় ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৩৩-আহযাব : আয়াত-৩৫-৩৬)

হাদীস : অসৎ শাসক জাহান্নামী হবে

عَنْ اَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ عَنِ ﷺ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئَةُ الْمَلَكَةِ.

অর্থ : আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : অসৎ রাজা কখনোই জান্নাতে যাবে না। (মুসনাদে আহমদ : ৩১)

দু'আ : রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পাওয়ার জন্য দু'আ

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا.

উচ্চারণ : রাব্বি আদখিলনী মুদখালা ছিদক্বিও ওয়া আখরিজনী মুখরাজা ছিদক্বিও ওয়াজ আললী মিল্লাদুনকা সুলত্বা-নান নাছীরা

অর্থ : হে আমার প্রভু! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে, বের করুন সত্যরূপে এবং দান করুন আপনার নিজের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য।

(১৭-বনী ইসরাঈল : ৮০)

১৭ জুলাই

কুরআন : আল্লাহ্ ও রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ.

অর্থ : আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা ।

(৬৪-আত তাগাবুন : আয়াত-১২)

হাদীস : কিয়ামাতের দিন সবার আগে উঠবেন রাসূল ﷺ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ؓ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنِّىْ اَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَاْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الْاٰخِرَةِ فَاِذَا اَنَا بِمُوْسٰى مُتَعَلِّقٌ بِالْعَرْشِ فَلَا اَدْرِىْ اَكَذٰلِكَ كَانَ اَمْ بَعْدَ النَّفْخَةِ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, শেষবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর যে সবার আগে মাথা উঠাবে, সে আমি । তখন আমি মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে দেখব আরশের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় । আমি জানি না, তিনি আগে থেকেই এভাবে ছিলেন, না শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর ।

(বুখারী হাদীস : ৪৮১৩)

দু'আ : কোনো কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য দু'আ

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا.

উচ্চারণ: রাব্বানা আতিনা মিল্লাদুনকা রাহমাতাও ওয়া হাইয়্যিই লানা মিন আমরিনা রাশাদা ।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে আপনার নিকট রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করার তাওফীক দান করুন ।

(১৮-কাহফ:১০)

১৮ জুলাই

কুরআন : আল্লাহর বিধান মানলে অফুরন্ত রিযিক

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ.

অর্থ : তাওরাত, ইনজীল এবং অন্যান্য যেসব কিতাব তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল, তারা যদি তা অনুসরণ করে চলতো, তবে তাদের প্রতি আকাশ হতে রিযিক বর্ষিত হতো এবং যমীন হতে খাদ্যদ্রব্য ফুটে বের হতো।

(৫-মায়িদা : আয়াত-৬৬)

হাদীস : কাল বা সময়কে গালি দেয়া মারাত্মক গুনাহ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِيْنِىْ ابْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ بِيَدِى الْاَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বলেন, আদম সন্তানেরা আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যামানাকে গালি দেয়; অথচ আমিই যামানা। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা; রাত ও দিন আমিই পরিবর্তন করি। (বুখারী হাদীস : ৪৮২৬)

দু'আ : বিপদ থেকে মুক্তির জন্য দু'আ

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা, ইন্নী কুনতু মিনায যালিমীন।

অর্থ : (হে আল্লাহ) তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ মহাপবিত্র, নিশ্চয় আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি। (২১-আম্বিয়া-৮৭)

১৯ জুলাই

কুরআন : সৎকর্ম করলে সফলতা অনিবার্য

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَ اسْجُدُوْا وَ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকূ' কর, সাজ্‌দাহ্ কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের 'ইবাদাত কর ও সৎকর্ম কর, যাতে সফলকাম হতে পার।

(৫-আল মায়িদা : আয়াত-৩৫)

হাদীস : নবী ﷺ -এর দীর্ঘ সালাত আদায়ে পা ফুলে যেত

عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا.

অর্থ : মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এত অধিক সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পদযুগল ফুলে যেত। তাঁকে বলা হলো, আল্লাহ তো আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? (বুখারী হাদীস : ৪৮৩৬)

দু'আ : আয়না দেখার দু'আ

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَاَحْسِنْ خُلُقِيْ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা হাস্‌সান্‌তা খাল্‌ক্বী ফাআহসিন খুলূক্বী।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছে, তুমি আমার চরিত্র সুন্দর করে দাও। (আহমাদ, মিশকাত হা/৫০৯৯, হাদীস সহীহ)

২০ জুলাই

কুরআন : যালিমরাই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অর্থ : যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না তারা যালিম। (৫-মায়িদা : আয়াত-৪৫)

হাদীস : রাসূল ﷺ-এর ফায়সালা

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ عَدَا يَهُوْدِيٌّ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَأْسَهَا فَأَتٰى بِهَا أَهْلُهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ فِىْ أٰخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ لِغَيْرِ الَّذِىْ قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا قَالَ فَقَالَ لِرَجُلٍ أٰخَرَ غَيْرِ الَّذِىْ قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لَا فَقَالَ فَفُلَانٌ لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُضِخَ رَأْسُهٗ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক ইয়াহুদী একটি বালিকার উপর নির্যাতন করে তার অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে নেয়। আর (পাথর দ্বারা) তার মস্তক চূর্ণ করে সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্তে তার পরিবারের লোকেরা তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসে। তখন সে নিশ্চুপ ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ (একজন নির্দোষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ পূর্বক) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমাকে সে হত্যা করেছে? অমুক? সে মাথার ইশারায় বলল : না। তিনি অন্য এক নিরপরাধ ব্যক্তির নাম ধরে বললেন, তবে কি অমুক? সে ইশারায় জানাল, না। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হত্যাকারীর নাম উল্লেখ করে বললেন : তবে অমুক ব্যক্তি হত্যা করেছে কি? সে মাথা নেড়ে বলল : জি, হ্যাঁ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশে উক্ত ব্যক্তির মাথা দু'পাথরের মাঝখানে রেখে চূর্ণ করা হলো। (বুখারী, পর্ব ৬৮ : হাদীস ৫২৯ ; মুসলিম, পর্ব ২)

দু'আ : রাগ দমনের দো'আ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৬)

২১ জুলাই

কুরআন : আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার না করা ফাসেকী

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

অর্থ : যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা ফাসিক।
(৫-আল মায়িদা : আয়াত-৪৭)

হাদীস : জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পরিচয়

عَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ.

অর্থ : হারিস ইবনে ওয়াহাব খুযাঈ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের পরিচয় বলব না? তারা দুর্বল এবং অসহায়; কিন্তু তাঁরা যদি কোনো ব্যাপারে আল্লাহর নামে কসম করে বসে, তাহলে তা পূরণ করে দেয়। আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের পরিচয় বলব না? যারা রূঢ় স্বভাব, অধিক মোটা এবং অহংকারী তারাই জাহান্নামী। (বুখারী হাদীস : ৪৯১৮)

দু'আ : হিংসা বিদ্বেষ দূর করার দু'আ

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

উচ্চারণ: রাব্বানাগফির-লানা ওয়া লিইখওয়া-নিনাল্লাযীনা সাবাকূনা বিল ঈমা-নি ওয়ালা তাজআল ফী ক্বলূবিনা গিল্লাল লিল্লাযীনা আ-মানূ রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহীম।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ও আমাদের আগে যারা ঈমান এনেছে তাদের ক্ষমা কর। ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রেখো না। হে প্রভু! নিশ্চয় তুমি দয়ালু পরম করুণাময় (৫৯-হাশর-১০)

২২ জুলাই

কুরআন : মুত্তাকী ও রাসূল ﷺ-এর অনুসারীরাই সফল

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ.

অর্থ : আর সফলকাম হবে ঐ সমস্ত লোক যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতা হতে দূরে থাকে।

(২৪-আন নূর : আয়াত-৫২)

হাদীস : গোসল করার সুন্নাত তরিকা

عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا فَاَفْرَغَ بِيَمِيْنِهٖ عَلٰى يَسَارِهٖ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهٗ ثُمَّ ذٰلِكَ بِيَدِهِ الْاَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهٗ وَاَفَاضَ عَلٰى رَاْسِهٖ ثُمَّ تَنَحّٰى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ اُتِيَ بِمِنْدِيْلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا.

অর্থ : মায়মূনা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। আমি নবী ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি ঢেলে রাখলাম। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে পানি ঢাললেন এবং উভয় হাত ধৌত করলেন। অত:পর তাঁর লজ্জাস্থান ধৌত করলেন এবং মাটিতে তাঁর হাত ঘষলেন। পরে তা ধুয়ে কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, তারপর তাঁর চেহারা ধুলেন এবং মাথার ওপর পানি ঢাললেন। পরে ঐ স্থান থেকে সরে গিয়ে দু'পা ধুলেন। অবশেষে তাঁকে একটি রুমাল দেয়া হলো, কিন্তু তিনি তা দিয়ে শরীর মুছলেন না। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ৭, হাদীস ২৫৯)

দু'আ : প্রজ্ঞা ও হিকমত বৃদ্ধির জন্য ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ - وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ.

উচ্চারণ : রাব্বি হাবলী হুকমাও ওয়া আলহিকনী বিছ্ছালিহীন। ওয়াজ আল লী লিসানা ছিদকিন ফিল আখিরীন। ওয়াজ আলনী মিও ওয়ারাছাতি জান্নাতিন নাঈম।

অর্থ : হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে হিকমত দান করুন এবং সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আল্লাহ্! আখিরাতে আমাকে সত্যবাদীদের সাথি করুন এবং আমাকে নাঈম নামক জান্নাতের উত্তরাধিকারী করুন। (২৬-শুআরা-৮৩-৮৫)

২৩ জুলাই

কুরআন : রাসূল ﷺ-এর আদেশ-নিষেধ মানা ফরজ

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

অর্থ : রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর। আর যা নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

(৫৯-আল হাশর : আয়াত-৭)

হাদীস : নবী ﷺ-এর ওহী মুখস্থ করা

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ وَوَصَفَ سُفْيَانُ يُرِيْدُ أَنْ يَحْفَظَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ { لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ }.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর প্রতি যখন ওহী অবতীর্ণ করা হতো, তখন তিনি দ্রুত তাঁর জিহবা নাড়তেন। রাবী সুফইয়ান বলেন, এভাবে করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ওহী মুখস্থ করা। তারপর আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন : তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহবা সঞ্চালন করবে না। (বুখারী হাদীস : ৪৯২৭)

দু'আ : মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য দু'আ

فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ

উচ্চারণ: ফাতিরি সসামাওয়াতী ওয়াল আরদি আনতা ওয়ালিয়্যী ফিদ্‌দুনইয়া ওয়াল আখিরাতে তাওয়াফফানী মুছলিমাও ওয়া আলহীকনী বিসসালেহীন।

অর্থ : হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, আপনি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার বন্ধু আপনি মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

(কানজুল উম্মাল : ১৭৬১২)

২৪ জুলাই

কুরআন : স্পষ্ট বিষয়ে বিরোধীদের জন্য কঠোর শাস্তি

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَأُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

অর্থ : এবং তাদের সদৃশ হয়ো না, যাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসার পরও তারা বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধ করেছে এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

(৩-আলে ইমরান : আয়াত-১০৫)

হাদীস : কুরআন ঠিকমত পড়তে না জানলে তা জানার জন্য চেষ্টা করলে দ্বিগুণ পুরস্কার

عَنْ عَائِشَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَمَثَلُ الَّذِىْ يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيْدٌ فَلَهُ اَجْرَانِ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, কুরআনের হাফিয পাঠক লিপিকর সম্মানিত মালাইকার মত। আর যে, খুব কষ্টদায়ক হওয়া সত্ত্বেও বারবার কুরআন মাজীদ পাঠ করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে। (বুখারী হাদীস : ৪৯৩৭)

দু'আ : পাপ ক্ষমা করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য দু'আ

رَبَّنَا إِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণ : রাব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগফিরলানা জুনূবানা ওয়া ক্বিনা আযাবান্নার।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি সুতরাং তুমি আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর।

(৩-ইমরান-১৮)

২৫ জুলাই

কুরআন : আমানত পূরণ ও ন্যায়ের সাথে মীমাংসার নির্দেশ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا .

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, গচ্ছিত বিষয় ওর অধিকারীকে অপর্ণ করার এবং যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর, তখন ন্যায় বিচার কর; অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দান করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী, পরিদর্শক। (৪-আন নিসা : আয়াত-৫৮)

হাদীস : পুরুষের জন্য স্ত্রীলোক হচ্ছে ফিতনা

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

অর্থ : উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পুরুষের জন্য স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর কোনো ফিত্না আমি রেখে গেলাম না।

(বুখারী হাদীস : ৫০৯৬)

দু'আ : ক্ষমার দু'আ, এটি রুকু-সিজদায় পড়া সুন্নত

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফিরী।

অর্থ : হে আল্লাহ আমার রব! আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত হাদীস :৮১১)

২৬ জুলাই

কুরআন : পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীদের বিরুদ্ধে হলেও সত্য সাক্ষ্য দেয়ার আদেশ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দানকারী, সুবিচারের প্রতিষ্ঠাতা হও এবং যদিও এটা তোমাদের নিজের অথবা মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূল হয়। যদি সে সম্পদশালী কিংবা দরিদ্র হয়, তাহলে আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট। অতএব, সুবিচারে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না, এবং যদি তোমরা বর্ণনায় বক্রতা অবলম্বন কর বা পশ্চাৎপদ হও তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ সংবাদ রাখেন। (৪-আন নিসা : আয়াত-১৩৫)

হাদীস : সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের মর্যাদা

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَاَ بِهِمَا فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

অর্থ : আবূ মাস'উদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করে, তবে এটাই তার জন্য যথেষ্ট। (বুখারী হাদীস : ৫০৪০)

দু'আ : রুকূ থেকে উঠার পর আল্লাহর প্রশংসার দু'আ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْأَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

উচ্চারণ: রাব্বানা লাকাল হামদু মিলআস সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিলআ মাশি'তা মিন শাইয়ম বা'দু।

অর্থ : হে প্রভু! আসমান ও যমীন ভর্তি এবং তদুপরি তুমি আরো যা চাও তাও ভর্তি তোমার প্রশংসা। (বুখারী, মিশকাত হাদীস :৮১৭)
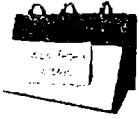
২৭ জুলাই

কুরআন : ইনসাফ প্রতিষ্ঠাই তাকওয়া

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اِعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিধানসমূহ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠাকারী ও ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হয়ে যাও, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এর প্রতি উদ্যত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার করবে না। তোমরা ন্যায় বিচার কর, এটা আল্লাহ ভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। (৫-আল মায়িদা : আয়াত-৮)

হাদীস : সাত দিনের কমে কুরআন খতম করা নিষেধ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَاِ الْقُرْاٰنَ فِيْ شَهْرٍ قُلْتُ اِنِّيْ اَجِدُ قُوَّةً حَتّٰى قَالَ فَاقْرَاْهُ فِيْ سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, "এক মাসে কুরআন পাঠ সমাপ্ত কর।" আমি বললাম, "আমি এর চেয়ে অধিক করার শক্তি রাখি।" তখন নবী ﷺ বললেন, "তাহলে সাত দিনে তার পাঠ শেষ কর এবং এর চেয়ে কম সময়ে পাঠ শেষ কর না।"

(বুখারী হাদীস : ৫০৫৪)

দু'আ : সিজদার দু'আ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণ : সুবহানাক আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফিরলী।

অর্থ : হে আল্লাহ! হে আমার প্রভু! তোমার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। (মুত্তাফকুন আলাইহ, মিশকাত হাদীস :৮১১)

২৮ জুলাই

কুরআন : আল্লাহর রাস্তায় শহীদগণ জীবিত

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۚ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ.

অর্থ : আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। প্রকৃত পক্ষে তারা জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমরা অনুভব করতে পার না। (২-আল বাকারা : আয়াত-১৫৪)

হাদীস : প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَالْاَمِيْرُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهٖ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ اَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ.

অর্থ : আব্দুলাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হবে। যেমন– জনগণের শাসক তাদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী স্বামীর ঘরের এবং তার সন্তানের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আর ক্রীতদাস স্বীয় মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। শুনো! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই আপন অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১৭ হাদীস ২৫৫৪)

দু'আ : দুই সেজদার মধ্যে পঠিত দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়া আফিনী ওয়ার যুক্বনী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমার ওপর রহম কর, আমাকে হেদায়াত দান কর, আমাকে রোগ মুক্ত কর এবং আমাকে রিযিক দান কর।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হাদীস :৮৪০)

২৯ জুলাই

কুরআন : কিয়ামতে যালিমদের করুণ পরিণতি

وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا. يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِيْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا. لَقَدْ اَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِيْ ؕ وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا.

২৭. সেদিন যালেম ব্যক্তি (ক্ষোভে দুঃখে) নিজের হাত দুটো দংশন করতে করতে বলবে। হায়! আমি যদি দুনিয়ায় রাসূলের সাথে (দ্বীনের) পথ অবলম্বন করতাম!

২৮. দুর্ভাগ্য আমার, আমি যদি অমুককে (নিজের) বন্ধু না বানাতাম!

২৯. আমার কাছে (দ্বীনের) উপদেশ আসার পর সে তা থেকে আমাকে বিচ্যুত করে দিয়েছিল; আর শয়তান তো (হামেশাই) মানুষকে (বিপদের সময় একলা) ফেলে কেটে পড়ে। (২৫-ফুরকান : আয়াত-২৭-২৯)

হাদীস : প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া

عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ ﷺ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِىْ جَارَهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে আল্লাহ এবং আখিরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।

(বুখারী হাদীস : ৫১৮৫)

দু'আ : সাজদায়ে তিলাওয়াতের দু'আ

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

উচ্চারণঃ সাজাদা ওয়াজহিইয়া লিল্লাজী খালাক্বাহু ওয়া শাকক্বা সামআহূ ওয়া বাছারাহূ বিহাওলিহী ওয়া কুউওয়াতিহী।

অর্থ : আমার চেহারা সাজদা করল তারই জন্য, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি শক্তি দান করেছেন তাঁরই প্রদত্ত সামর্থ বলে।

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হাদীস :৯৬৮)

৩০ জুলাই

কুরআন : কিয়ামতের তাকওয়াবিহীন বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হবে

اَلْاَخِلَّاۤءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ .

অর্থ : সেদিন (দুনিয়ার) বন্ধুরা সবাই একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে, অবশ্য যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করেছে তাদের কথা আলাদা।

(৪৩-আয যুখরুফ : আয়াত-৬৭)

হাদীস : কিয়ামাতের দিনের হিসাব নিকাশ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْسَ اَحَدٌ يُحَاسَبُ اِلَّا هَلَكَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ جَعَلَنِى اللهُ فِدَاءَكَ اَلَيْسَ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا} قَالَ ذَاكَ الْعَرْضُ يُعْرَضُوْنَ وَمَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামাতের দিন যে ব্যক্তিরই হিসাব নেয়া হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন। আল্লাহ কি বলেননি, "যার 'আমলনামা তার ডান হস্তে দেয়া হবে, তার হিসাব নিকাশ সহজেই নেয়া হবে। এ কথা শুনে রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ আয়াতে 'আমলনামা কীভাবে দেয়া হবে সে ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে, নতুবা যার খুঁটিনাটি হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। (বুখারী হাদীস : ৪৯৩৯)

দু'আ : সালাম ফিরানের পর দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু তাবারাকতা ইয়াযাল জালালি ওয়াল ইকরাম।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমিই শান্তির প্রতীক। তুমিই শান্তিময় এবং শান্তির ধারা তোমার হতেই প্রবাহিত। তুমি বরকতময় হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী।

(মুসলিম, মিশকাত হাদীস :৮৯৯)

৩১ জুলাই

কুরআন : আশ্রয় প্রার্থনা

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ . مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ . وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ . وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ . وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ .

১. (হে নবী!) তুমি বলো, আমি উজ্জ্বল প্রভাতের মালিকের কাছে আশ্রয় চাই।

২. (আশ্রয় চাই) তাঁর সৃষ্টি করা প্রতিটি জিনিসের অনিষ্ট থেকে

৩. আমি আশ্রয় চাই রাতের অন্ধকারে সংঘটিত অনিষ্ট থেকে, (বিশেষ করে) যখন রাত তার অন্ধকার বিছিয়ে দেয়।

৪. (আমি আশ্রয় চাই) গিরায় ফুঁক দিয়ে যাদুটোনাকারিণীদের অনিষ্ট থেকে।

৫. হিংসুক ব্যক্তির (সব ধরনের হিংসার) অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।

(১১৩-ফালাক : আয়াত-১-৫)

হাদীস : শোয়ার সময় সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ার ফযিলত

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন বিছানায় যেতেন তখন সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে উভয় হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে সারা দেহের যত দূর পর্যন্ত হাত পৌছানো যায় ততদূর পর্যন্ত হাতের ছোঁয়া দিতেন। প্রথমে মাথায়, তারপর মুখে এবং তারপর দেহের সামনের অংশে তিনবার এভাবে হাতের ছোঁয়া দিতেন। (বুখারী হাদীস : ৪৬৩০)

দু'আ : হজ্জ ও ওমরার তালবিয়া দু'আ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণ : লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক; লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক; ইন্নাল হামদা ওয়াননি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা শারীকা লাকা।

অর্থ : আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির তোমার কোনো শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও নে'আমত তোমারই, আর সকল সাম্রাজ্যই তোমার, তোমার কোনো শরীক নেই। (মুত্তাফাকুন আলাইহ, মিশকাত হাদীস :২৪২৬)
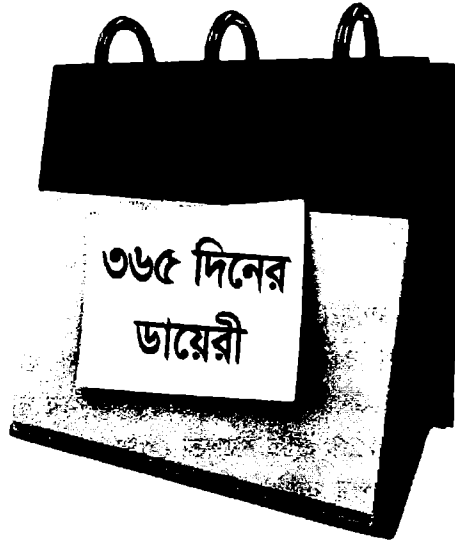
৮. আগস্ট

০১ আগস্ট

কুরআন : সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যাদর্শ লোকদের সাথী হও। (৯-আত তাওবা : আয়াত-১১৯)

হাদীস : খারাপ ধারণা পোষণ করা নিষেধ

قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْا اِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَنْكِحَ اَوْ يَتْرُكَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ বলেন যে, নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তোমরা কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করো না। কেননা, খারাপ ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। একে অপরের দোষ-ক্রুটি খুঁজিও না, একে অন্যের ব্যাপারে মন্দ কথায় কান দিও না এবং একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করো না; বরং ভাই ভাই হয়ে যাও। কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব দিবে না যতক্ষণ না বিয়ে হয় বা প্রস্তাব বাতিল হয়। (বুখারী হাদীস : ৫১৪৩)

দু'আ : হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে পঠিত দু'আ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ: রাব্বানা আতিনা ফিদদুনইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া ক্বিনা আযাবান নার।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর ও আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচাও। (আবু দাউদ, মিশকাত হাদীস :২৪৬৬)

০২ আগস্ট

কুরআন : আল্লাহর পথে শহীদদের প্রতিদান

وَ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ. سَيَهْدِيْهِمْ وَ يُصْلِحُ بَالَهُمْ. وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ.

৪. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, আল্লাহ কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না।

৫. তিনি তাদের পথ দেখাবেন এবং তাদের অবস্থা সুসংহত করে দিবেন।

৬. আর সেই জান্নাতে তাদের দাখিল করবেন, যার সম্পর্কে পূর্বেই তাদের অবহিত করেছেন। (৪৭-মুহাম্মাদ : আয়াত-৪-৬)

হাদীস : রাস্তার হক আদায় করা

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا مَا لَنَا بُدٌّ اِنَّمَا هِىَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ فَاِذَا اَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجَالِسَ فَاَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهَا قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذٰى وَرَدُّ السَّلَامِ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ.

অর্থ : আবূ সাঈদ খুদরী ؓ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা রাস্তার ওপর বসা পরিত্যাগ কর। লোকজন বলল, এ ব্যতীত আমাদের কোনো পথ নেই। কেননা, এটাই আমাদের উঠা-বসার জায়গা এবং এখানেই আমরা সর্বদা কথাবার্তা বলে থাকি। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি তোমাদের সেখানে বসতেই হয়, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল, রাস্তার হক কী? রাসূল ﷺ বললেন : দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করা। (বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ২২, হাদীস ২৪৬৫)

দু'আ : ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে পঠিত দু'আ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ

উচ্চারণ : ইন্নাছছাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আইরিল্লাহ

অর্থ : নিশ্চয় ছাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত।

(২-বাকারাহ : ১৫৮)

০৩ আগস্ট

কুরআন : শয়তানের ষড়যন্ত্র চতুর্দিক হতে আগত

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ.

অর্থ : আমি এদের (মানব জাতির) সামনে থেকে আসবো, পিছন থেকে আসবো, ডান দিক থেকে আসবো, বাম দিক থেকে আসবো এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না। (৭-আল আরাফ : আয়াত-১৭)

হাদীস : সবচেয়ে নিকৃষ্ট ওলীমার বৌ ভাত অনুষ্ঠান পরিচয়

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ওয়ালীমায় কেবল ধনীদেরকে দাওয়াত করা হয় এবং গরিবদেরকে দাওয়াত করা হয় না সেই ওয়ালীমা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। যে ব্যক্তি কোন ওলিমার দাওয়াত ত্যাগ করল সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে অবাধ্যতা করে। (বুখারী হাদীস : ৫১৭৭)

দু'আ : আরাফার দিবসের দু'আ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (তিরমিযী, মিশকাত হাদীস :২৪৮২)

০৪ আগস্ট

কুরআন : শরীরের চামড়াও জাহান্নামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে

وَ قَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ؕ قَالُوْۤا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْۤ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّ هُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

অর্থ : জাহান্নামীরা তাদের ত্বককে জিজ্ঞেস করবে– তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে তারা বলবে– আল্লাহ, যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথম বার এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

(৪১-সিজদাহ : আয়াত-২১)

হাদীস : অত্যাচারী শাসকের জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত

عَنْ مَعْقِلِ بْنَ يَسَارٍ ﷺ فِى مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ اِنِّىْ مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيْحَةٍ اِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

অর্থ : উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ (রহ.) মাকিল ইব্‌নে ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মাকিল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করছি যা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছি। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি যে, কোনো বান্দাকে যদি আল্লাহ তা'আলা জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করে, আর সে কল্যাণকামিতার সাথে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। (বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহকাম, অধ্যায় ৮, হাদীস ৭১৫০)

দু'আ : খাবার গ্রহণের দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া আত্বইমনা খাইরাম মিনহু।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদেরকে এতে বরকত দিন, ভবিষ্যতে আরো উত্তম খাদ্য দিন। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত হাদীস :৪০৯৮)

০৫ আগস্ট

কুরআন : আল্লাহর পরিচয়

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .اَللّٰهُ الصَّمَدُ .لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ .وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

১. (হে মুহাম্মদ) তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ, তিনি এক ও একক।
২. তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।
৩. তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, তিনিও কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেন নি।
৪. আর তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ-ই নেই। (১১২-ইখলাস : আয়াত-১-৪)

হাদীস : সূরা ইখলাসের ফযিলত

١.عَنْ اَنَسٍ ﷺ اَنْ رَجُلًا ﷺ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّىْ اُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ فَقَالَ اِنَّ حُبَّكَ اِيَّاهَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ.

১. অর্থ : আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ কে বলল, হে আল্লাহ রাসূল! আমি সূরা ইখলাসকে ভালবাসি। তখন রাসূল ﷺ বললেন : তোমার এ ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে। (আহমাদ-১২৪৩২, তিরমিযী-২৯০১)

٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ.

২. অর্থ : আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ বলেছেন : জেনে রাখ, সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।
(বুখারী হাদীস-৪৬২৭, তিরমিযী- ২৮৯৯)

দু'আ : খাবার শেষে দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ.

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্বআমানী হাযত ত্বা‘আমা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী ওয়া লা কুউওয়াতিন।

অর্থ : সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা ছাড়াই খাওয়ালেন ও রূযী দান করলেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হাদীস :৪১৪৯)

০৬ আগস্ট

কুরআন : ঈমান আনা ও কুফরী করা ব্যক্তির ইচ্ছা

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ..

অর্থ : হে রাসূল আপনি বলে দিন তোমাদের রবের কাছ থেকেই সত্য আগত যার ইচ্ছা সে ঈমান আনয়ন করুক – আর যার ইচ্ছা সে কুফরী করুক ।

(১৮-কাহাফ : আয়াত-২৯)

হাদীস : স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُكُمْ مَالَهُ فِىْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَىْ اَخِيْهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ كَانَ لَاَنْ يَقِفَ اَرْبَعِيْنَ قَالَ : لَا اَدْرِىْ اَرْبَعِيْنَ عَامًا, اَوْ اَرْبَعِيْنَ شَهْرًا, اَوْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا : خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذٰلِكَ.

অর্থ : বুসর ইবনে সা'য়ীদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন যে, আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ যদি তার ভাই-এর সালাতের সামনে দিয়ে যাতায়াত করার পরিণাম সম্পর্কে জানতো, তবে সে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতো । রাবী আরো বলেন– আমার জানা নেই যে, তিনি চল্লিশ বছর অথবা চল্লিশ মাস বা চল্লিশ দিন দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্য উত্তম বলছেন কিনা ।

(তিরমিযী হাদীস নং ৯৪৫)

দু'আ : খাওয়া শেষে দস্তরখানা উঠানোর সময় দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান ত্বাইয়্যিবান মুবারাকান ফীহি গাইরা মাকফিইয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্দাইন ওয়ালা মুসতাগনান আনহু রাব্বানা ।

অর্থ : হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার, অধিক প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময় । হে প্রভু! তোমার অনুগ্রহ হতে মুখ ফিরানো যায় না, আর এর অন্বেষণ ত্যাগ করা যায় না এবং এর প্রয়োজন হতে মুক্ত থাকা যায় না ।

(বুখারী, মিশকাত হাদীস :৪০১৭)

০৭ আগস্ট

কুরআন : কর্ণ, চক্ষু ও ত্বকও ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ.

অর্থ : তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না– উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না।

(৪১-সিজদাহ : আয়াত-২২)

হাদীস : মৃত্যুর পর তার পরকালীন আবাসস্থল দেখানো হয়

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : আবদুলাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমাদের কেউ মারা গেলে অবশ্যই তার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তার অবস্থান স্থল উপস্থাপন করা হয়। যদি জান্নাতী হয়, তবে (অবস্থান স্থল) জান্নাতীদের মধ্যে দেখানো হয়। আর যদি সে জাহান্নামী হয়, তাকে জাহান্নামীদের (অবস্থান) স্থল দেখানো হয় আর তাকে বলা হয়, এ হচ্ছে তোমাদের অবস্থান স্থল, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তোমাকে পুনরুত্থিত করা পর্যন্ত (এভাবে দেখানো হয়)।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৮৯, হাদীস ১৩৭৯)

দু'আ : দুধ পানের দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া ঝিদনা মিনহু।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদেরকে এতে বরকত দিন, ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি করে দিন। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত হাদীস :৪০৯৮)

০৮ আগস্ট

কুরআন : ব্যভিচার করা তো দূরের কথা তার নিকটবর্তী হওয়া নিষেধ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا.

অর্থ : তোমরা যিনার নিকটবর্তী হইও না। নিশ্চয় তা একটি বেহায়া পন্থা এবং অসভ্যতার দিকে যাওয়ার মতো একটা খারাপ রাস্তা। (১৭-বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩২)

হাদীস : শরীর, চক্ষু ও স্ত্রীর অধিকার

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللهِ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমার ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, হে আবদুল্লাহ! আমাকে কি এ খবর প্রদান করা হয়নি যে, তুমি রাতভর ইবাদাতে দাঁড়িয়ে থাক এবং দিনভর সিয়াম পালন কর? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তুমি এরূপ কর না; বরং সিয়ামও পালন কর, ইফতারও কর, রাত জেগে ইবাদত কর এবং নিদ্রা যাও। কেননা, নিশ্চয় তোমার শরীরের ওপর হক আছে; তোমার চোখেরও তোমার ওপর হক আছে এবং তোমার স্ত্রীরও তোমার ওপর হক আছে। (বুখারী হাদীস : ৫১৯৯)

দু'আ : বিবাহিতদের জন্য দু'আ

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

উচ্চারণ : বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া জামাআ বাইনাকুমা ফী খাইর।

অর্থ : এই বিবাহে আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন এবং তোমাদের উভয়ের ওপর বরকত হোক আর তোমাদের দু'জনকে অতি উত্তমরূপে একত্রে অবস্থান করার ব্যবস্থা করে দিন। (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত হাদীস :২৩৩২)

০৯ আগস্ট

কুরআন : আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ ক্ষমা লাভের উপায়

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ .

অর্থ : তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত (শহীদ) হও কিংবা মরে যাও তবে আল্লাহর যে রহমত ও দান তোমাদের নসীব হবে, তা এইসব (দুনিয়াদার) লোকেরা যা কিছু সঞ্চয় করেছে তা থেকে অনেক উত্তম।

(৩-আলে ইমরান : আয়াত-১৫৭)

হাদীস : মানুষ যদি জানত তাহলে হাসত খুব কম এবং কাঁদত অধিক

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا اَحَدٌ اَغْيَرَ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يَرَى عَبْدَهُ اَوْ اَمَتَهُ تَزْنِيْ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا.

অর্থ : আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- হে উম্মাতে মুহাম্মদী! আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ আর কারো নেই। তিনি তাঁর কোনো বান্দা নর হোক কি নারী হোক তার ব্যভিচার তিনি দেখতে চান না। হে উম্মতে মুহাম্মদী! যা আমি জানি, তা যদি তোমরা জানতে তাহলে হাসতে খুব কম এবং কাঁদতে অধিক অধিক। (বুখারী হাদীস : ৫২২১)

দু'আ : বাসর ঘরে পাঠ করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتُهَا عَلَيْهِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরামা জাবালতাহা আলাইহি ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররিমা জাবালতাহা আলাই।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার মঙ্গল ও যে মঙ্গলের ওপর তাকে সৃষ্টি করেছ তা প্রার্থনা করছি। আর তার অমঙ্গল ও যে অমঙ্গলের ওপর তাকে সৃষ্টি করেছ তা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। (আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হাদীস :২৪৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হাদীস :২৩৩৩)

১০ আগস্ট

কুরআন : প্রকৃত মুমিন ও সত্যবাদীর পরিচয়

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ.

অর্থ : প্রকৃত মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর আর সন্দেহে পড়ে না এবং নিজেদের ও জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। এরাই (তাদের ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী।

(৪৯-আল হুজুরাত : আয়াত-১৫)

হাদীস : বিধবা ও মিসকীনকে সাহায্য করা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلسَّاعِيْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : বিধবা ও মিসকীন-এর জন্য খাদ্য জোগাড় করতে চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মত অথবা রাতে সালাতে দণ্ডায়মান ও দিনে সিয়ামকারীর মত।

(বুখারী হাদীস : ৫৩৫৩)

দু'আ : বাসর রাতে দু'রাকআত ছালাত পড়া এবং দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْ اَهْلِيْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْ اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ بِخَيْرٍ وَّفَرِّقْ بَيْنَنَا اِذَا فَرَّقْتَ اِلٰى خَيْرٍ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বারিক লী ফী আহলী ওয়া বারিক লাহুম ফিইয়্যা, আল্লাহুম্মাজমা বাইনানা মা জামা'তা বিখাইরিন ওয়া ফাররিক্ব বাইনানা ইযা ফাররাক্বতা ইলা খাইর।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জন্য আমার পরিবারে বরকত দান কর এবং তাদের স্বার্থে আমার মাঝে বরকত দাও। হে আল্লাহ! তুমি যা ভালো একত্রিত করেছ তা আমাদের মাঝে একত্রিত কর। আর যখন কল্যাণের দিকে বিচ্ছেদ কর তখন আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ কর। (আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৯৬, বঙ্গনুবাদ পৃঃ ২৭।

১১ আগস্ট

কুরআন : মুমিনরাই আল্লাহ ও রাসূল ﷺ এর হুকুম মানে

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْٓا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন তাদের মাঝে ফায়সালার জন্যে আল্লাহ ও রাসূলের (বিধানের) প্রতি ডাকা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর এরূপ লোকেরাই প্রকৃত সফলকাম।

(২৪-আন নূর : আয়াত-৫১)

হাদীস : স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনো নারীর কাছে কোনো পুরুষের গমন (হারাম)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ.

অর্থ : উকবাহ ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মহিলাদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক। এক আনসার জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের ব্যাপারে কী হুকুম? তিনি উত্তর দিলেন, দেবর হচ্ছে মৃত্যুতুল্য। (বুখারী হাদীস : ৫২৩২)

দু'আ : স্ত্রীর মিলনের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বা-না ওয়া জান্নিবিশ শাইত্বা-না মা রাঝাক্বতানা।

অর্থ : আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাদের এ মিলনের ফলে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ। (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হাদীস :২৩০৪)

১২ আগস্ট

কুরআন : কু ধারণা পোষণ করা গুনাহ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۡ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! খুব বেশি অনুমান বা কু-ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাক। কেননা, অনেক কু-ধারণা গোনাহের নামান্তর। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অন্যের পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) করো না। (৪৯-হুজুরাত : আয়াত-১২)

হাদীস : এক মহিলা অন্য মহিলার দেহের বর্ণনা যেন কারো কাছে না দেয়

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْاَةُ الْمَرْاَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَاَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন- কোনো নারী যেন তার দেখা অন্য নারীর দেহের বর্ণনা নিজ স্বামীর নিকট এমনভাবে না দেয়, যেন সে তাকে (ঐ নারীকে) চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছে।
(বুখারী হাদীস : ৫২৪০)

দু'আ : যুদ্ধে বের হওয়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِىْ وَنَصِيْرِىْ بِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ .

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতা আদুদী ওয়া নাছীরী বিকা আহূলু ওয়া বিকা আছূলু ওয়া বিকা উক্বাতিলু।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার বাহু বল, তুমি আমার সাহায্যকারী, তোমারই সাহায্যে আমি শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করি, তোমারই সাহায্যে আমি আক্রমণ চালাই এবং তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি।
(তিরমিযী, আবু দাউদ হাদীস :২৬৩২; মিশকাত হাদীস :২৩২৭)

১৩ আগস্ট

কুরআন : ফাসিকদের সংবাদ যাচাই-বাছাই করা অপরিহার্য

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোনো খবর নিয়ে আসে, তাহলে কোনো কিছু করে বসার পূর্বে বিষয়টা পরীক্ষা করে দেখ, যাতে অনুতপ্ত না হও। (৪৯-আল হুজুরাত : আয়াত-৬)

হাদীস : কিয়ামতের ময়দানে মানুষের ঘাম ঝরবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِى الْاَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ اٰذَانَهُمْ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– কিয়ামতের দিন মানুষের ঘাম ঝরবে। এমনিক তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত বিস্তৃতি লাভ করবে এবং তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত হবে; এমনকি কান পর্যন্ত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ৬৫৩২)

দু'আ : জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলার দু'আ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

উচ্চারণ: লাইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযীম, লাইলাহা ইল্লা হুয়া রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম।

অর্থ : সহনশীল মহান আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, যিনি মহান আরশের প্রতিপালক। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের রব এবং মহান আরশের রব।

(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হাদীস :২৩০৫)

১৪ আগস্ট

কুরআন : অতি ক্ষুদ্র পাপ-পুণ্যও বিচারে আসবে

يٰبُنَيَّ اِنَّهَاۤ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ .

অর্থ : হে আমার প্রিয় বৎস! নিশ্চয় তা [পাপ-পূণ্য] যদি সরিষা দানার পরিমাণও হয়, অতঃপর তা থাকে পাথরের মধ্যে কিংবা আসমানসমূহে বা জমিনের মধ্যে, আল্লাহ তাও নিয়ে আসবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ ।

(৩১-লুকমান : আয়াত-১৬)

হাদীস : পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করার ফযীলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– মহান আল্লাহ বলেন, তুমি ব্যয় কর, হে আদম সন্তান! আমিও তোমার প্রতি ব্যয় করব ।

(বুখারী হাদীস : ৫৩৫২)

দু'আ : রোগ নিরাময়ের জন্য দু'আ করা

اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

উচ্চারণ : আযবিহিল বাসি রাব্বানাসি ওয়াশফি আনতাশ শাফি লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআল লাইউগাদিরু সাক্বামা ।

অর্থ : হে মানুষের প্রতিপালক! তুমি এ রোগ দূর কর, তাকে আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্যদানকারী । তোমার আরোগ্য ব্যতীত কোনো আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য, যা ধোকা দেয় না কোনো রোগীকে ।

(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হাদীস :১৪৪৪)
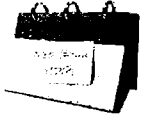
১৫ আগস্ট

কুরআন : অহংকার, অবজ্ঞা ও দাম্ভিকতাকে আল্লাহ ঘৃণা করেন

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

অর্থ : অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না আর জমিনের ওপর গর্বভরে চলো না, আল্লাহ কোনো আত্ম-অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে ভালবাসেন না। (৩১-লুকমান : আয়াত-১৮)

হাদীস : ইমাম হওয়ার অধিক হকদার যে

عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَاِنْ كَانُوْا فِيْ الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً وَفَاِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَكْبَرُهُمْ سِنًّا, وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِيْ سُلْطَانِهِ, وَلَا يُجْلَسُ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ بَيْتِهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ.

অর্থ : আবু মাসউদ আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এরশাদ করেন, আল্লাহর কিতাব কুরআন অধ্যয়নে যে অধিক পারদর্শী সে ইমাম হবে। যদি অধ্যায়ন ক্ষেত্রে সকলেই এক বরাবর হয় তবে সুন্নাহ সম্পর্কে যে বেশি জ্ঞানী সে ইমামত করবে, সুন্নাহর ক্ষেত্রে সমান সমান হলে যে অগ্রে হিজরত করেছে সে; আর হিজরতের ক্ষেত্রে এক সমান হলে যার বয়স বেশি সে ইমাম হবে। কারো কর্তৃত্বাধীন স্থানে তার অনুমতি ভিন্ন অন্য কোনো ব্যক্তি ইমামত করবে না এবং কারো বাড়িতে তার নিজস্ব বসার স্থানে অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কেউ বসবে না। (তিরমিযী হাদীস : ২৩৫)

দু'আ : জীবনের নিরাশার সময় বলবে

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়ালহিক্বনী বিররফীক্বিল আলা

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও। (বুখারী, ৭/১০)

১৬ আগস্ট

কুরআন : বিনয়ী ও নম্রভাবে চলাফেরা করা

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ .وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ .وَ اقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ.

১৭. হে আমার ছেলে! সালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ করতে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এ হল দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

১৮. আর তুমি অহংকারবশত মানুষকে অবহেলা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহংকারকারীকে ভলোবাসেন না।

১৯. আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। তোমার আওয়াজ নিচু কর। বিনা প্রয়োজনে তুমি তোমার আওয়াজকে উঁচু করো না। নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হলো, গাঁধার আওয়াজ।

(৩১-লুকমান : আয়াত-১৭-১৯)

হাদীস : পরিবার-পরিজনের ওপর ব্যয় করা ওয়াজিব

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؓ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উত্তম দান তা-ই, যা দিয়ে মানুষ অভাবমুক্ত থাকে। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে তাদের থেকে শুরু কর। (বুখারী হাদীস : ৫৩৫৬)

দু'আ : মজলিসের মধ্যে পঠিতব্য দু'আ

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

উচ্চারণ : রাব্বিগফীরলী ওয়াতুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত তওয়াবুল গাফূর।

অর্থ : হে আমার রব! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তওবা কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী, ক্ষমাশীল। (তিরমিযী, ২য় খণ্ড,, পৃ: ১৮১)

১৭ আগস্ট

কুরআন : হস্তি বাহিনীর সাথে আল্লাহর আচরণ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ.اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ.وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ.تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ.

১. তুমি কি দেখনি, তোমার মালিক (কা'বা ধ্বংসের জন্য আগত) হাতিওয়ালাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন?
২. তিনি কি (সে সময়) তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেননি?
৩. এবং তিনি তাদের ওপর আবাবীল (ঝাঁকে-ঝাঁকে) পাখী পাঠিয়েছেন।
৪. যে পাখীগুলো এ সুসজ্জিত বাহিনীর ওপর পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করছিল।
৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে জন্তু-জানোয়ারের ভক্ষিত চর্বিত ঘাস-পাতার মতো করে দিলেন। (১০৫-আল ফীল :আয়াত-১- ৫)

হাদীস : রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর পরিবারের অবস্থা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ حَتّٰى قُبِضَ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত একনাগাড়ে তিনদিন পরিতৃপ্তির সাথে আহার করতে পারেননি। (বুখারী হাদীস : ৫৩৭৪)

দু'আ : মজলিসের কাফফারা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

উচ্চারণ : সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাআনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি তোমার প্রশংসার সাথে। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই এবং তোমার দিকে ফিরে যাই।

(তিরমিযী, মিশকাত, পৃঃ ২১৪)

১৮ আগস্ট

কুরআন : প্রকৃত ও সফল মুমিনদের গুণাবলি

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ . الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ . وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ . وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ . وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ . اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ . فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ .

১. অবশ্যই মুমিনরা সফলকাম হয়েছে।
২. যারা তাদের নামাযে বিনয়ী ও ভীত থাকে।
৩. যারা বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে।
৪. যারা যাকাতের ব্যাপারে কর্মতৎপর হয়।
৫. যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।
৬. তাদের স্ত্রীদের ও ডান হাতের অধিকারী দাসীদের কাছে ছাড়া।
৭. এদের ব্যাপারে তাদের দোষ ধরা হবে না।
৮. অবশ্য যারা এর বাইরে আরও কিছু চায় তারাই সীমা লংঘনকারী। যারা তাদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে। (২৩-মু'মিনূন : আয়াত-১-৮)

হাদীস : নিজ পরিবারে গৃহকর্তার কাজকর্ম

عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ ﷺ سَاَلْتُ عَائِشَةَ ﷺ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ فِي مِهْنَةِ اَهْلِهِ فَاِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ خَرَجَ.

অর্থ : আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহে কী কাজ করতেন? তিনি বললেন- তিনি ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন, যখন আযান শুনতেন, তখন বেরিয়ে পড়তেন। (বুখারী হাদীস : ৫৩৬৩)

দু'আ : কুরআন তিলাওয়াত ও মজলিস শেষের দু'আ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ তোমার প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করছি, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তোমার নিকট ক্ষমা ও তওবা প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ : ৪৮৬১)

১৯ আগস্ট

কুরআন : মুমিনরা আল্লাহর শত্রুর সাথে সম্পর্কে রাখে না

اَتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ.

অর্থ : যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে তাদের তুমি কখনো আল্লাহর শত্রুদের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে দেখবে না। হোক না তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও নিকট আত্মীয়। (৫৮-মুজাদালা : আয়াত-২২)

হাদীস : মদ পান করা ও তা থেকে তওবা না করার পরিণাম

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِى الْاٰخِرَةِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ পান করেছে অতঃপর তা থেকে তওবা করেনি, সে আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। (বুখারী হাদীস : ৫৫৭৫)

দু'আ : ঋণ পরিশোধের সময় ঋণদাতার জন্য দু'আ

بَارَكَ اللّٰهُ فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ اِنَّمَا جَزَءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْاَدَاءُ.

উচ্চারণ: বারাকাল্লাহু লাকা ফী আহলিকা ওয়া মালিকা ইন্নামা জাযাউস সালাফিল হামদু ওয়াল আদাউ।

অর্থ : আল্লাহ্ আপনার সম্পদ ও পরিবারবর্গে বরকত দান করুন। আর ঋণদানের বিনিময় হচ্ছে কৃতজ্ঞতা এবং সময় মত নির্ধারিত বিষয় আদায় করা। (ইবনে মাজাহ, পৃ: ১৭৪)

২০ আগস্ট

কুরআন : অহংকার করা নিষেধ

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا .

অর্থ : তুমি পৃথিবীতে অহঙ্কার করে চলো না। নিশ্চয় তুমি জমিনকে ভেদ করতে পারবে না এবং পাহাড়ের উচ্চতায়ও পৌঁছাতে পারবে না।

(১৭-বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩৭)

হাদীস : আহারের পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলা এবং ডান হাত দিয়ে আহার করা

عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ رضي الله عنه قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِطَعَامٍ وَمَعَهُ رَبِيْبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ سَمِّ اللهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ.

অর্থ : আবূ নু'আইম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একদা কিছু খাবার আনা হলো, তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর পোষ্য 'ওমর ইবনে আবূ সালামা। তিনি বললেন- "বিসমিল্লাহ" বল এবং নিজের কাছের দিক থেকে খাও। (বুখারী হাদীস : ৫৩৭৮)

দু'আ : শিরক থেকে বাঁচার দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু ওয়া আসতাগফিরুকা লিমালাআ'লাম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আর অজানা অবস্থায় শিরক হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (ছহীহুল জামে ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৩)

২১ আগস্ট

কুরআন : আল্লাহর রাস্তায় সাহায্য করলে তাঁর বিনিময় অবধারিত

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ .

অর্থ : হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা দান করবেন। (৪৭-মুহাম্মাদ : আয়াত-৭)

হাদীস : আহার ও অন্যান্য কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ طُهُوْرِهٖ وَتَنَعُّلِهٖ وَتَرَجُّلِهٖ وَكَانَ قَالَ بِوَاسِطٍ قَبْلَ هٰذَا فِيْ شَاْنِهٖ كُلِّهٖ.

অর্থ : আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্রতা অর্জন, জুতা পরিধান এবং চুল আঁচড়ানোতে সাধ্যমত ডান দিক থেকে শুরু করতেন।

(বুখারী হাদীস : ৫৩৮০)

দু'আ : বাজারে প্রবেশের দু'আ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ : লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লাশারীকালাহূ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া আলাকুল্লি শাইয়িং কাদীর।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা একমাত্র তাঁর জন্যই। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সকল বিষয়ের কল্যাণ তাঁর হাতেই। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

(তিরমিযী, মিশকাত, পৃ: ২১৪, সনদ ছহীহ)

২২ আগস্ট

কুরআন : অনর্থক বিষয় থেকে দূরে থাকা

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ.

অর্থ : তারা যদি কোনো অর্থহীন উক্তি শুনতে পায় তখন তারা একথা বলে তা হতে আলাদা হয়ে যায়, "আমাদের আমল আমাদের জন্যে, তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে।" (২৮-আল-কাসাস : আয়াত-৫৫)

হাদীস ; মু'মিন এক পেটে খায়

. عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِيْنٍ يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيْرًا فَقَالَ يَا نَافِعُ لَا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

অর্থ : মুহাম্মদ ইবনে বাশশার (রহ.) নাফি (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ততক্ষণ পর্যন্ত আহার করতেন না যতক্ষণ না তাঁর সাথে খাওয়ার জন্য একজন মিসকীনকে ডেকে আনা হতো। একদা আমি তাঁর সাথে বসে খাওয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসলাম। লোকটি খুব অধিক আহার করল। তিনি বললেন- নাফি! এমন মানুষকে আমার কাছে নিয়ে আসবে না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, মু'মিন এক পেটে খায়। আর কাফির সাত পেটে খায়। (বুখারী হাদীস : ৫৩৯৩)

দু'আ : ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য দু'আ

سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

উচ্চারণ : ছুবহানাকা তুবতু ইলাইকা ওয়া আনাআওওয়ালুল মু'মিনীন।

অর্থ : মহিমাময় তুমি! আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং আমি প্রথম বিশ্বাসী। (৭-আ'রাফ-১৪৩)

২৩ আগস্ট

কুরআন : রাসূল ﷺ-এর অনুসরণই হেদায়াত লাভের উপায়

وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ.

অর্থ : যদি তোমরা রাসূলের আনুগত্য কর, তাহলে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে। রাসূলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র দ্বীনের দাওয়াত সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া।

(২৪-নূর : আয়াত-৫৪)

হাদীস : স্ত্রীর জন্য খাদিম এর চেয়ে নফল ইবাদত উত্তম

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ ﷺ اَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْاَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ اَلَا اُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ تُسَبِّحِيْنَ اللهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَتَحْمَدِيْنَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَتُكَبِّرِيْنَ اللهَ اَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ اِحْدَاهُنَّ اَرْبَعٌ وَثَلَاثُوْنَ فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ قِيْلَ وَلَا لَيْلَةَ صِفِّيْنَ قَالَ وَلَا لَيْلَةَ صِفِّيْنَ.

অর্থ : আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহা একটি খাদিম চাইতে নবী ﷺ-এর কাছে আসলেন। তিনি বললেন- আমি কি তোমাকে এর চেয়ে অধিক কল্যাণদায়ক বিষয়ে খবর দিব না? তুমি শয়নকালে তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ' তেত্রিশবার 'আল হামদুলিল্লাহ' এবং চৌত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। পরে সুফইয়ান বলেন, এর মধ্যে যে কোনো একটি চৌত্রিশবার। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন : অতঃপর কখনও আমি এগুলো ছাড়িনি। জিজ্ঞেস করা হলো সিফ্ফীনের রাতেও না? তিনি বললেন, সিফ্ফীনের রাতেও না। (বুখারী হাদীস : ৫৩৬২)

দু'আ : ক্ষমা ও রহমত প্রাপ্তির জন্য দু'আ

رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَلِاَخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বিগফিরলী ওয়ালী আখী ওয়া আদখিলনাফী রাহমাতিকা ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমীন।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে তোমার দয়ায় আশ্রয় দাও, আর দয়ালুদের মধ্যেই তুমিই শ্রেষ্ঠ।

(৭-আ'রাফ : ১৫১)
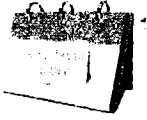
২৪ আগস্ট

কুরআন : কিয়ামতের দিন মানুষ বহুদলে বের হবে

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ . فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ . وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ .

৬. সেদিন [কিয়ামতের দিন] মানুষ দলে দলে বের হবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে।

৭. কেউ অণুপরিমাণ সৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।

৮. এবং কেউ অণুপরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।

(৯৯-যিলযাল : আয়াত-৬-৮)

হাদীস : খাবার পানিতে নিঃশ্বাস ছাড়া এবং ডান হাতে শৌচকার্য না করা

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ وَاِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهٗ بِيَمِيْنِهٖ وَاِذَا تَمَسَّحَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهٖ.

অর্থ : আবদুল্লাহ পিতা আবূ ক্বাতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমাদের কেউ যখন পানি পান করবে সে যেন তখন পানির পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে। আর তোমাদের কেউ যখন প্রস্রাব করে, সে যেন ডান হাতে তার লজ্জাস্থান স্পর্শ না করে এবং তোমাদের কেউ যখন শৌচ কার্য করে তখন সে যেন ডান হাতে তা না করে। (বুখারী হাদীস : ৫৬৩০)

দু'আ : তওবা ও ক্ষমার জন্য দু'আ

اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ.

উচ্চারণ : আনতা ওয়ালিয়্যুনা ফাগফিরলানা ওয়ারহামনা ওয়া আনতা খাইরুল গাফিরীন।

অর্থ : তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদের ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ।

(৭-আ'রাফ : ১৫৫)

২৫ আগস্ট

কুরআন : মানুষের ওপর আল্লাহ্ খবরদার ও ক্ষমতাবান

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ . اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ . يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا . اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ .

৪. অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শ্রম-নির্ভর করে।

৫. সে কি মনে করে যে, কখনো তার ওপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না?

৬. সে বলে : আমি রাশি রাশি অর্থ উড়িয়ে দিয়েছি।

৭. সে কি ধারণা করে যে, তাকে কেউই দেখছে না? (১০- বালাদ : আয়াত-৪- ৭)

হাদীস : দুই কিংবা তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা

عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ كَانَ اَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الْاِنَاءِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا وَزَعَمَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا.

অর্থ : সুমামাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর নিয়ম ছিল, তিনি দুই কিংবা তিন নিঃশ্বাসে পাত্র হতে পানি পান করতেন। তিনি মনে করতেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন।

(বুখারী হাদীস : ৫৬৩১)

দু'আ : দুনিয়া ও পরকালে কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য দু'আ

وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ.

উচ্চারণ : ওয়াকতুব লানাফী হাযিহিদ্দুনইয়া হাছানাতাও ওয়াফিল আখিরাতি ইন্না হুদনা ইলাইকা

অর্থ : আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নির্ধারিত কর, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করছি। (৪-আ'রাফ : ১৫৬)

২৬ আগষ্ট

কুরআন : কিয়ামতের দিন কিছু মুখ উজ্জ্বল এবং কিছু কালো হবে

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۚ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ.

অর্থ : সে [কিয়ামতের] দিন [নিজেদের নেক আমল দেখে] কিছু সংখ্যক চেহারা শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে যাবে, আবার কিছু লোকের চেহারা [ব্যর্থতার নথিপত্র দেখার পর] কালো [ও বিশ্রী] হয়ে পড়বে, সুতরাং যাদের মুখ [সেদিন] কালো হয়ে যাবে [তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে], ঈমানের [নিয়ামত পাওয়ার] পরও কি তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে? অতঃপর তোমরা নিজেদের কুফরীর প্রতিফল [হিসাবে] এ আযাব উপভোগ করতে থাকো। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-১০৬)

হাদীস : রোগ গুনাহের কাফফারা ও ক্ষতিপূরণ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا اَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে কষ্ট ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফুটে, এ সবের মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। (বুখারী হাদীস : আয়াত-৫৬৪১-৫৬৪২)

দু'আ : আল্লাহর ওপর ভরসা করার দু'আ

اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

উচ্চারণ : ইন্নী তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি রাব্বী ওয়া রাব্বিকুম মামিন দাব বাতিন ইল্লাহুওয়া আখিযুন বিনাছিয়াতিহা ইন্না রাব্বী আলা চিরাত্বিম মুছতাক্বীম।

অর্থ : আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ওপর, এমন কোনো জীব-জন্তু নেই যে তার পূর্ণ আয়ত্ত্বাধীন নয়। আমার প্রতিপালক সরল পথে আছেন। (১১-হূদ : ৫৬)

২৭ আগষ্ট

কুরআন : মদ ও জুয়ায় উপকারের তুলনায় ক্ষতি বেশি

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَ اِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ .

অর্থ : মাদক দ্রব্য ও জুয়া খেলা সম্বন্ধে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল – এ দু'টোর মধ্যে গুরুতর পাপ রয়েছে এবং কোনো কোনো লোকের (কিছু) উপকার আছে। কিন্তু ও দু'টোর লাভ অপেক্ষা পাপই গুরুতর। তারা তোমাকে (আরও) জিজ্ঞেস করছে, তারা কি (পরিমাণ) ব্যয় করবে? তুমি বল – যা তোমাদের উদ্বৃত্ত। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলি ব্যক্ত করেন যেন তোমরা চিন্তা করে দেখ। (২-আল বাকারা : আয়াত-২১৯)

হাদীস : আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে দুঃখে-কষ্টে পতিত করেন।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করেন তাকে তিনি দুঃখ-কষ্টে পতিত করেন।

(বুখারী হাদীস : ৫৬৪৫)

দু'আ : সংশোধনের জন্য তাওফীক কামনার দু'আ

اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلاَّ بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ.

উচ্চারণ: ইন উরীদু ইল্লাল ইছলাহা মাছতাত্বাতু ওয়ামাতাওফীক্বী ইল্লাবিল্লাহি আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব।

অর্থ : আমি আমার সাধ্যমত সংস্কার করতে চাই। আমার কার্যসাধন তো আল্লাহরই সাহায্যে, আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি এবং তাঁরই অভিমুখী।

(১১-হূদ : ৮৮)

২৮ আগস্ট

কুরআন : মারাত্মক গুনা ক্ষমা হয় তওবা দ্বারা

وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۚ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ .

অর্থ : এবং যখন কেউ অশ্লীল কাজ করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে অতঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ ব্যতীত কে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা করছে, সে ব্যাপারে জেনে শুনে হঠকারিতা করে না। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-১৩৫)

হাদীস : রোগাক্রান্ত হলে গুনাহ ঝরে যায়

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ وَهُوَ يُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا وَقُلْتُ اِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا قُلْتُ اِنَّ ذَاكَ بِاَنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ قَالَ اَجَلْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى اِلَّا حَاتَّ اللّٰهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ .

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর কাছে গেলাম। এ সময় তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললাম- নিশ্চয় আপনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। আমি এও বললাম যে, এটা এজন্য যে, আপনার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব। তিনি বললেন- হ্যাঁ। যে কেউ রোগাক্রান্ত হয়, তা থেকে গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে যায়, যেভাবে গাছ হতে তার পাতাগুলো ঝরে যায়। (বুখারী হাদীস : ৫৬৪৭)

দু'আ : বিপদ-মছিবতে ধৈর্য ধারণ করার দু'আ

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ .

উচ্চারণ: ফাছাবরুন জ্বামীলুন অল্লাহুল মুছতাআনু আ'লা মাতাছিফুন।

অর্থ : সূতরাং পূর্ণ ধৈর্য ধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যের স্থল। (১২-ইউসুফ : ১৮)
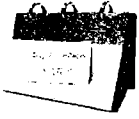
২৯ আগস্ট

কুরআন : সীমালঙ্ঘনের পর তওবা করলে মাগফিরাত পাওয়া যাবে

فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

অর্থ : অনন্তর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করার পর (চুরি করার পর) তওবা করে নেয় এবং আমলকে সংশোধন করে নেয়, তাহলে আল্লাহ তার প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি বর্ষণ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

(৫-আল মায়িদা : আয়াত-৩৯)

হাদীস : মৃত্যু কামনা করা নিষেধ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهُ فَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমাদের কেউ দুঃখ কষ্টে পতিত হবার কারণে যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি কিছু করতেই চায়, তা হলে সে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখ, যতদিন আমার জন্য বেঁচে থাকা কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দাও, যখন আমার জন্য মরে যাওয়া কল্যাণকর হয়। (বুখারী হাদীস : ৫৬৭১)

দু'আ : আল্লাহর আদেশে বিজয়ের জন্য দু'আ

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰۤى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

উচ্চারণ : ওয়াল্লাহি গালিবুন আ'লাআমরিহী ওয়ালা কিন্না আকছারান্নাছি লা ইয়া'লামুন।

অর্থ : আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (১২-ইউসুফ : ২১)

৩০ আগস্ট

কুরআন : মদ, জুয়া, মূর্তি লটারীর তীর হারাম

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এ সব গর্হিত বিষয়। এটা শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়। (৫-আল মায়িদা : আয়াত-৯০)

হাদীস : দুনিয়ার আগুন জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের একভাগ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا.

অর্থ : আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। বলা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল।' তিনি বললেন, 'দুনিয়ার আগুনের ওপর জাহান্নামের আগুনের তাপ আরো উনসত্তর গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক অংশে তার সমপরিমাণ উত্তাপ রয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১০, হাদীস ৩২৬৫; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১২, হাদীস ২৮৪৩)

দু'আ : সন্তানাদি হেফাযতের দু'আ

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ.

উচ্চারণ : ফাল্লাহু খাইরুন হাফিজাও ওয়াহুওয়া আরহামুর রাহিমীন।

অর্থ : আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

(১২-ইউসুফ : ৬৪)

৩১ আগস্ট

কুরআন : আল্লাহ অহংকারীকে ভালবাসেন না

لَاجَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ.

অর্থ : এটা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে; তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (১৬-আন নাহল : আয়াত-২৩)

হাদীস : মহিলাদের কানের দুল ও হাতের কংকন সদকা করা

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ اَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِى الْقُلْبَ وَالْخُرْصَ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ঈদের দিন বের হলেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন, এর আগে ও পরে কোনো সালাত আদায় করেননি। এরপর তিনি বিলাল ﷺকে সাথে নিয়ে মহিলাদের কাছে গেলেন। তাদের উপদেশ দিলেন এবং সদকা করার নির্দেশ দিলেন। তখন মহিলাগণ কানের দুল ও হাতের কংকন ছুঁড়ে মারতে লাগলেন। (বুখারী হাদীস : ১৪৩১)

দু'আ : বিপদ-আপদে ধৈর্য ও আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের দু'আ

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

উচ্চারণ : ফাছাবরুন জ্বামীলুন আ'ছাল্লাহু আন ইয়াতিয়ানী বিহিম জ্বামীআন ইন্নাহু হুওয়াল আ'লীমুল হাকীম।

অর্থ : সূতরাং পূর্ণ ধৈর্য-ধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়, হয়তো আল্লাহ তাদের এক সাথে আমার নিকট এনে দেবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১২-ইউসুফ : ৮৩)

৯. সেপ্টেম্বর

০১ সেপ্টেম্বর

কুরআন : তওবা কবুল হওয়ার শর্ত

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

অর্থ : আল্লাহর কাছে তাদের তওবাই সত্যিকারের তওবা যারা অজ্ঞতাবশত খারাপ কাজ করার সাথে সাথেই তওবা করে। আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন। আল্লাহতো মহাজ্ঞানী ও হেকমতওয়ালা। (৪-আন নিসা : আয়াত-১৭)

হাদীস : জ্বর হলো জাহান্নামের উত্তাপ

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- জ্বর হয় জাহান্নামের তাপ থেকে। কাজেই তোমরা পানি দিয়ে তা ঠাণ্ডা কর।

(বুখারী হাদীস : ৩২৬৩)

দু'আ : দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করার দু'আ

اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

উচ্চারণ : ইন্নামা আশকু বাছছী ওয়া হুযনি-ইলাল্লা-হ অআ'লামু মিনাল্লাহি মালাতা'লামুন।

অর্থ : আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি এবং আমি আল্লাহর নিকট থেকে জানি যা তোমরা জান না।

(১২-ইউসুফ : ৮৬)

০২ সেপ্টেম্বর

কুরআন : স্বীয় সন্তানকে লুকমান (আ)-এর উপদেশ

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

অর্থ : সালাত কায়েম কর, ভালো কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ কর এবং আপদে বিপদে ধৈর্যধারণ কর, এটাই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (৩১-লুকমান : আয়াত-১৭)

হাদীস : পুরুষ নারীর বেশ ধারণ এবং নারী পুরুষের বেশ ধারণ করা নিষেধ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ সব পুরুষকে লা'নত করেছেন যারা নারীর বেশ ধরে এবং ঐসব নারীকে ও যারা পুরুষের বেশ ধরে। (বুখারী হাদীস : ৫৮৮৫)

দু'আ : ইসলামের ওপর মৃত্যু ও নেককার লোকদের সাথে একত্রিত হওয়ার দু'আ

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ

উচ্চারণ : ফাত্বিরাছ ছামাওয়াতি অল আরদ্বি আনতা অলিয়্যীফিদদুনইয়া ওয়াল আখিরাতি তাওয়াফ্ফানী মুছলিমাও ওয়া আলহিক্বনী বিছছালিহীন।

অর্থ : হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে আত্মসর্মপণকারীর মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়দের অন্তর্ভুক্ত কর। (১২-ইউসুফ : ১০১)

০৩ সেপ্টেম্বর

কুরআন : আশ্রয় যদি মুশরিকও চায়, দিতে হবে

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ.

অর্থ : মুশরিকদের মধ্যে কেহ যদি তোমার নিকট আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দান কর- যেন সে আল্লাহর কালাম শুনবার সুযোগ লাভ করতে পারে।

(৯-তওবা : আয়াত-৬)

হাদীস : অহংকারের সাথে টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়া কবিরা গুনাহ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَحَدَ شِقَّيْ اِزَارِيْ يَسْتَرْخِيْ اِلَّا اَنْ اَتَعَاهَدَ ذٰلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকার বশত নিজের পোশাক ঝুলিয়ে চলবে, আল্লাহ তার প্রতি ক্বিয়ামতের দিন (দয়ার) দৃষ্টি দিবেন না। তখন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমার লুঙ্গির এক পাশ ঝুলে থাকে, আমি তাতে গিরা না দিলে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : যারা অহঙ্কার বশত এমন করে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। (বুখারী হাদীস : ৫৭৮৪)

দু'আ : নিরাপত্তার জন্য দু'আ

رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ.

উচ্চারণঃ রাব্বানা-ইন্নাকা তা'লামু মা-নুখফী অমা-নু'লিনু অমা-ইয়াখফা-আ'লাল্লা-হি মিন শাইইন ফিল আরদ্বি অলা-ফিছ্ছামা-ই।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি জান যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি, আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না। (১৪-ইবরাহীম : ৩৮)

০৪ সেপ্টেম্বর

কুরআন : আল্লাহ্ সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা কোনো ব্যক্তির ওপর তার শক্তির অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপান না, সে যা কিছু (নেকী) অর্জন করেছে তার জন্য তার সওয়াব হবে, আর যা কিছু (পাপ) অর্জন করবে এর শাস্তিও তার ওপর হবে।

(২-আল বাকারা : আয়াত-২৮৬)

হাদীস : মাতা-পিতার জন্য ক্ষমা চাওয়ার ফযীলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ اَنّٰى لِىْ هٰذِهٖ فَيَقُوْلُ : بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার কোনো নেককার বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। বান্দা তখন বলবে, হে আমার প্রভু আমার জন্য এসব কোথা থেকে কী কারণে এল? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে। (ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেছেন : হাদীস : ১০৬১১)

দু'আ : সত্য পথের সন্ধানের জন্য দু'আ

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا.

উচ্চারণ : রাব্বানা আতিনা মিল্লাদুনকা রাহমাতাও ওয়া হায়্যিলানা মিন আমরিনা রাশাদা।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজে থেকে আমাদের অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।

(১৮-আল-কাহফ : ১০)

০৫ সেপ্টেম্বর

কুরআন : অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট

وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا .

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (৬৫-তালাক : আয়াত-৩)

হাদীস : নাভির নিচের পশম কাটা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা ও গোঁফ খাটো করা

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ اَلْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ফিতরাত (অর্থাৎ মানুষের জন্মগত স্বভাব) পাঁচটি :

১. খাত্না করা,
২. ক্ষুর ব্যবহার করা (নাভির নিম্নে),
৩. বগলের পশম উপড়ে ফেলা,
৪. নখ কাটা ও
৫. গোঁফ খাটো করা। (বুখারী হাদীস : ৫৮৮৯)

দু'আ : মুশরিকদের থেকে দূরে থাকার দু'আ

رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا.

উচ্চারণ : রাব্বুনা রাব্বুছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি লান নাদউওয়া মিন দুনিহী ইলাহান লাক্বাদ কুলনাইযা শাত্বাত্বা।

অর্থ : আমাদের প্রতিপালক আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক! আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোনো উপাস্যকে আহ্বান করব না, যদি করি তবে তা অতিশয় গর্হিত হবে। (১৮-আল-কাহফ : ১৪)

০৬ সেপ্টেম্বর

কুরআন : দুঃখের সাথে আছে সুখ

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا .اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ . وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ.

৫. কষ্টের সাথেই তো রয়েছে স্বস্তি ।
৬. অবশ্যই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি ।
৭. অতএব যখনই অবসর পাও সাধনা কর ।
৮. এবং তোমার রবের প্রতি মনোনিবেশ কর । (৯৪-ইনশিরাহ : আয়াত-৫-৮)

হাদীস : বান্দা আল্লাহর দিকে আসলে আল্লাহও তার দিকে আসেন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَا ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلَا خَيْرٍ مِنْهُمْ وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَاِنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি সেরূপই, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা পোষণ করে থাকে । আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে । যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি । আর যদি সে লোক-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি । যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যদি সে আমার দিকে এক বাহু অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দু'বাহু অগ্রসর হই । আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই । (বুখারী : হাদীস ৭৪০৫)

দু'আ : কল্যাণকর কাজের সন্ধানের জন্য দু'আ

عَسٰى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّىْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا.

উচ্চারণ : আছা আইইয়াহ দিয়ানি রাব্বি লাআক্বরাবা মিনহাযা রাশাদা ।

অর্থ : সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে গুহাবাসীর বিবরণ অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন । (৪৬-আহকাফ : ২৪)

০৭ সেপ্টেম্বর

কুরআন : আল্লাহ্ শিরক ছাড়া অন্য গুনা ক্ষমা করেন

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا.

অর্থ : আল্লাহর সাথে শিরক করলে তিনি তা কখনও ক্ষমা করবেন না। শিরক ছাড়া অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন। যে কেহ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে। (৪-আন নিসা : আয়াত-৪৮)

হাদীস : আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খাদেম ছিলেন

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِيْنَةَ اَخَذَ اَبُوْ طَلْحَةَ بِيَدِىْ فَانْطَلَقَ بِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَوَاللّٰهِ مَا قَالَ لِىْ لِشَىْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا هٰكَذَا وَلَا لِشَىْءٍ لَمْ اَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هٰذَا هٰكَذَا.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করলেন, তখন আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার হাতে ধরে আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আনাস একজন সতর্কবান ছেলে। সে যেন আপনার খেদমত করে। আনাস (রা) বলেন, আমি মুকীম এবং সফরকালে তাঁর খেদমত করেছি। আল্লাহর শপথ! যে কাজ আমি করে নিয়েছি এর জন্য তিনি আমাকে কোনো দিন এ কথা বলেননি, এটা এরূপ কেন করেছ? আর যে কাজ আমি করিনি এর জন্যও এ কথা বলেননি, এটা এরূপ কেন করনি? (সহীহ বুখারী : হাদীস ৬৯১১)

দু'আ : নিজের অবস্থান থেকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার দু'আ

مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ.

উচ্চারণ : মা মাক্কান্নী ফীহি রাব্বী খাইরুন।

অর্থ : আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট।

(১৮-আল-কাহফ : ৯৫)

০৮ সেপ্টেম্বর

কুরআন : আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের পথ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا

অর্থ : অতএব যে ব্যক্তি তার রবের সাথে সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে সে যেন নিষ্ঠার সাথে সৎকর্ম সম্পাদন করতে থাকে, আর তার রবের দাসত্ব ইবাদত-বন্দেগীতে যেন অপর কাউকেও শরীক না করে।

(১৮-কাহাফ : আয়াত- ১১০)

হাদীস : যে ঘরে জীবের ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না

عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيْرُ.

অর্থ : আবূ ত্বালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ফেরেশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর থাকে এবং ঐ ঘরেও না, যে ঘরে ছবি থাকে। (বুখারী হাদীস : ৫৯৪৯)

দু'আ : কোনো ভালো কাজ করার জন্য আল্লাহর তাওফীক কামনার দু'আ

هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا

উচ্চারণ : হাযা রাহমাতুম মির রাব্বী ফাইযা জ্বাআ ওয়া'দু রাব্বী জ্বাআলাহু দাক্কাআ ওয়াকানা ওয়াদু রাব্বী হাক্কা।

অর্থ : এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি তাকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। (৪৬-আহকাফ : ৯৮)

০৯ সেপ্টেম্বর

কুরআন : আল্লাহ্ই একমাত্র সাহায্যকারী

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ .

অর্থ : আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাকে ডাকছ তারা তোমাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়; বরং নিজের সাহায্যেও অক্ষম। (৭-আল আরাফ : আয়াত-১৯৭)

হাদীস ; পিতা-মাতার নাফরমানী করা কবীরা গুনাহ

عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَوَاْدَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ.

অর্থ : সা'দ ইবনে হাফ্স রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর হারাম করেছেন, মা-বাপের নাফরমানী করা, প্রাপকের প্রাপ্য আটকে রাখা, যে জিনিস গ্রহণ করা তোমাদের জন্য ঠিক নয় তা তলব করা এবং কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দেয়া। আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন গল্প-গুজব করা, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা ও সম্পদ অপচয় করা। (বুখারী হাদীস : ৫৯৭৫)

দু'আ : নেককার সন্তান লাভের জন্য দু'আ

رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا.

উচ্চারণঃ রাব্বি ইন্নী-অহনাল আ'জমু মিন্নী-ওয়াশতাআ'লার রা'ছু শাইবাও ওয়ালাম আকুম বিদুআইকা রাব্বি শাক্বিয়্যা।

অর্থ : হে প্রভু আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে, হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করে আমি কখনও ব্যর্থ হইনি। (১৯-মারইয়াম : ৪)

১০ সেপ্টেম্বর

কুরআন : কল্যাণ ও ক্ষতি করার মালিক আল্লাহ

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

অর্থ : আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো ক্ষতি বা বিপদ দেন, তবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই দূর করতে পারবে না। আর তিনিই যদি তোমার প্রতি কোনো কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে দানকে প্রত্যাহার করতে পারে এমন কেউ নেই। তবে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান কল্যাণ দেন, তিনিই ক্ষমা দানকারী, করুণাময়। (১০-ইউনুস : আয়াত-১০৭)

হাদীস : রক্ত সম্পর্ক রক্ষা করলে রিযক বৃদ্ধি পায়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُّبْسَطَ لَهٗ فِىْ رِزْقِهٖ وَاَنْ يُّنْسَاَ لَهٗ فِىْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যে লোক তার জীবিকা প্রশস্ত করতে এবং আয়ু বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে। (বুখারী হাদীস : ৫৯৮৫)

দু'আ : অত্যাচারের আশংকার সময়ের দু'আ

رَبَّنَاۤ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَاۤ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى.

উচ্চারণ : রাব্বানা ইন্নানা নাখাফু আই ইয়াপ রুত্বা আ'লাইনাআও আই ইয়াত্বগা।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করি, সে আমাদের যাওয়া মাত্রই শাস্তি দেবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালঙ্ঘন করবে। (২০-ত্বহা : ৪৫)

১১ সেপ্টেম্বর

কুরআন : গায়েবের চাবিকাঠি শুধু আল্লাহর হাতে

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ.

অর্থ : সমস্ত গায়েবের চাবিকাঠি তাঁরই (আল্লাহর) নিকট, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। (৬-আল আন'আম : আয়াত-৫৯)

হাদীস : মানুষ ও জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন

عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رضي الله عنه يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عُضْوًا تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ جَسَدِهٖ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى.

অর্থ : নু'মান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মু'মিনদের একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ নেয়।

(বুখারী হাদীস : ৬০১১)

দু'আ : অহংকারীদের সামনে আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়

رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى.

উচ্চারণ : রাব্বনাল্লাযী আ'ত্বোয়া কুল্লা শাইয়িন খালক্বাহু ছুম্মা হাদা।

অর্থ : আমার প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন এবং তার প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন। (২০-ত্বহা : ৫০)

১২ সেপ্টেম্বর

কুরআন : মূর্তিগুলো কিছুই শোনে না

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ - اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ .

১৩. আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যারই নিকট দু'আ বা প্রার্থনা কর, তাদের কেউই একবিন্দু জিনিসেরও মালিকও নয়।

১৪. তাদেরকে ডাকলে তারা তো তোমাদের দু'আ শুনতে পায় না, শুনলেও তোমাদেরকে কোনো জবাব দিতে পারে না। (৩৫-ফাতির : আয়াত-১৩-১৪)

হাদীস : কথা বললে ভালো কথা বলা অথবা চুপ থাকা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও আখিরাতের দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে জ্বালাতন না করে। যে লোক আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে, অথবা চুপ থাকে। (বুখারী হাদীস : ৬০১৮)

দু'আ : বালা মুসিবত থেকে মুক্তির দু'আ

اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ.

উচ্চারণ : আন্নী মাছছানিয়াদ্দুররু ওয়াআনতা আরহামুর রাহীমিন।

অর্থ: আমি দুঃখে কষ্টে পড়েছি, তুমিতো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

(২১-আম্বিয়া : ৮৩)

১৩ সেপ্টেম্বর

কুরআন : ভ্রান্ত ইলাহ তো নিজেরাই সৃষ্ট বস্তু

وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّ هُمْ يُخْلَقُوْنَ وَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّ لَا نُشُوْرًا.

অর্থ : আর তারা তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে অন্যদেরকে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না; বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট এবং ওরা নিজেদের অপকার অথবা উপকার কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না, এবং মৃত্যু, জীবন ও পুনরুত্থানের ওপরও কোনো ক্ষমতা রাখে না।

(২৫-আল ফুরকান : আয়াত-৩)

হাদীস : আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশে ভালবাসা

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَجِدُ اَحَدٌ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ حَتّٰى يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَحَتّٰى اَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ وَحَتّٰى يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- কোনো ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ না সে কোনো মানুষকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসবে, আর যতক্ষণ না সে যে কুফরী থেকে আল্লাহ তাকে উদ্ধার করেছেন, তার দিকে ফিরে যাবার চেয়ে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অধিক প্রিয় মনে না করবে, এবং যতক্ষণ না আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে অন্য সব কিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় না হবেন। (বুখারী হাদীস : ৬০৪১)

দু'আ : কাপড় খুলে রাখার সময় দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি। (তিরমিযী সনদ সহীহ, হিছনুল মুসলিম, পৃ:১৩)

১৪ সেপ্টেম্বর

কুরআন : শিরকীর জন্য কঠিন শাস্তি

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ - وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ.

২১৩. তুমি অন্য কোনো ইলাহকে আল্লাহর সাথে ডাকবে না, ডাকলে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে ।

২১৪. তোমার নিকট-আত্মীয়দের সতর্ক করে দাও ।

(২৬-আশ শুআ'রা : আয়াত-২১৩-২১৪)

হাদীস : কাউকে কাফির বলা যাবে না

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ ﷺ اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَرْمِيْ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوْقِ وَلَا يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ اِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهٗ كَذٰلِكَ.

অর্থ : আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একজন অপর জনকে ফাসিক বলে যেন গালি না দেয় এবং একজন অন্যজনকে কাফির বলে অপবাদ না দেয় । কেননা, অপরজন যদি তা না হয়, তবে সে অপবাদ তার নিজের ওপরই আপতিত হবে । (বুখারী হাদীস : ৬০৪৫)

দু'আ : জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার দু'আ

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا - اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا.

উচ্চারণ: রাব্বানাছরিফ আন্না আজাবা জাহান্নামা, ইন্না আজাবাহা কানা গ্বারামা । ইন্নাহা ছাআৎ মুস্তাক্বাররাউ ওয়া মুক্বামা

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি নিবৃত্ত কর, জাহান্নামের শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ । আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট । (২৫-আল-ফুরকান : ৬৫-৬৬)

১৫ সেপ্টেম্বর

কুরআন : আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনো বিপদ আসে না

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ مَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۚ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .

অর্থ : আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো বিপদই আপতিত হয় না এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। (৬৪-আত্ তাগাবুন : আয়াত-১১)

হাদীস : চোগলখোর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না

عَنْ حُذَيْفَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

অর্থ : হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বললেন- আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, চোগলখোর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(বুখারী হাদীস : ৬০৫৬)

দু'আ : নেককার স্ত্রী, সন্তানাদি ও তাকওয়া অর্জনের জন্য দু'আ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا .

উচ্চারণ: রাব্বানা হাব লানা মিন আযওয়াজিনা ওয়া যুররিইয়াতিনা কুররাতা আ'ইউনিন ওয়াজ্আলনা লিল মুত্তাক্বীনা ইমামা।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কর এবং আমাদের মুত্তাকীনদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।

(২৬-আল-ফুরকান : ৭৪)
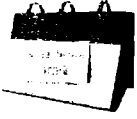
১৬ সেপ্টেম্বর

কুরআন : মুমিনরা আল্লাহর উপরই নির্ভর করে

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ .

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই; সুতরাং মু'মিনরা যেন আল্লাহর ওপরই নির্ভর করে। (৬৪-আত্ তাগাবুন : আয়াত-১৩)

হাদীস : বিদআত করার পরিণাম

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيُرْفَعَنَّ مَعِيْ رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُوْنِيْ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اَصْحَابِيْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ.

অর্থ : আব্দুলাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) সূত্রে নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের আগে পৃথকভাবে হাউযে কাউসারের নিকট গিয়ে পৌঁছব। আর (ঐ সময়) তোমাদের কিছু সংখ্যক লোককে নিঃসন্দেহে আমার সামনে উঠানো হবে। আবার আমার সামনে তাদেরকে হাউয থেকে নেয়া হবে। তখন আমি বলব- হে আমার প্রভু! এরা তো আমার উম্মত। তখন বলা হবে, তোমার পরে এরা কী কীর্তি করেছে তাতো তুমি জান না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ৬৫৭৬)

দু'আ : বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের অধিকারী হওয়ার দু'আ

وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ.

উচ্চারণ : ওয়ালা তুখজিনী ইয়াউমা ইউবআছুন। ইয়াউমা লা ইয়ানফাউ মালুও ওয়ালা বানুন। ইল্লা মান আতাল্লাহা বিকালবিন ছালীম।

অর্থ : আমাকে পুনরুত্থান দিবসে লাঞ্ছিত করো না। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি কোনো কাজে আসবে না। উপকৃত হবে কেবল সে যে আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে আসবে। (২৬-আশ শুয়ারা-৮৭-৮৯)

১৭ সেপ্টেম্বর

কুরআন : আল্লাহ ছাড়া কেউই বিপদ দূর করে না

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ : যদি আল্লাহ কারও ক্ষতি সাধন করেন তাহলে তিনি ছাড়া সেই ক্ষতি দূর করার আর কেউ নেই, আর যদি তিনি কারও কল্যাণ করেন, (তাহলে আল্লাহ সেটাও করতে পারেন) কেননা, তিনি সমস্ত কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (৬-আন'আম : আয়াত-১৭)

হাদীস : লাইলাতুল কদরের সময় নির্দিষ্ট না থাকার কারণ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُخْبِرَ النَّاسَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَرَجْتُ لِاُخْبِرَكُمْ فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَاِنَّهَا رُفِعَتْ وَعَسَى اَنْ يَكُوْنَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوْهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ.

অর্থ : উবাদাহ ইবনে সামিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের 'লাইলাতুল কাদ্‌র' সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য বের হলেন। তখন দু'জন মুসলিম ঝগড়া করছিলেন। নবী ﷺ বললেন : আমি 'লাইলাতুল কাদ্‌র' সম্পর্কে তোমাদের খবর দিতে বেরিয়ে এসেছিলাম। এ সময় অমুক, অমুক ঝগড়া করছিল। এজন্য ঐ খবরের 'ইল্‌ম' আমার থেকে তুলে নেয়া হয়েছে। এটা হয়ত তোমাদের জন্য ভালোই হবে। অতএব তোমরা তা রমযানের শেষ দশকের নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে খোঁজ করবে। (বুখারী হাদীস : ৬০৪৯)

দু'আ : পত্রের শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখা ও বরকত হাসিলের জন্য দুআ

وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ.

উচ্চারণ: ওয়াইন্নাহু বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লা তা'লু আলাইয়্যা অ'তুনী মুছলিমীন।

অর্থ : "অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আমার অবাধ্য হয়ো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও। (২৭-আন-নামল : ৩০-৩১)

১৮ সেপ্টেম্বর

কুরআন : ইসলাম পরিপূর্ণ ও আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

অর্থ : আজকের দিনে তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম (মনোনীত করলাম)। (৫-মায়িদা : আয়াত-৩)

হাদীস : নিজে পরিশ্রম করে আয় করা অন্যের কাছে চাওয়া হতে উত্তম

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَاَنْ يَأْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهٗ فَيَحْتَطِبَ عَلٰى ظَهْرِهٖ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْاَلَهٗ اَعْطَاهُ اَوْ مَنَعَهٗ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যার হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার কসম! তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে করে বয়ে আনা, কোনো লোকের কাছে এসে চাওয়া অপেক্ষা অনেক ভালো, চাই সে দিক বা না দিক। (বুখারী হাদীস : ১৪৭০)

দু'আ : বিপদ ও দুশ্চিন্তায় পড়াকালে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মিওয়াল হুযানি ওয়াল আজযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি ওয়ালজুবনি ওয়াদালা ইদদাইনি ওয়া গালাবাতির রিজালে।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সকল চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে, অধিক ঋণ থেকে ও দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে। (বুখারী-ফাতহুল বারী-১১/১৭৩)

১৯ সেপ্টেম্বর

কুরআন : প্রকৃত মুমিনের নিশ্চিত বিজয়

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : নিরুৎসাহ হয়ো না, এবং দুঃখ কর না। তোমরাই জয়ী হবে, যদি তোমরা মু'মিন হও। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-১৩৯)

হাদীস : দু'মুখো লোক সম্পর্কিত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَأْتِيْ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামতের দিন তুমি আল্লাহর কাছে ঐ লোককে সব থেকে খারাপ পাবে, যে দু'মুখো। সে এদের সম্মুখে এক রূপ নিয়ে আসতো, আর ওদের সম্মুখে অন্য রূপে যেত। (বুখারী হাদীস : ৬০৫৮)

দু'আ : শক্তিধর ব্যক্তির অত্যাচারের আশংকায় পঠিত দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَاَحْزَابِهٖ مِنْ خَلَائِقِكَ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ اَحَدٌ مِنْهُمْ اَوْ يَطْغٰى عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতিস সাবঈ, ওয়া রাব্বাল আরশিল আযীম। কুনলী জারান মিন ফুলানিবনি ফুলানিন, ওয়া আহযাবিহী মিন খালা ইক্বিকা, আইয়্যাফরুত্বা আলাইয়্যা আহাদুম মিনহুম আউ ইয়াত্বগা, আযযা জা-রুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়ালা ইলাহা ইল্লা আনতা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি সপ্ত আকাশমণ্ডলীর প্রভু! মহামহীয়ান আরশের প্রতিপালক! অমুকের ছেলে অমুকের অনিষ্ট হতে তুমি আমার পড়শী হয়ে যাও, তোমার সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য তুমি যথেষ্ট যে, কেউ আমার ওপর অন্যায় অত্যাচার করবে, তোমার পড়শীত্ব মহাপরাক্রমশালী, তোমার প্রশংসা অতি মহান। আর তুমি ছাড়া সত্যিকারের প্রভু কেউ নেই।

(বুখারী আল-আদাব আল-মুফরাদ-৭০৭; আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)
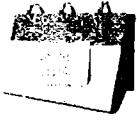
২০ সেপ্টেম্বর

কুরআন : সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত যারা

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا - اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا.

১০৩. (হে নবী!) তাদেরকে বলুন, আমি কি তোমাদেরকে জানাব যে, আমলের দিক দিয়ে কারা সবচেয়ে বেশি ব্যর্থ?

১০৪. (তারা হলো ঐসব লোক) দুনিয়ার জীবনে যাদের সকল চেষ্টা-সাধনা ভুল পথে চলেছে এবং তারা মনে করে, তারা সব কিছু ঠিকই করছে।

(১৮-আল কাহ্ফ : আয়াত-১০৩-১০৪)

হাদীস : অন্যের দোষ সন্ধান করা ও হিংসা করা করা নিষেধ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমরা ধারণা করা থেকে বিরত থাক। ধারণা বড় মিথ্যা ব্যাপার। তোমরা দোষ সন্ধান কর না, গোয়েন্দাগিরি কর না, পরস্পর হিংসা পোষণ কর না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ কর না এবং পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ো না; বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও। (বুখারী হাদীস : ৬০৬৪)

দু'আ : কঠিন কাজে পতিত ব্যক্তির জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ اِذَا شِئْتَ سَهْلًا.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মাজা আলতাহু সাহলান ওয়া আনতা তাজআলুল হুজনি ইযা শি'তা সাহলান।

অর্থ : হে আল্লাহ! কোনো কাজই সহজসাধ্য নয় তুমি যা সহজসাধ্য করনি, যখন তুমি ইচ্ছা কর দুশ্চিন্তাকেও সহজসাধ্য (তথা দূর) করতে পার।

(ইবনে হিব্বান-২৪২৭, ইবনে সুন্নী)

২১ সেপ্টেম্বর

কুরআন : চোখ, কান ও অন্তর জিজ্ঞাসিত হবে

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا .

অর্থ : যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুট না। নিশ্চয় তোমার কান, চোখ ও বিবেক সবকিছু (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে।

(১৭-বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩৬)

হাদীস : নিজের দোষ গোপন রাখলে আল্লাহও তা গোপন রাখবেন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ اُمَّتِىْ مُعَافًى اِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ وَاِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ اَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, আমার সকল উম্মাতকে মাফ করা হবে, তবে প্রকাশকারী ব্যতীত। আর নিশ্চয় এ বড়ই অন্যায় যে, কোনো লোক রাতের বেলা অপরাধ করল যা আল্লাহ্ গোপন রাখলেন। কিন্তু সে সকাল হলে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত কাটাল যে, আল্লাহ্ তার কর্ম লুকিয়ে রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার ওপর আল্লাহর দেয়া আবরণ খুলে ফেলল। (বুখারী হাদীস : ৬০৬৯)

দু'আ : কোনো গোষ্ঠীকে ভয় পেলে যা বলবে

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাকফিনীহিম বিমা শি'তা।

অর্থ : হে আল্লাহ! এদের মোকাবেলায় তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে ইচ্ছামতো সেরূপ আচরণ কর, যেরূপ আচরণের তারা হকদার।

(মুসলিম-৪/-২৩০০)

২২ সেপ্টেম্বর

কুরআন : চুপে চুপে কাতরভাবে আল্লাহকে ডাকা

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

অর্থ : তোমাদের রবকে কাতরভাবে ও চুপে চুপে তোমরা ডাক। নিশ্চয় তিনি সীমালংঘণকারীদের পছন্দ করেন না। (৭-আল আ'রাফ : আয়াত-৫৫)

হাদীস : তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন রাখা নিষেধ

عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدُ بِالسَّلَامِ.

অর্থ : আবূ আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- কোনো লোকের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাই-এর সাথে তিনদিনের অধিক এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে যে, দু'জনে দেখা হলেও একজন এদিকে আরেকজন ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখবে। তাদের মধ্যে যে আগে সালাম দিবে সেই উত্তম লোক। (বুখারী হাদীস : ৬০৭৭)

দু'আ : রোগীকে দেখতে গিয়ে তার জন্য দু'আ

اُعِيْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

উচ্চারণ: উয়ীযুকা বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন কুল্লি শাইতানিন, ওয়াহাম্মাতিন ওয়ামিন কুল্লি আইনিল লাম্মাতিন।

অর্থ : আমি তোমাদের দু'জনকে আল্লাহর নিকট পূর্ণ গুণাবলির বাক্য দ্বারা সকল শয়তান, বিষধর জন্তু ও ক্ষতির চক্ষু (বদনযর) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী আল-মাদানী প্র. হা. ৩৩৭১; সহীহ আত-তিরমিযী হা. ২০৬০)

২৩ সেপ্টেম্বর

কুরআন : সকাল সন্ধ্যা আল্লাহকে চুপে চুপে ডাকা

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ.

অর্থ : তুমি তোমার প্রতিপালকের যিকির কর, সকাল-সন্ধ্যায় বিনয় ও নম্রতার সাথে, অনুচ্চস্বরে, মনে মনে, আর তুমি অমনোযোগিদের বা উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (৭-আল আ'রাফ : আয়াত-২০৫)

হাদীস : মিথ্যা কথা বলার পরিণাম

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يَكُوْنَ صِدِّيْقًا وَاِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন– সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে আর নেকী জান্নাতে পৌঁছায়। আর মানুষ সত্যের ওপর অবিচল থেকে অবশেষে সিদ্দিক-এর দরজা লাভ করে। আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, পাপ তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর কাছে মহামিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। (বুখারী হাদীস : ৬০৯৪)

দু'আ : জ্ঞান অর্জনের দু'আ

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

উচ্চারণ : ছুবহানাক লা ইলমালানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আন্তাল আলীমুল হাকীম।

অর্থ : আপনি মহান, পবিত্র আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞানই নেই। নিশ্চয় আপনি জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়। (২-আল বাকারা : ৩২)

২৪ সেপ্টেম্বর

কুরআন : প্রবৃত্তির অনুসরণ সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতা

وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থ : আল্লাহর হেদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার থেকে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? আল্লাহ এই ধরণের যালেমকে কখনোই হেদায়াত দান করেন না। (২৮-আল কাসাস : আয়াত-৫০)

হাদীস : মুসলিম ভাইকে কাফির বললে তা নিজের ওপর বর্তায়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِاَخِيْهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ اَحَدُهُمَا.

অর্থ : আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন কেউ তার মুসলিম ভাইকে কাফির' বলে ডাকে, তখন তা তাদের দু'জনের কোনো একজনের ওপর বর্তায়। (বুখারী হাদীস : ৬১০৩)

দু'আ : নিরাপত্তা ও রিযকের জন্য দু'আ

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ.

উচ্চারণ : রাব্বিজ আল হাজাবালাদান আমিনাও ওয়ারযুক্ব আহলাহু মিনাচ্ছামারাতি মান আমানা মিনহুম বিল্লাহি ওয়ালইয়াওমিল আখিরি।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! একে নিরাপদ শহর কর, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করবে তাদেরকে সব রকমের ফল রিযক হিসেবে দান কর। (২-আল বাকারা : আয়াত- ১২৬)

২৫ সেপ্টেম্বর

কুরআন : আল্লাহর ডাক না শুনলে তাঁর কোনো ক্ষতি নেই

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

অর্থ : যদি কেউ আল্লাহর দিকে আহ্বানকারির ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

(৪৬-আহকাফ : আয়াত-৩২)

হাদীস : প্রাণীর ছবি আঁকা ও ছবি টাঙ্গানো নিষেধ

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيْهِ صُوَرٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ وَقَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُصَوِّرُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ.

অর্থ : আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন। তখন ঘরে একখানা পর্দা ঝুলানো ছিল। যাতে ছবি ছিল। তা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। এরপর তিনি পর্দাখানা হাতে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্যে বললেন- ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে ঐসব লোকের যারা এ সব ছবি অঙ্কণ করে। (বুখারী হাদীস : ৬১০৯)

দু'আ : সৎ কাজ কবুলের জন্য দু'আ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

উচ্চারণ : রাব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না, ইন্নাকা আন্তাচ্ছামীউল আলীম।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত। (২-আল বাকারা : আয়াত-১২৭)

২৬ সেপ্টেম্বর

কুরআন : ব্যক্তি ভালো কিছু চাইলে আল্লাহ্ তা করার শক্তি দেন

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰهُمْ تَقْوٰىهُمْ.

অর্থ : যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার শক্তি দান করেন। (৪৮-মুহাম্মাদ : আয়াত-১৭)

হাদীস : দুনিয়ার জীবনের সর্বশেষ কাজ যা হওয়া উচিত

عَنْ ضِيَاءَ الْمَخْدِسِيّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِىْ بِيَدِ اَحَدِكُمْ فَسِيْلَةٌ فَاِنْ اسْتَطَاعَ اَنْ لَايَقُوْمَ حَتّٰى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ.

অর্থ : জিয়া আল মাখদিসী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন- যদি কিয়ামত শুরু হয়ে যায়, আর এমতাবস্থায় তোমাদের কারো হাতে একটি গাছের চারা থাকে। তবে যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় সে যেন চারটি রোপন না করে সেখান থেকে না উঠে। (মুসনাদে আহমদ : ১২৯৮১)

দু'আ : ভবিষ্যৎ বংশধরের কল্যাণ ও সংশোধনের জন্য দু'আ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণ : রাব্বানা ওয়াজ্বাআলনা মুসলিমাইনি লাকা ওয়ামিন যুররিয়্যাতিনা উম্মাতাম মুসলিমাতাল লাকা ওয়াআরিনা মানা ছিকানা ওয়াতুব আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত্তাওয়্যাবুর রাহীম।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার আনুগত কর এবং আমাদের বংশধর থেকে তোমার অনুগত এক উম্মত কর। আমাদের ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হও। নিশ্চয় তুমি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু। (২-আল বাকারা : আয়াত-১২৮)

২৭ সেপ্টেম্বর

কুরআন : মুহাম্মদ ﷺ একজন রাসূল মাত্র

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ.

অর্থ : এবং মুহাম্মদ রাসূল ﷺ ব্যতীত আর কিছুই নন; নিশ্চয় তাঁর পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছে। অনন্তর যদি তাঁর মৃত্যু হয় অথবা সে নিহত হয় তাহলে কি তোমরা পিছনে ফিরে যাবে? এবং যে কেউ পিছনে ফিরে যায় তাতে সে আল্লাহর কোনোই অনিষ্ট করবে না এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার প্রদান করেন। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-১৪৪)

হাদীস : নম্র হওয়া ও কঠোর না হওয়া

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لنَّبِىُّ ﷺ يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَسَكِّنُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন- তোমরা নম্র হও এবং কঠোর হয়ো না। শান্তি দান কর, বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না।

(বুখারী হাদীস : ৬১২৫)

দু'আ : বিপদাপদে ধৈর্য ও আল্লাহর সাহায্যের জন্য দু'আ

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা আফরিগ আলাইনা-ছাবরাও ওয়াছাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানছুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাদের ধৈর্য দান কর, আমাদের পা অবিচালিত রাখ এবং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য দান কর।

(২-আল বাকারা : আয়াত-২৫০)

২৮ সেপ্টেম্বর

কুরআন : যা উত্তম তা দিয়ে মন্দের মোকাবিলা করা

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ .

অর্থ : মন্দের মোকাবিলা কর যা উত্তম তা দ্বারা; তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (২৩-আল মু'মিনূন : আয়াত-৯৬)

হাদীস : ক্রোধ এবং রাগ ধমনের উপায়

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ﷺ قَالَ اِسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوْسٌ وَاَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ اِحْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَالُوْا لِلرَّجُلِ اَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اِنِّيْ لَسْتُ بِمَجْنُوْنٍ.

অর্থ : সুলাইমান ইবনে সুরদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখেই দু'ব্যক্তি গালাগালি করছিল। আমরাও তাঁর কাছেই উপবিষ্ট ছিলাম, তাদের একজন অপর জনকে এত রেগে গিয়ে গালি দিচ্ছিল যে, তার চেহারা রক্তিম হয়ে গিয়েছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি একটি কালিমা জানি, যদি এ লোকটি তা পড়ত, তবে তার রাগ দূর হয়ে যেত। অর্থাৎ যদি লোকটি 'আউযু বিলাহি মিনাশ্‌শাইত্বনির রাজীম' পড়তো। তখন লোকেরা সে ব্যক্তিকে বলল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন, তা কি তুমি শুনছো না? সে বলল : আমি নিশ্চয় পাগল নই।

(বুখারী হাদীস : ৬১১৫)

দু'আ : আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য প্রদর্শনের দু'আ

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

উচ্চারণ : ছমি'না ওয়াআত্বানা গুফরা নাকা রাব্বানা ওয়াইলাইকাল মাছীর।

অর্থ : আমরা শুনেছি। এবং পালন করেছি! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই, আর তোমারই নিকটে ফিরে যাব। (২-আল বাকারা : ৮৫)

২৯ সেপ্টেম্বর

কুরআন : ধৈর্যশীলদের প্রতিদান অসীম

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ؕ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

অর্থ : বল (আমার এই কথা) : হে আমার মু' মিন বান্দারা! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়ায় কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। প্রশস্ত আল্লাহর পৃথিবী, ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে। (৩৯-আয যুমার : আয়াত-১০)

হাদীস : অমুসলিম-মুসলিমদের সালামের উত্তর দেয়ার নিয়ম

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَيْلَكُمْ اَوْ وَيْحَكُمْ قَالَ شُعْبَةُ شَكَّ هُوَ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

অর্থ : ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- 'ওয়াইলাকুম' অথবা 'ওয়াইহাকুম' (তোমাদের জন্য আফসোস) আমার পরে তোমরা আবার কাফির অবস্থায় ফিরে যেয়ো না। যাতে তোমরা একে অন্যের গর্দান উড়িয়ে দেবে।

(বুখারী হাদীস : ৬১৬৬)

দু'আ : আল্লাহ্ তায়ালার ওপর ঈমান সুদৃঢ় করার দু'আ

رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

উচ্চারণ : রাব্বানাইন্নাকা জ্বামিউন্নাছি লিইয়াউমিল্লা রাইবাফীহি, ইন্নাল্লাহা লাইউখলিফুল মীআদ।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানবজাতিকে একদিন সমবেত করবে এতে সন্দেহ নেই, নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না।

(৩-আলে-ইমরান : আয়াত-৯)

৩০ সেপ্টেম্বর

কুরআন : বুহতানের অপবাদ পরিচয় ও পরিণাম

وَ مَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا.

অর্থ : আর যে কেউ অপরাধ অথবা পাপ অর্জন করে, অতঃপর ওটা নিরপরাধের প্রতি আরোপ করে, তাহলে সে নিজেই সেই অপবাদ (বুহতান) ও প্রকাশ্য পাপ বহন করে। (৪-আন নিসা : আয়াত-১১২)

হাদীস : কঠোরতা অবলম্বন না করা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَثَارَ اِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوْا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ وَاَهْرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِهٖ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ اَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক বেদূঈন মসজিদে প্রস্রাব করে দিল। তখন লোকজন তাকে শাসন করার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের বললেন- তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং তার প্রস্রাবের ওপর এক বালতি পানি অথবা একপাত্র পানি ঢেলে দাও। কারণ, তোমাদেরকে নম্র ব্যবহারকারী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, কঠোর ব্যবহারকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি। (বুখারী হাদীস : ৬১২৮)

দু'আ : মাগফিরাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য দু'আ

رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণ: রাব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগ্ফিরলানা জুনুবানা ওয়াক্বিনা আজাবান্নার।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা ঈমান আনয়ন করেছি, অতএব আমাদের অপরাধসমূহ মাফ কর, জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর। (৩-আল-ইমরান : আয়াত-১৬)

১০. অক্টোবর

০১ অক্টোবর

কুরআন : সৎকর্মের সওয়াব আল্লাহ্ অনেক বাড়িয়ে দেন

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থ : কেউ যদি সৎকর্ম করে তাহলে সে তার কর্ম অপেক্ষা উত্তম ফল পাবে, আর যে মন্দ কর্ম করে, সে তো শাস্তি পাবে শুধু তার কর্ম অনুপাতে।

(২৮-আল কাসাস : আয়াত-৮৪)

হাদীস : মেহ্মানের সম্মান করা এবং নিজেই মেহ্মানের খিদমত করা

عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْكَعْبِىِّ ؓ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ جَائِزَتُهٗ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهٗ اَنْ يَثْوِىَ عِنْدَهٗ حَتّٰى يُحْرِجَهٗ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ مِثْلَهٗ وَزَادَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ.

অর্থ : আবূ শুরায়হ কা'বী ؓ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন মেহ্মানের সম্মান করে। মেহ্মানের সম্মান একদিন ও একরাত। আর সাধারণ মেহ্মানদারী তিনদিন ও তিনরাত। এরপরে (তা হবে) 'সদকাহ'। মেযবানকে কষ্ট দিয়ে, তার কাছে মেহ্মানের অবস্থান বৈধ নয়। (অন্যসূত্রে) মালিক (রহ.) এ রকম বর্ণনা করার পর আরো অধিক বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে, অথবা সে যেন চুপ থাকে।

(বুখারী হাদীস : ৬১৩৫)

দু'আ : সৎকর্ম যা করা হয় তা কবুলের জন্য দু'আ

فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

উচ্চারণঃ ফাতাক্বাব্বাল মিন্নী- ইন্নাকা আন্তাচ্ছামীউল আলীম।

অর্থঃ আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

(৩-আল-ইমরান : আয়াত-৩৫)

০২ অক্টোবর

কুরআন : মুনাফিকের অবস্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا .

অর্থ : নিশ্চই মুনাফিকগণ জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে, আর আপনি তাদের সাহায্যকারী হিসেবে কখনও কাউকে পাবেন না। (৪- আন নিসা : আয়াত-১৪৫)।

হাদীস : ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ اَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ اَمْرَيْنِ قَطُّ اِلَّا اَخَذَ اَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ اِثْمًا فَاِنْ كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِىْ شَىْءٍ قَطُّ اِلَّا اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمُ بِهَا لِلّٰهِ.

অর্থ : আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যখন কোনো দু'টি কাজের মধ্যে এখতিয়ার দেয়া হতো, তখন তিনি দু'টির মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজটি গ্রহণ করতেন যদি তা গুনাহর কাজ না হত। আর যদি তা গুনাহের কাজ হতো, তা হলে তিনি তা থেকে সবার চেয়ে দূরে সরে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। অবশ্য কেউ আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে, তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার প্রতিশোধ নিতেন।

(বুখারী হাদীস : ৬১২৬)

দু'আ : শত্রুর ভয়ের সময় দু'আ

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

উচ্চারণ: হাছবুনাল্লাহি ওয়ানিমা'ল ওয়াকীল।

অর্থ : আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।

(৩-আলে ইমরান : আয়াত-১৭৩)

০৩ অক্টোবর

কুরআন : ওয়াদা পূর্ণ কর

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا.

অর্থ : তোমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলবে। (কারণ) প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (১৭-বনী ইসরাইল : আয়াত-৩৪)।

হাদীস : যে যে দলকে ভালবাসবে আখিরাতে তাদের সাথে থাকবে

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى ﷺ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ.

অর্থ : আবূ মূসা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, এক ব্যক্তি একদলকে ভালবাসে, কিন্তু (আমালে) তাদের সমপর্যায়ের হতে পারেনি। তিনি বললেন- মানুষ যাকে ভালবাসে, সে তারই সাথি হবে।
(বুখারী হাদীস : ৬১৭০)

দু'আ : ফাসেকদের থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার দু'আ

رَبِّ اِنِّىْ لَاۤ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ.

উচ্চারণঃ রাব্বি ইন্নী-লা-আমলিকু ইল্লা-নাফছী-আ আখী-ফাফরুক্ব বাইনানা-অ বাইনাল ক্বওমিল ফা-ছিক্বী-ন।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অন্য কারও ওপর আমার আধিপত্য নেই। সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। (৫-আল মায়েদা : আয়াত-২৫)
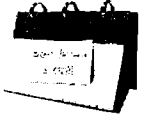
০৪ অক্টোবর

কুরআন : মুনাফিকদের পরিচয়

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ .

অর্থ : আর মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর ওপর এবং শেষ দিবসের ওপর ঈমান এনেছি, অথচ তারা মোটেই ঈমানদার নয়।

(২-আল বাকারা : আয়াত- ৮)

হাদীস : কিয়ামতের দিন মানুষকে তাদের পিতার নামে ডাকা হবে

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْغَادِرَ يُرْفَعُ لَهٗ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هٰذِهٖ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (কিয়ামতের দিন) শপথ ভঙ্গকারীর জন্য একটি পতাকা তোলা হবে এবং বলা হবে যে, এ হলো অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন। (বুখারী হাদীস : ৬১৭৭)

দু'আ : আকাশ থেকে রিযিক অবতীর্ণের জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ج وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা রাব্বানা-আনযিল আলাইনা-মা-ইতাদাম মিনাছছামা-ই তাকু-নু লানা-ই দাল্লি আওয়ালিনা- অ আ-খিরিনা-অ আ-ইয়াতাম মিনকা অরযুকনা- ওয়াআনতা খাইরুর রাযিক্বীন।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর, এ হবে আমাদের ও সকলের জন্য তোমার নিকট থেকে নিদর্শন এবং আনন্দ উৎসব স্বরূপ এবং আমাদের জীবিকা দান কর, আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। (৫-আল-মায়েদা : আয়াত-১১৪)

০৫ অক্টোবর

কুরআন : মুনাফিকদের ধোঁকাবাজি

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ.

অর্থ : তারা আল্লাহ ও মু'মিনদের সাথে ধোঁকাবাজী করে, প্রকৃত অর্থে তারা নিজেদের ব্যতীত আর কারো সাথে ধোঁকাবাজী করে না। অথচ তারা এ বিষয়টি অনুভব করতে পারে না। (২-আল বাকারা : আয়াত-৯)

হাদীস : কেউ হাই তুললে, সে যেন নিজের বাম হাত মুখে রাখে

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَاِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللّٰهَ كَانَ حَقًّا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ اَنْ يَقُوْلَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَاَمَّا التَّثَاؤُبُ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা হাঁচি দেয়া পছন্দ করেন, আর হাই তোলা অপছন্দ করেন। যদি তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে তবে প্রত্যেক মুসলিম শ্রোতা তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা ওয়াজিব। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। কাজেই তোমাদের কোনো ব্যক্তির হাই উঠলে সে যেন তা যথাসম্ভব রোধ করে। কেননা, কেউ হাই তুললে শয়তান তার প্রতি হাসে। (বুখারী হাদীস : ৬২২৬)

দু'আ : আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের স্বীকৃতির দু'আ

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

উচ্চারণ : ইন্নীওয়াজ্জাহতু ওয়াজ্বহিয়া লিল্লাজী ফাত্বারাছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থ: নিশ্চয় আমি একনিষ্ঠভাবে তার দিকে মুখ ফেরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। (৫-মায়েদা : আয়াত-৭৯)

০৬ অক্টোবর

কুরআন : মুনাফিকদের স্বভাব

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ لا فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ج وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ. بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ.

অর্থ : তাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে, পরন্ত আল্লাহ্ তাদের পীড়া আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য গুরুতর শাস্তি রয়েছে যেহেতু তারা অসত্য বলত।

(২-বাকারা : আয়াত-১০)

হাদীস : পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ اَيُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلٰى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন কাজ উত্তম? তিনি বললেন- তুমি ক্ষুধার্তকে অন্ন দেবে, আর সালাম দিবে যাকে তুমি চেন আর যাকে চেন না।

(বুখারী হাদীস : ৬২৩৬)

দু'আ : হেদায়েত ও মিল্লাতে ইবরাহীমের ওপর বহাল থাকার জন্য দু'আ

اِنَّنِيْ هَدَانِيْ رَبِّيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ج وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

উচ্চারণ : ইন্নানীহাদানী রাব্বী ইলাছিরাত্বিম মুছতাক্বীম দীনান কিয়ামাম মিল্লাতা ইব্রাহীমা হানীফান ওয়ামাকানা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থ : আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (৬-আল আনআম : আয়াত-১৬১)

০৭ অক্টোবর

কুরআন : বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি করো না

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ - اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ.

১১. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়। তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কর না, তখন তারা বলে – আমরা তো শুধুই শান্তি স্থাপনকারী।

১২. সাবধান! নিশ্চয়ই তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা বুঝে না।

(২-বাকারা :আয়াত- ১১-১২)

হাদীস : কারো ঘরের ভিতরে উঁকি দেয়া নিষেধ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ اَنَّ رَجُلًا اِطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِشْقَصٍ اَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, একবার জনৈক লোক নবী (সা)-এর এক কক্ষে উঁকি দিল। তখন তিনি একটা তীর ফলক কিংবা তীর ফলকসমূহ নিয়ে তার দিকে দৌড়ালেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, তা যেন আমি এখনও দেখছি। তিনি ঐ লোকটির চোখ ফুঁড়ে দেয়ার জন্য তাকে খুঁজছিলেন।

(বুখারী হাদীস : ৬২৪২)

দু'আ : একগ্রতার সাথে খাঁটিভাবে ইবাদত করার দু'আ

اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

উচ্চারণ: ইন্না ছালা-তী-অনুছুকী ওয়ামাহইয়া-ইয়া-ওয়ামামাতী লিল্লাহী রাব্বিল আলামীন।

অর্থ : আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। (৬-আল আনআম : আয়াত-১৬২)
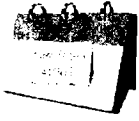
০৮ অক্টোবর

কুরআন : মুনাফিকী আচরণ

وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚۖ وَ اِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ.

অর্থ : এবং যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এবং যখন তারা নিজেদের দলপতি ও দুষ্ট নেতাদের সাথে গোপনে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি, আমরা তো শুধু ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকি। (২-আল বাকারা : আয়াত-১৪)

হাদীস : যৌনাঙ্গ ব্যতীত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যভিচার

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا اَدْرَكَ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِيْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বনী আদমের জন্য যিনার একটা অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবে। চোখের যিনা হলো দেখা, জিহ্বার যিনা হলো কথা বলা, কুপ্রবৃত্তি কামনা ও খাহেশ সৃষ্টি করা এবং যৌনাঙ্গ তা সত্য অথবা মিথ্যা প্রমাণ করে। (বুখারী হাদীস : ৬২৪৩)

দু'আ : সর্বপ্রকার কল্যাণের জন্য দুআ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ.

উচ্চারণ : আলহমাদু লিল্লা হিল্লাযী হাদানা লিহাযা ওয়ামা কুন্না লিনাহতাদিয়া লাওলা আনহাদা নাল্লাহু।

অর্থ : প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাদের এ পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না। (৭-আল আ'রাফ : আয়াত-৪৩)

০৯ অক্টোবর

কুরআন : মুনাফিকী আল্লাহ্ তায়ালা প্রকাশ করে দেবেন

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ .

অর্থ : যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তাদের বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে দিবেন না? (৪৭-মুহাম্মাদ : আয়াত-২৯)

হাদীস : কেউ কাউকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে বসা অনুচিত

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ نَهَى اَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهٖ وَيَجْلِسَ فِيْهِ اٰخَرُ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ اَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهٖ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهٗ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো লোককে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে অন্য লোক বসতে নিষেধ করেছেন। তবে তোমরা বসার জায়গা প্রশস্ত করে দাও এবং ব্যবস্থা করে দাও। ইবনে 'ওমর (রা) কেউ তার জায়গা থেকে উঠে যাক এবং তার স্থানে অন্যজন বসুক তা পছন্দ করতেন না। (বুখারী হাদীস : ৬২৭০)

দু'আ : হেদায়াত ও রহমত প্রাপ্তির জন্য দু'আ

وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ط افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ.

উচ্চারণ : ওয়াছিয়া রাব্বুনা কুল্লা শাইয়িন ইলমান আলাল্লাহি তাওয়াক্কালনা রাব্বানাফতাহ বাইনানা ওয়াবাইনা ক্বাওমিনা বিলহাকক্বি ওয়াআনতা খাইরুল ফাতিহীন।

অর্থ : সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, আমরা আল্লাহর প্রতি নির্ভর করি, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দাও এবং তুমিই মীমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

(৭-আল আ'রাফ : আয়াত-৮৯)

১০ অক্টোবর

কুরআন : বিপদের সময় যা বলতে হয়

اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.

অর্থ : যাদের ওপর কোনো বিপদ নিপতিত হয় তারা বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

(২-আল বাকারা : আয়াত-১৫৬)

হাদীস : গোপনীয়তা রক্ষা করা

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ اَسَرَّ اِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ سِرًّا فَمَا اَخْبَرْتُ بِهِ اَحَدًا بَعْدَهُ وَلَقَدْ سَاَلَتْنِىْ اُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا اَخْبَرْتُهَا بِهِ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী (সা) আমার কাছে একটি বিষয় গোপনে বলেছিলেন। আমি তাঁর পরেও কাউকে তা জানাইনি। এটা সম্পর্কে উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকেও বলিনি। (বুখারী হাদীস : ৬২৮৯)

দু'আ : বিপদ-আপদে ঈমানের ওপর ধৈর্য ও মৃত্যু বরণের জন্য দু'আ

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ.

উচ্চারণঃ রাব্বানা আফরিগ আলাইনা ছবরাও ওয়া তাওয়াফফানা মুছলিমীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ধৈর্য দান কর এবং আত্মসমর্পণকারীরূপে আমাদের মৃত্যু ঘটাও। (৭-আল আ'রাফ : আয়াত-১২৬)

১১ অক্টোবর

কুরআন : মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ج وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

অর্থ : মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভাইদের মাঝে শান্তি স্থাপন কর, আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা রহমত লাভ করতে পার।

(৪৯-আল হুজুরাত : আয়াত-১০)

হাদীস : তিনজন একত্রে থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে কথা বলা নিষেধ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجٰى رَجُلَانِ دُوْنَ الْاٰخَرِ حَتّٰى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ اَجْلَ اَنْ يُحْزِنَهٗ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- কোথাও তোমরা তিনজনে থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানে কানে কথা বলবে না। এতে তার মনে দুঃখ হবে। তোমরা পরস্পর মিশে গেলে তবে তা করাতে দোষ নেই। (বুখারী হাদীস : ৬২৯০)

দু'আ : সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর ওপর ভরসা করার দু'আ

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ : হাছবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহুওয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুওয়া রাব্বুল আ'রশিল আজীম।

অর্থ : আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি তারই ওপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।

(৯-আত-তওবা : আয়াত-১২৯)

১২ অক্টোবর

কুরআন : মাতাপিতা ও সকল মুমিন নর নারীর জন্য দু'আ

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ.

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আমার পিতা-মাতা ও আমার গৃহে মুমিন হয়ে প্রবেশকারীদেরকে এবং সকল ঈমানদার নর-নারীকে ক্ষমা করুন।

(৭১-নূহ : আয়াত ২৮)

হাদীস : রাতে দরজা বন্ধ করে ঘুমানো

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَطْفِئُوا الْمَصَابِيْحَ بِاللَّيْلِ اِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوا الْاَبْوَابَ وَاَوْكُوا الْاَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ قَالَ هَمَّامٌ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بِعُوْدٍ يَعْرُضُهُ.

অর্থ : জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- রাতে যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে, তখন বাতি নিভিয়ে দেবে, দরজা বন্ধ করবে, খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি ঢেকে রাখবে এবং মশ্‌কের মুখ বেঁধে রাখবে। হাম্মাম বলেন- এক টুকরা কাঠ দিয়ে হলেও। (বুখারী হাদীস : ৬২৯৬)

দু'আ : যুলুম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ

عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا ج رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

উচ্চারণ: আলাল্লাহি তাওয়াক্কালনা রাব্বানা লাতাজ্‌আলনা ফিতনাতাল্লিল ক্বাওমিজ জালিমীন।

অর্থ : আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভর করি, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের যালিম সম্প্রদায়ে উৎপীড়নের পাত্র করো না। (১০-ইউনুস : আয়াত-৮৫)

১৩ অক্টোবর

কুরআন : উপহাস না করা ও তুচ্ছ নামে না ডাকা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَ لَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَ مَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ .

অর্থ : হে মু'মিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে; আশা করা যায় যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো মহিলা অপর কোনো মহিলাকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেক না। ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই যালিম। (৪৯-আল হুজরাত : আয়াত-১১)

হাদীস : প্রত্যেক নবীর মাকবুল দু'আ আছে

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ نَبِيٍّ سَاَلَ سُؤًا لَا اَوْ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيْبَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِاُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক নবীই যা চাওয়ার চেয়ে নিয়েছেন। অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- প্রত্যেক নবীকে যে দু'আর অধিকার দেয়া হয়েছিল তিনি সে দু'আ করে নিয়েছেন এবং তা কবুলও করা হয়েছে। কিন্তু আমি আমার দু'আকে কিয়ামতের দিনে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য রেখে দিয়েছি। (বুখারী হাদীস : ৬৩০৫)

দু'আ : কাফেরদের অত্যাচার থেকে বাঁচার দু'আ

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

উচ্চারণ: ওয়া নাজ্জিনা বিরাহমাতিকা মিনাল ক্বাওমিল কাফিরীন

অর্থ : আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় থেকে রক্ষা কর।

(১০-ইউনুস : ৮৬)

১৪ অক্টোবর

কুরআন : তাওবা কবুল হওয়ার শর্তাবলী

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

অর্থ : আল্লাহ কেবল তাদের তওবা কবুল করেন, যারা অজ্ঞতাবশত পাপ করে ফেলে। অতঃপর তাড়াতাড়ি তওবা করে নেয়। এসব লোকের তওবাই আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৪-আন নিসা : আয়াত-১৭)

হাদীস : নবী ﷺ সত্তরবারেরও অধিক ইস্তিগফার ও তাওবা করতেন

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি রসূলুলাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন আলাহর কাছে সত্তর বারেরও অধিক ইস্তিগফার ও তওবা করে থাকি। (বুখারী হাদীস : ৬৩০৭)

দু'আ : দেশের নিরাপত্তা অর্জন ও পৌত্তলিকতা হতে বেঁচে থাকার জন্য দু'আ

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ.

উচ্চারণ : রাব্বিজ্আল হাযাল বালাদা আমিনাও ওয়াজ্নুবনী ওয়া বানিয়্যা আননা'বুদাল আছনাম।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! এ নগরকে নিরাপদ কর এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রাখ। (১৪-ইবরাহীম : ৩৫)

১৫ অক্টোবর

কুরআন : খাটি তওবা কর

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর একান্ত বিশুদ্ধ তওবা। যাতে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলোকে মোচন করে দেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করান জান্নাতে, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত।
(৬৬-আত্ তাহরীম : আয়াত-৮)

হাদীস : তওবা করলে আল্লাহ্ তাআলা খুশী হন

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهٖ وَقَدْ أَضَلَّهٗ فِيْ أَرْضٍ فَلَاةٍ.

অর্থ : আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবার কারণে সেই লোকটির চেয়েও অধিক খুশী হন, যে লোকটি মরুভূমিতে তাঁর উট হারিয়ে পরে তা পেয়ে যায়। (বুখারী হাদীস : ৬৩০৯)

দু'আ : স্বীয় দায়িত্ব সহজে আদায় করার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ (আল্লাহ তায়ালা মুসা (আ)-এর এ দু'আ কবুল করেছেন)

قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَنْ يَّطْغٰى.

উচ্চারণ : রাব্বানা ইন্নানা নাখাফু আইইয়াফরুত্বা আ'লাইনা আও আই ইয়াত্বগা।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করি, সে আমাদের যাওয়া মাত্রই শাস্তি দেবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালঙ্ঘন করবে। (২০-ত্বহা : আয়াত ৪৫)

১৬ অক্টোবর

কুরআন : আল্লাহকে ভয় কর ও সঠিক কথা বল

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا - يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

৭০. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।

৭১. তিনি তোমাদের আমল আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (৩৩-আহযাব : আয়াত-৭০-৭১)

হাদীস : রাতের শেষভাগে এগার রাক'আত সালাত আদায় করা

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَاِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَجِيْءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ.

অর্থ : আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের শেষভাগে এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর যখন সুবহি সাদিক হতো, তখন তিনি হালকাভাবে দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি নিজের ডান পার্শ্বে কাত হয়ে বিশ্রাম নিতেন। যতক্ষণ না মুয়ায্‌যিন এসে তাঁকে সালাতের খবর দিতেন। (বুখারী হাদীস : ৬৩১০)

দু'আ : দুশমনদের অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণের দু'আ

رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ط وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ.

উচ্চারণ: রাব্বিহকুম বিলহাক্কিক্কি ওয়ারাব্বুনার রাহমানুল মুছতাআনু আ'লা মা তাছিফুন।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তুমি ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করে দাও, আমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র তিনিই সাহায্যস্থল। (২১-আল-আম্বিয়া : আয়াত-১১২)

১৭ অক্টোবর

কুরআন : ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষাস্বরূপ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়। যে বা যারা এমনটা করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (৬৩-আল মুনাফিকুন : আয়াত-৯)

হাদীস : ঘুমানোর সময় যে দু'আ পড়তে হবে

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ قَالَ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا وَاِذَا قَامَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

অর্থ : হুযাইফাহ ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করতে যেতেন তখন তিনি এ দু'আ পড়তেন : হে আল্লাহ! আপনারই নাম নিয়ে মরি আর আপনার নাম নিয়েই বাঁচি। আর তিনি জেগে উঠতেন তখন পড়তেন : যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের মৃত্যুদানের পর আবার আমাদের পুনর্জীবিত করেছেন। আর প্রত্যাবর্তন তাঁর পানেই। (বুখারী হাদীস : ৬৩১২)

দু'আ : যালিম সম্প্রদায়ের অত্যাচার থেকে বাঁচার দু'আ

رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّىْ مَا يُوْعَدُوْنَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِىْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

উচ্চারণঃ রাব্বি ইম্মা তুরিইয়ান্নী মা ইউআদুনা। রাব্বি ফালা তাজ্জআলনী ফিল ক্বাউমিজ জ্বোয়া-লিমীন।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে তাদের ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে তুমি যদি তা আমাদের দেখাতে চাও, তবে হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত কর না। (২৩-আল মুমিনুন : আয়াত-৯৩-৯৪)

১৮ অক্টোবর

কুরআন : মূসা (আ) এর অভিযোগ মুক্তি

رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ؕ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا.

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা মূসা (আঃ)- কে কষ্ট দিয়েছিল; আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে নির্দোষ প্রমাণিত করলেন সে অপবাদ থেকে যা তারা আরোপ করেছিল। আর তিনি ছিলেন আল্লাহর কাছে খুবই সম্মানিত নবী। (৩৩-আল আহযাব : আয়াত-৬৮-৬৯)

হাদীস : শেষ রাতে আল্লাহ্ আমাদের নিকটবর্তী আকাশে নেমে আসেন

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْاَلُنِيْ فَاُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَاَغْفِرَ لَهُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদের নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন- আমার নিকট দু'আ করবে কে? আমি তার দু'আ কবুল করব। আমার নিকট কে চাবে? আমি তাকে দান করব। আমার কাছে কে তার গুনাহ ক্ষমা চাবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।

(বুখারী হাদীস : ৬৩২১)

দু'আ : রহমত ও ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দু'আ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ.

উচ্চারণ: রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া আন্তা খাইরুর রাহিমীন।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, দয়ালুদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (২৩-আল মুমিনুন : আয়াত-১১৮)

১৯ অক্টোবর

করআন : ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষাস্বরূপ

إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

অর্থ : নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।

(৬৪-আত তাগাবুন : আয়াত-১৫)

হাদীস : তাড়াহুড়া না করলে বান্দার দু'আ কবুল হয়ে থাকে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعَجِّلْ يَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির দু'আ কবুল হয়ে থাকে। যদি সে তাড়াহুড়া না করে। আর বলে যে, আমি দু'আ করলাম। কিন্তু আমার দু'আ তো কবূল হলো না।

(বুখারী হাদীস : ৬৩৪০)

দু'আ : নেককার স্ত্রী, সন্তানাদি ও তাকওয়া অর্জনের জন্য দু'আ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا.

উচ্চারণঃ রাব্বানা হাব লানা মিন আযওয়াজিনা ওয়া যুররিইয়াতিনা কুররাতা আইউনিন ওয়াজ্অালনা লিল মুত্তাক্বীনা ইমামা।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কর এবং আমাদের মুত্তাকীনদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।

(২৫-আল-ফুরকান : আয়াত-৭৪)

২০ অক্টোবর

কুরআন : নিজ ও পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। (৬৬- আত তাহরীম : আয়াত-৬)

হাদীস : কিয়ামতের দিন পার্থিব নি'আমত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَايُسْاَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِى الْعَبْدُ مِنَ النَّعِيْمِ اَنْ يُقَالُ لَهُ اَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْوِيْكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কিয়ামতের দিন নি'আমত সম্বন্ধে বান্দাকে প্রথম যে প্রশ্ন করা হবে তা হলো- আমি কি তোমার শরীর সুস্থ রাখিনি এবং ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তোমার তৃষ্ণা মিটাইনি? (ইমাম তিরমিযী হাদীস : ৩৩৫৮)

দু'আ : আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকৃতির দু'আ

هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ قف لِيَبْلُوَنِىْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ط وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ.

উচ্চারণঃ হাজা মিন ফাদ্বলি রাব্বী লিইয়াবলুআনী আ আশকুরু আম আকফুরু, ওয়ামান শাকারা ফাইন্নামা-ইয়াশকুরু লিনাফছিহী ওয়ামান কাফারা ফাইন্না রাব্বী গ্বানিইয়্যুন কারীম।

অর্থ : এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা নিজের কল্যাণের জন্য করে এবং যে অকৃতজ্ঞ সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব। (২৭-আন-নামল : আয়াত-৪০)

২১ অক্টোবর

কুরআন : জান্নাতে মাতাপিতা ও সন্তান-সন্ততি এক সাথে মিলিত হবে

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَاۤ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ .

অর্থ : আর সেসব লোক যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছেন। অতঃপর তাদের সন্তানগণও ঈমানের সাথে তাদের পথ অনুসরণ করেছে, তাদের সাথে তাদের সন্তানদেরকে আমি মিলিত করব। আর আমি তাদের কোনো আমলই বিনষ্ট করব না। প্রতিটি লোক যা কিছু আমল করে তা আমার নিকট দায়বদ্ধ থাকে। (৫২-আত্ব তুর : আয়াত-২১)

হাদীস : দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যে ধৈর্য ধরে আল্লাহ্ তাকে পুরস্কারস্বরূপ জান্নাত দিবেন

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللهَ قَالَ اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِىْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ

অর্থ : আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেছেন- আমি যখন আমার কোনো বান্দার দু'টি চোখকে অন্ধ করে দিয়ে তাকে পরীক্ষা করি আর তাতে সে ধৈর্য ধরে, তবে এর প্রতিদানে আমি তাকে জান্নাত দিব। (বুখারী হাদীস : ৫৬৫৩)

দু'আ : আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতরাজীর স্বীকৃতির দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লা হিল্লাজী ফাদ্দালানা আল কাছীরিম মিন ইবা-দিহিল মু'মিনীন।

অর্থ : প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের তার বহু সম্প্রদায়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। (২৭-আন-নামল : আয়াত-১৫)

২২ অক্টোবর

কুরআন : সেদিন বন্ধু-বন্ধু থেকে পলায়ন করবে

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ - يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ - وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ - وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ - لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ .

৩৩. সর্বশেষে যখন সে কান-বধিরকারী ধ্বনি উচ্চারিত হবে (অর্থাৎ কিয়ামত হাজির হবে),

৩৪. সে দিন মানুষ নিজের ভাই,

৩৫. নিজের মাতা ও পিতা,

৩৬. স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে পালাবে।

৩৭. তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর সেদিন এমন সময় এসে পড়বে যে, নিজের ছাড়া আর কারো প্রতি লক্ষ্য করার মত অবস্থা থাকবে না।

(৮০-আবাসা : আয়াত-৩৩-৩৭)

হাদীস : নামাযে সূরা ফাতিহার পর আমীন বলা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْقَارِئُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَاْمِيْنُهُ تَاْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন ক্বারী 'আমীন' বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে। কারণ এ সময় ফিরিশতা আমীন বলে থাকেন। সুতরাং যার আমীন বলা ফিরিশতার আমীন বলার সঙ্গে মিলে যাবে, তার পূর্বের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী হাদীস : ৬৪০২)

দু'আ : আরশে আযীমের অধিপতির স্বীকৃতির

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ: আল্লাহু লাইলাহা ইল্লাহুওয়া রাব্বুল আরশিল আজীম।

অর্থ : আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তিনি মহা আরশের অধিপতি। (২৭-আন-নামল : আয়াত-২৬)

২৩ অক্টোবর

কুরআন : পরিবারের মধ্যে সালাত কায়েম কর

وَ اْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا.

অর্থ : নিজের পরিবার পরিজনকে নামাযের তাকিদ (আদেশ) দাও এবং নিজেও তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে থাক। (২০-ত্বহা : আয়াত-১৩২)

হাদীস : জাহান্নাম থেকে রাসূলের আহ্বান

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِىْ تَقَعُ فِى النَّارِ يَقَعْنَ فِيْهَا فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيْهَا فَاَنَا اٰخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُوْنَ فِيْهَا.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, আমার ও লোকদের দৃষ্টান্ত এমন ব্যক্তির মতো, যে আগুন জালালো আর যখন তার চারদিকে আলোকিত হয়ে গেল, তখন কীটপতঙ্গ ও ঐ সমস্ত প্রাণী যেগুলো আগুনে পড়ে, তারা তাতে পড়তে লাগল। তখন সে সেগুলোকে আগুন থেকে বাঁচাবার জন্য টানতে লাগল। কিন্তু তারা আগুনে পুড়ে মরল। এরূপ আমি তাদের কোমর ধরে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করি অথচ তারা তাতেই প্রবেশ করছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ২৬, হাদীস ৬৪৮৩)

দু'আ : স্বীকৃতির দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيَاتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহি-হি ছাইয়্যুরী-কুম আ-ইয়া-তিহী ফাতা'রিফু নাহা, অমা-রাব্বুকা বিগা-ফিলিন আম্মা তা'মালুন।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, তিনি তোমাদের তাঁর নিদর্শন দেখাবেন। তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক বে-খবর নন। (২৭-আন-নামল : আয়াত-৯৩)

২৪ অক্টোবর

কুরআন : সর্বপ্রকার ফেৎনা মানুষের নিজেদের তৈরি

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

অর্থ : স্থলভাগে ও জলভাগে মানুষের কাজ-কর্মের ফলস্বরূপ অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কিছু কিছু কাজের শাস্তি ভোগ করতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। (৩০-আর রুম : আয়াত-৪১)

হাদীস : ষাট বছর পর ওজর পেশ করার সুযোগ নেই

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আল্লাহ যার আয়ু দীর্ঘ করেছেন, এমনকি তাকে ষাট বছরে পৌঁছে দিয়েছেন তার ওযর পেশ করার সুযোগ রাখেননি। (বুখারী হাদীস : ৬৪১৯)

দু'আ : ক্ষমা ও মাগফিরাতের জন্য দু'আ

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي.

উচ্চারণ: রাব্বি ইন্নী জ্বলামতু নাফছী ফাগফিরলী।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের প্রতি জুলম করেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। (২৮-আল-কাসাস : আয়াত-১৬)

২৫ অক্টোবর

কুরআন : ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি পার্থিব জীবনের শোভা

اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا .

অর্থ : ধন-ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং সৎকাজ – যার ফল স্থায়ী, ওটা তোমার রবের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছা লাভের ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট। (১৮-আল কাহাফ : আয়াত-৪৬)

হাদীস : বৃদ্ধ হয়ে গেলেও ২টি জিনিসের লোভ থাকে

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيْرِ شَابًّا فِيْ اِثْنَتَيْنِ فِيْ حُبِّ الدُّنْيَا وَطُوْلِ الْاَمَلِ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুলাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, বৃদ্ধ লোকের অন্তর দু'টি ব্যাপারে সর্বদা যুবক থাকে।

১. দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার ব্যাপারে।

২. আরেকটি হল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। (বুখারী হাদীস : ৬৪২০)

দু'আ : আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের স্বীকৃতির দু'আ

رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ

উচ্চারণ: রাব্বি বিমা আনআমতা আলাইয়্যা ফালান আকুনা জাহীরাল লিল মুজরিমীন।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ, তার শপথ, আমি কখনও অপরাধীকে সাহায্য করব না। (২৮-আল-কাসাস : আয়াত-১৭)
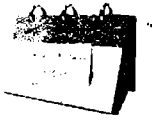
২৬ অক্টোবর

কুরআন : কুরআন ও হাদীসের প্রতি ফিরে না আসা মুনাফিকী

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا.

অর্থ : তাদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেইদিকে আস ও রাসূলের নীতি গ্রহণ কর, তখন এ মুনাফিকদেরকে আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা আপনার নিকট আসতে ইতস্তত করছে ও পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। (৪-নিসা : আয়াত-৬১)

হাদীস : প্রিয়জনের মুত্যুতে ধৈর্য ধারণ করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِىْ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ اِلَّا الْجَنَّةُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ বলেন, আমি যখন আমার মু'মিন বান্দার কোনো প্রিয়বস্তু দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেই আর সে ধৈর্য ধারণ করে, আমার কাছে তার জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু (প্রতিদান) নেই। (বুখারী হাদীস : ৬৪২৪)

দু'আ : কল্যাণ ও নিরাপত্তা অর্জনের দু'আ

رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ عَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ.

উচ্চারণ: রাব্বি নাজ্জিনী মিনাল ক্বাওমিজ জ্বালিমিন। আছা রাব্বী আইয়্যাহ দিয়ানী ছাওয়াআছ ছাবীল।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তুমি যালিম সম্প্রদায় থেকে আমাকে রক্ষা কর। আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন। (২৮-আল-কাসাস : ২১-২২)

২৭ অক্টোবর

কুরআন : এতিমদের মাল তাদের বুঝিয়ে দাও

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا.

অর্থ : এতীমদের তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ মালের সাথে ভালো মালের বদল কর না। আর তাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে মিশিয়ে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয় এটা বড়ই মন্দ কাজ। (৪-আন নিসা : আয়াত-২)

হাদীস : মানুষের স্বভাব

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغٰى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَاُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যদি আদম সন্তানের দু' উপত্যকা ভরা মালধন থাকে তবুও সে তৃতীয়টার আকাঙ্ক্ষা করবে। আর মাটি ভিন্ন বনী আদমের পেট কিছুতেই ভরবে না। আর যে তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন।

(বুখারী হাদীস : ৬৪৩৬)

দু'আ : আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ অর্জনের দু'আ

رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ.

উচ্চারণ: রাব্বি ইন্নি লিমা আনযালতা ইলাইয়্যা মিন খাইরিন ফাক্বীর।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে আমি তার প্রার্থী। (২৮-আল-কাসাস : আয়াত-২৪)

২৮ অক্টোবর

কুরআন : সৎ সন্তানের জন্য দু'আ কর

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ . فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰا بُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى قَالَ يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ.

১০১. এরপর আমি তাকে একজন ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

১০২. তারপর সে যখন তার পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল তখন ইব্‌রাহীম (আঃ) বললেন- হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ্ করছি। এখন তুমি বল, তোমার মত কি? সে বলল- হে আমার বাবা! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে তা পূর্ণ করুন। ইন্‌শাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।

(৩৭-আস সাফফাত : আয়াত-১০১-১০২)

হাদীস : তুচ্ছ বিষয় হলেও হাদিয়া দাও

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, হে মুসলিম নারীগণ! কোনো মহিলা প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশিনীর হাদিয়া তুচ্ছ মনে না করে, এমনকি তা ছাগলের সামান্য গোশতযুক্ত হাড় হলেও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ১, হাদীস ২৫৬৬)

দু'আ : আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদের স্বীকৃতির দু'আ

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

উচ্চারণ: ওয়াহুওয়াল্লা-হু লা-ইলাহা ইল্লাহুওয়া লাহুল হামদু ফিল উলা-অল আ-খিরাতি ওয়ালাহুল হুকমু ওয়া ইলাইহি তুরজ্বাউন।

অর্থ : তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, ইহকাল ও পরকালে সকল প্রশংসা তাঁর, বিধান তাঁরই, তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

(২৮-আল-কাসাস : আয়াত-৭০)

২৯ অক্টোবর

কুরআন : তারা তোমাদের পোশাক তোমরা তাদের পোশাক

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

অর্থ : তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের জন্যে পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্যে পোশাক স্বরূপ। (২-আল বাকারা : আয়াত-১৮৭)

হাদীস : সাহাবীগণের কষ্টের জীবন-যাপন

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَأْتِيْ عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيْهِ نَارًا اِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ اِلَّا اَنْ نُؤْتَى بِاللُّحَيْمِ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ওপর দিয়ে মাস কেটে যেত, আমরা এর মধ্যে ঘরে (রান্নার) আগুন জ্বালাতাম না। আমরা কেবল খুরমা ও পানির ওপর চলতাম। তবে যৎ সামান্য গোশ্‌ত আমাদের নিকট এসে যেত। (বুখারী হাদীস : ৬৪৫৮)

দু'আ : সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্ তায়ালার স্বীকৃতির দু'আ

لَا اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাহুয়া কুললু শাইইন হালিকুন ইল্লা ওয়াজহাহু লাহুল হুকমু ওয়া ইলাইহি তুরজাউন।

অর্থ : তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

(২৮- আল-কাসাস :আয়াত-৮৮)

৩০ অক্টোবর

কুরআন : স্বামী-স্ত্রী একত্রে থাকার উদ্দেশ্য হলো প্রশান্তি কামনা

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ .

অর্থ : তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। (৩০-আর রূম : আয়াত-২১)

হাদীস : সবচেয়ে প্রিয় সে আমল যা নিয়মিত করা হয়

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الْعَمَلِ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الَّذِىْ يَدُوْمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

অর্থ : আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিল সে আমল যা নিয়মিত করা হয়। (বুখারী হাদীস : ৬৪৬২)

দু'আ : সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্ তায়ালার ওপর ভরসা করার দু'আ

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ط وَكَفٰى بِاللهِ وَكِيْلاً.

উচ্চারণ: ওয়া তাওয়াক্কাল আ'লাল্লাহে ওয়াকাফা-বিল্লাহি ওয়াকীলা।

অর্থ : এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর কর, উকিল হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

(৩৩- আল-আহযাব : আয়াত-৪৮)

৩১ অক্টোবর

কুরআন : স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শষ্যক্ষেত্রস্বরূপ

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ.

অর্থ : তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শষ্যক্ষেত্র স্বরূপ। অতএব তোমরা তোমাদের শষ্যক্ষেত্রে যেভাবে খুশী সেভাবে আগমন কর এবং তোমাদের নিজেদের ভবিষ্যত রচনার জন্য এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ কর।

(২-আল বাকারা : আয়াত-২২৩)

হাদীস : যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে এমন লোক, যারা ঝাড়ফুঁকের আশ্রয় নেয় না, শুভ অশুভ মানে না এবং তাদের প্রতিপালকের ওপরই ভরসা রাখে। (বুখারী হাদীস : ৬৪৭২)

দু'আ : বিশেষ রাজত্বের অধিকারী হওয়ার জন্য সুলাইমান (আ)-এর দু'আ

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ج اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

উচ্চারণ: রাব্বিগ ফিরলী অ হাবলী মুলকাল্লা-ইয়ামবাগী-লি আহাদিম মিম বাদী ইন্নাকা আনতাল অহহাব।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন এক রাজ্য দান কর আমি ছাড়া কেউ যার অধিকারী হতে পারবে না।

(৩৮-ছোয়াদ : আয়াত-৩৫)

১১. নভেম্বর

০১ নভেম্বর

কুরআন : কতক মানব পশুর চেয়ে অধম

وَ لَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا. وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا. وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ. اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ.

অর্থ : আমি তো বহু জ্বিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা শ্রবণ করে না, তারাই পশুর ন্যায় বরং তারা অধিক বিভ্রান্ত। তারাই গাফিল।

(৭-আল আরাফ : আয়াত-১৭৯)

হাদীস : জাহান্নামকে তিন হাজার বছর উত্তাপ দেয়া হয়েছে

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اُوْقِدَ عَلَى النَّارِ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى احْمَرَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اَبْيَضَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اسْتَوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلَمَةٌ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জাহান্নামের অগ্নিকে হাজার বছর যাবৎ তাপ দেয়া হয়েছিল, ফলে তা রক্ত বর্ণ ধারণ করেছিল। অতঃপর তাকে আরও হাজার বছর তাপ দেয়া হয়েছিল যার ফলে তা শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছিল । পরবর্তী পর্যায়ে আরও হাজার বছর উত্তপ্ত করার পর উক্ত অগ্নি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। ফলে তা নিবিড়কালে অন্ধকারে রূপান্তরিত হয়েছে। (ইবনে মাজাহ, হাদীস : ৪৩২০)

দু'আ : আল্লাহর ওপর ভরসা করার দু'আ

وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ.

উচ্চারণ: ওয়া উফাওবিদু আমরী ইলাল্লাহি ইন্নাল্লাহা বাছি রুমবিল ইবাদ।

অর্থ: আমার সমস্ত কিছু আল্লাহকে অর্পণ করছি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। (৪০-আল মুমিন : আয়াত-৪৪)

০২ নভেম্বর

কুরআন : স্বামী ও স্ত্রীর হক সমান

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

অর্থ : নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরামশালী, প্রজ্ঞাময়। (২-আল বাকারা : আয়াত-২২৮)

হাদীস : ঋণী ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَاٰى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যবসায়ী লোকদের ঋণ দিত। কোনো অভাবগ্রস্তকে দেখলে সে তার কর্মচারীদের বলত তাকে ক্ষমা করে দাও। হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের ক্ষমা করে দিবেন। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন।

(বুখারী হাদীস : ২০৭৮)

দু'আ : আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহ দুআয় উল্লেখ করা মুস্তাহাব।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

উচ্চারণ: হুওয়াল আওওয়্যালু ওয়াল আখিরু আজ জাহিরু ওয়াল বাতিনু ওয়াহুওয়া বিকুল্লি শাইয়্যিন আ'লীম।

অর্থ : তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি যুগপৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (৫৭-আল হাদীদ : আয়াত-৩)

০৩ নভেম্বর

কুরআন : নারীর উপর পুরুষ হলো দায়িত্বশীল

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ.

অর্থ : পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের এককে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে পুরুষ [তাদের জন্য] সম্পদ ব্যয় করে। (৪-আন নিসা : আয়াত-৩৪)

হাদীস : ছয়টি জিনিসের হেফাজত করবে বিশেষভাবে

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اَصْدِقُوْا اِذَا حَدَّثْتُمْ اَوْفُوْا اِذَا وَعَدْتُمْ وَاَدُّوا الْاَمَانَةَ اِذَا اُئْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ وَغُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ.

অর্থ : আবু ওবাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন- তোমরা আমাকে ছয়টি জিনিসের নিশ্চয়তা দাও আমি তোমাদেরকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিবো।

১. যখন কথা বলবে সত্য বলবে,
২. ওয়াদা করলে তা পালন করবে,
৩. তোমাদের কাছে কোনো আমানত রাখা হলে তা রক্ষা করবে,
৪. তোমাদের সতিত্ব রক্ষা করবে,
৫. তোমাদের দৃষ্টি সংযত রাখবে এবং
৬. তোমাদের হাত (কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে) বিরত রাখবে।

(মিশকাত হাদীস- ৪৬৫৬)

দু'আ : ফেৎনা-ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য দু'আ

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই ওপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের সত্য প্রত্যাখানকারীদের পীড়নের পাত্র কর না, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ক্ষমা কর, তুমি তো পরাক্রমাশালী, প্রজ্ঞাময়। (৬০-আল-মুমতাহিনা : আয়াত-৪)

০৪ নভেম্বর

কুরআন : দৃষ্টি অবনমিত রাখো আর লজ্জাস্থান হেফাজত কর

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ.

অর্থ : মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে, এ নীতি তাদের জন্যে অতিশয় পবিত্র। আর তারা যা কিছু করে, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় অবহিত।

(২৪-আন নূর : আয়াত-৩০)

হাদীস : আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করা

عَنْ اَبِيْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ.

অর্থ : আবূ মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ ভালবাসে, আল্লাহও তার সাক্ষাত ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ ভালবাসে না, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ ভালবাসেন না।

(বুখারী হাদীস : ৬৫০৮)

দু'আ : কোনো কাজের পূর্ণতা লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

উচ্চারণঃ ওয়ামাইয়াতা ওয়াক্কাল আলাল্লাহি ফাহুওয়া হাছবুহূ ইন্নাল্লাহা বা-লিগু আমরিহী ক্বাদ জ্বাআলাল্লাহু লিকুল্লি শাইয়িন ক্বাদরা।

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন, আল্লাহ সমস্ত কিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করেছেন।

(৬৫-আত-তালাক : আয়াত-৩)

০৫ নভেম্বর

কুরআন : নারীরাও দৃষ্টি অবনমিত রাখবে ও লজ্জাস্থান হেফাজত করবে

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ.

অর্থ : আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ছাড়া তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় [ওড়না ও চাদর] দ্বারা আবৃত করে। (২৪-আন নূর : আয়াত-৩১)

হাদীস : তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقٰى مَعَهٗ وَاحِدٌ يَتْبَعُهٗ اَهْلُهٗ وَمَالُهٗ وَعَمَلُهٗ فَيَرْجِعُ اَهْلُهٗ وَمَالُهٗ وَيَبْقٰى عَمَلُهٗ..

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে। দু'টি ফিরে আসে, আর একটি তার সঙ্গে থেকে যায়।

১. তার পরিবারবর্গ, তার মাল ও তার 'আমাল তার অনুসরণ করে।

২. তার পরিবারবর্গ ও তার মাল ফিরে আসে।

৩. তার আমাল তার সঙ্গে থেকে যায়। (বুখারী হাদীস : ৬৫১৪)

দু'আ : শিরক থেকে বেঁচে থাকার দু'আ

اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَا اُشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا.

উচ্চারণ : ইন্নামা আদউ রাব্বী অলা-ওয়া উশরিকু বিহী আহাদা।

অর্থ : আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করি না। (৭২-জ্বিন : ২০)

০৬ নভেম্বর

কুরআন : নারীরা আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় কথা বলবে না

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى.

৩২. তবে চাপাসালায় (আকর্ষনীয়ভাবে) কথা বল না নতুবা যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা প্রলুব্ধ হবে এবং ভালো কথা বলো।

৩৩. নিজেদের ঘরে অবস্থান কর এবং পূর্বতন জাহেলী যুগের মত সাজগোজ দেখিয়ে বেড়িও না। (৩৩-আল আহযাব : আয়াত-৩২-৩৩)

হাদীস : স্বহস্তে উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করা

عَنِ الْمِقْدَامِ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ وَاِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ.

অর্থ : মিকদাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহর নবী দাউদ (আলাইহিস সালাম) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন। (বুখারী হাদীস : ২০৭২)

দু'আ : কাফেরদের ধবংসের জন্য দু'আ

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْنَكَ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا.

উচ্চারণ: রাব্বি লাতাযার আলাল আরদ্বি মিনাল কাফিরীনা দাইয়্যারা। ইন্নাকা ইন তাযারহুম ইয়ুদ্বিললু ইবা দাকা ওয়ালা ইয়ালিদু ইল্লা ফাজ্বিরান কাফফারা

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে সত্য প্রত্যাখানকারী কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না। তুমি তাদের অব্যহতি দিলে তারা তোমার বান্দাদের বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুস্কৃতিকারী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। (৭১-নূহ : আয়াত : ২৬-২৭)

০৭ নভেম্বর

কুরআন : প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার অশ্লীলতা থেকে দূরে থাক

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

অর্থ : আর প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে, বেহায়াপনা ও অশ্লীল আচরণের নিকটও যাবে না। (৬-আল আন'আম : আয়াত-১৫১)

হাদীস : কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে যমীনের ওপর একত্রিত করা হবে

عَنْ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ ﵁ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ قَالَ سَهْلٌ اَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيْهَا مَعْلَمٌ لِاَحَدٍ.

অর্থ : সাহ্ল ইবনে সা'দ ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন মানুষকে সাদা ধবধবে রুটির ন্যায় যমীনের ওপর একত্রিত করা হবে। সাহ্ল বা অন্য কেউ বলেছেন, তার মাঝে কারও কোনো পরিচয়ের পতাকা থাকবে না। (বুখারী হাদীস : ৬৫২১)

দু'আ : আল্লাহ্ তাআলাকে সর্বক্ষেত্রে উকিল হিসেবে গ্রহণ করার দু'আ।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا.

উচ্চারণঃ রাব্বুল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি লা ইলাহা ইল্লাহুওয়া ফাত্তাখিযহু ওয়াকীলা

অর্থ : তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, অতএব তাকেই উকিল হিসেবে গ্রহণ কর। (৭৩-আল মুযযাম্মিল : ৯)

০৮ নভেম্বর

কুরআন : স্ত্রী কন্যা ও মুমিন নারীরা যেন পর্দা কর

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ.

অর্থ : হে নবী, আপন স্ত্রী, কন্যা ও মুমিন মহিলাদের বলে দিন, তারা যেন তাদের শরীর ও মুখমণ্ডল চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখে।

(৩৩-আল আহ্যাব : আয়াত-৫৯)

হাদীস : হাশরের মাঠে সকল মানুষকে কাপড় বিহীন অবস্থায় উঠানো হবে

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ فَقَالَ الْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ.

অর্থ : আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- মানুষকে হাশরের মাঠে উঠানো হবে নগ্ন পদ, নগ্ন দেহ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তাহলে পুরুষ ও নারীগণ একে অপরের দিকে তাকাবে। তিনি বললেন- এরকম ইচ্ছে করার চেয়ে তখনকার অবস্থা হবে অতীব সংকটময়।

(বুখারী হাদীস : ৬৫২৭)

দু'আ : সমুদয় কাজ আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ.

উচ্চারণ: ওয়ামা-তাশা উনা ইল্লাআইয়্যাশা আল্লাহূ রাব্বুল আলামীন।

অর্থ : তোমরা তো কিছুই চাইতে পারো না, হ্যাঁ চাইতে পারেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, যিনি সৃষ্টিকুলের মালিক। (৮১-ইনফিতার : আয়াত-২৯)

০৯ নভেম্বর

কুরআন : পুরুষরা নারীদের থেকে কোনো কিছু যেভাবে চাবে

وَ اِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوْبِهِنَّ.

অর্থ : তোমরা যখন তাদের নিকট কিছু চাইবে তা পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের এবং তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা।

(৩৩-আল আহযাব : আয়াত-৫৩)

হাদীস : কিয়ামতের দিন মানুষ ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِى الْاَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ اٰذَانَهُمْ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- কিয়ামতের দিন মানুষের ঘাম ঝরবে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে এবং তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে; এমনকি কান পর্যন্ত।

(বুখারী হাদীস : ৬৫৩২)

দু'আ : ভুলে যাওয়া কথা স্মরণ হবার দু'আ

عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّیْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا.

উচ্চারণ: আসা আইয়্যাহদিয়ানী রাব্বি লিআকরাবা মিন হাজা রশাদান।

অর্থ : আশা রাখি, আমার রব এ ব্যাপারে সঠিক কথা ও কর্মনীতির দিকে আমাকে পরিচালিত করবেন। (১৮-আল-কাহফ : ২৪)

১০ নভেম্বর

কুরআন : পোশাক লজ্জাস্থান আবরণের জন্য

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۖ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ.

অর্থ : হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজসজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক। এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা গবেষণা করে। (৭-আল আ'রাফ : আয়াত-২৬)

হাদীস : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হত্যার বিচার করা হবে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَوَّلُ مَا يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- (ক্বিয়ামাতের দিন) মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম হত্যার বিচার করা হবে।

(বুখারী হাদীস : ৬৫৩৩)

দু'আ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যের উপর অটল থাকার জন্য দু'আ

رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ.

উচ্চারণ: রাব্বানা আ-মান্না বিমা আনঝালতা ওয়াততাবা'নার রাসূলা ফাকতুবনা মাআশ শাহিদীন।

অর্থ : প্রভু হে! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি, যা তুমি অবতীর্ণ করেছ। আর আমরা রাসূলের প্রতি অনুগত হয়েছি। অতএব আমাদেরকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-৫৩)

১১ নভেম্বর

কুরআন : যারাই ভালো কাজ করবে তারাই জান্নাতী

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا.

অর্থ : তোমাদের যে কেউ সে নারী হোক বা পুরুষ মুমিন সৎ আমল করলে জান্নাতে প্রবেশ করাব এবং সামান্যতম অবিচারও তাদের প্রতি করা হবে না। (৪-আন নিসা : আয়াত-১২৪)

হাদীস : কাউকে কষ্ট দিলে তার কাছ থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهٗ مَظْلِمَةٌ لِاَخِيْهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَاِنَّهٗ لَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّؤْخَذَ لِاَخِيْهِ مِنْ حَسَنَاتِهٖ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَخِيْهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি তার ভাই-এর ওপর যুলুম করেছে সে যেন তার কাছ থেকে ক্ষমা নিয়ে নেয়, তার ভাই-এর পক্ষে তার নিকট হতে পুণ্য কেটে নেয়ার আগেই। কারণ সেখানে কোনো দীনার বা দিরহাম পাওয়া যাবে না। তার কাছে যদি পুণ্য না থাকে তবে তার (মাজলুম) ভাই-এর গুনাহ এনে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী হাদীস : ৬৫৩৪)

দু'আ : ক্ষমা ও মাগফিরাতের জন্য দু'আ

رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ.

উচ্চারণঃ রাব্বি ইন্নী জ্বলামতু নাফছী ফাগফিরলী।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের প্রতি জুলম করেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। (২৮-আল-কাসাস : আয়াত-১৬)

১২ নভেম্বর

কুরআন : ইসলাম ব্যতীত অন্য জীবন ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

অর্থ : যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-৮৫)

হাদীস : জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থল

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُوْنَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى اِذَا هُذِّبُوْا وَنُقُّوْا اُذِنَ لَهُمْ فِىْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَاَحَدُهُمْ اَهْدٰى بِمَنْزِلِهِ فِى الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِى الدُّنْيَا.

অর্থ : আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন- মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার পর একটি পুলের ওপর তাদের দাঁড় করানো হবে, যা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে অবস্থিত। দুনিয়ায় তারা একে অপরের ওপর যে যুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণ করানো হবে। তারা যখন পাক-সাফ হয়ে যাবে, তখন তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রাণ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার দুনিয়ার বাসস্থানের তুলনায় জান্নাতের বাসস্থানকে উত্তমরূপে চিনতে পারবে। (বুখারী হাদীস : ৬৫৩৫)

দু'আ : নিজেকে সৎ পথে কায়েম রাখার দু'আ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

উচ্চারণ : রাব্বানা লাতুঝিগ্ কুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুন্‌কা রাহমাতান, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ দেখানোর পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করো না, আর তোমার পক্ষ হতে আমাদের উপর রহমত বর্ষণ করো। নিশ্চয় তুমি সবকিছুর দাতা। (৩-আলে ইমরান : আয়াত :৮)

১৩ নভেম্বর

কুরআন : মোহরানা দেয়া ফরজ

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً.

অর্থ : নারীদেরকে তাদের মোহরানা খুশিমনে দিয়ে দাও।

(৪-আন নিসা : আয়াত-৪)

হাদীস : পরকালে কোন বিনিময় চলবে না

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ اَرَاَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا اَكُنْتَ تَفْتَدِىْ بِهٖ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ اَيْسَرُ مِنْ ذٰلِكَ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন- কিয়ামতের দিন কাফিরকে হাযির করা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে তোমার যদি দুনিয়া ভর্তি সোনা থাকত তাহলে তুমি কি বিনিময়ে তা দিয়ে আযাব থেকে বাঁচতে চাইতে না? সে বলবে হাঁ। এরপর তাকে বলা হবে তোমার কাছে তো এর চেয়ে বহু ক্ষুদ্র বস্তু (তাওহীদ) চাওয়া হয়েছিল। (বুখারী হাদীস : ৬৫৩৮)

দু'আ : বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহি, লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।

অর্থ : আমি আল্লাহর নামে বের হচ্ছি, আল্লাহর ওপর ভরসা করছি। আল্লাহ ছাড়া কোনো অভিভাবক ও শক্তি নেই। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত ৩/২৩৩০)

১৪ নভেম্বর

কুরআন : ইসলাম একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ : নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।

(২-আলে ইমরান : আয়াত-১৯)

হাদীস : জীবিতদের ক্রন্দন মৃতের কষ্টের কারণ হয়

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى يَهُوْدِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهَا.

অর্থ : নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী 'আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ইয়াহুদী স্ত্রীলোকের (কবরের) পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যার পরিবারের লোকেরা তার জন্য কান্না করছিল। তখন তিনি বললেন : তারা তো তার জন্য কান্না করছে অথচ তাকে কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ১২৮৯; মুসলিম, পর্ব ১১ :)

দু'আ : সন্তানাদিসহ নিজে মুছল্লী হওয়া এবং পিতা-মাতাসহ সমস্ত মুসলিম ব্যক্তির জন্য দু'আ

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

উচ্চারণ: রাব্বিজআলনী মুক্বীমাছ ছালাতি ওয়া মিন যুররিইয়াতী, রাব্বানা ও তাক্বাব্বাল দু'আ। রাব্বানাগফিরলী ওয়া লিওয়ালিদাইয়্যা ওয়া লিলমুমিনীনা ইয়াওমা ইয়াক্বুমুল হিসাব।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমাদের সন্তানাদিকেও। হে আমাদের প্রভু! আমাদের দু'আ কবুল করুন। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন যেদিন হিসাব কায়েম হবে। (১৪-ইবরাহীম : আয়াত-৪০-৪১)

১৫ নভেম্বর

কুরআন : কোনো নারীকে জোর করে বিবাহ করা যাবে না

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا .

অর্থ : হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য নারীদের জোর করে অধিকারভুক্ত করা যায়েজ নেই। আর তোমরা তাদের সাথে সদভাবে বসবাস কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে তোমাদের জন্য অনেক কল্যাণ রাখবেন। (৪-আন নিসা : আয়াত-১৯)

হাদীস : পরকালের সবচেয়ে হালকা শাস্তি

عَنِ النُّعْمَانَ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوْضَعُ فِيْ اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِيْ مِنْهَا دِمَاغُهُ.

অর্থ : নু'মান ইবনে বাশীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামাতের দিন ঐ ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা লঘু 'আযাব হবে, যার দু'পায়ের তলায় রাখা হবে জ্বলন্ত অঙ্গার, তাতে তার মগয ফুটতে থাকবে।

(বুখারী হাদীস : ৬৫৬১)

দু'আ : ক্রোধ ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিরাপদ থাকার দু'আ

رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ.

উচ্চারণঃ রাব্বি আ'উযুবিকা মিন হামাঝাতিশ শাইয়া-ত্বীন। ওয়া আ'উযুবিকা রাব্বি আই ইয়াহযুরূন।

অর্থ : হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমার প্রভু! আমার নিকট তাদের উপস্থিত থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (২৩-আল মুমিনুন : আয়াত-৯৭-৯৮)

১৬ নভেম্বর

কুরআন : সতী নারীর প্রতি অপবাদ দেয়া জাহান্নামের যাওয়ার কারণ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ .

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা সচ্চরিত্রা সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব। (২৪-আন নূর : আয়াত-২৩)

হাদীস : মুহাম্মাদ ﷺ-এর শাফাআত

عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُسَمُّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ.

অর্থ : ইমরান ইবনে হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর শাফাআতে একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে জাহান্নামী বলেই সম্বোধন করা হবে। (বুখারী হাদীস : ৬৫৬৬)

দু'আ : মসজিদে প্রবেশের দু'আ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জন্য তুমি তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও।
(মুসলিম, মিশকাত হাদীস :৬৫১)

নভেম্বর ১৭

কুরআন : ঈমানদারদের গুণাবলি

وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

অর্থ : এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে পরহেজগার লোকদের ইমাম বানাও।

(২৪-আল ফুরকান : আয়াত-৭৪)

হাদীস : মুশরিকদের নাবালিগ সন্তানাদি সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ اَوْلَادِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ (সা) -কে মুশরিকদের নাবালিগ সন্তানাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, তারা (বাঁচলে) কী 'আমল করত এ ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন। (বুখারী হাদীস : ৬৫৯৭)

দু'আ : কাবা গৃহ দর্শনের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালাম, ফাহাইয়িনা রাব্বানা বিসসালাম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি শান্তি, আপনার থেকেই শান্তি আসবে। অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শান্তির সাথে বাঁচিয়ে রাখুন।

(কানযুল উম্মাল : ৩৮০৫৪)

১৮ নভেম্বর

কুরআন : আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্যতা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ

وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۔

অর্থ : আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন যাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

(৭২-আল জ্বিন : আয়াত-২৩)

হাদীস : মানত করতে নিষেধাজ্ঞা

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ اِنَّهٗ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهٖ مِنَ الْبَخِيْلِ.

অর্থ : আবদুলাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) মানত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, মানত কোনো জিনিসকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে না। এর দ্বারা শুধু কৃপণের কিছু মাল বের হয়ে যায়।

(বুখারী হাদীস : ৬৬০৮)

দু'আ : কাবাগৃহে প্রবেশের দু'আ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া সাল্লিম আল্লাহুম্মাফ তাহলী, আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! আমার জন্য রহমতের দরজা খুলে দিন।

(আবু দাউদ হাদীস : ৪৬৫)

১৯ নভেম্বর

কুরআন : মানুষের নিকট হয়ত প্রিয় কিন্তু আল্লাহর নিকট অপ্রিয়

وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : হতে পারে, কোনো বিষয় তোমাদের অপছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং কোনো বিষয় তোমাদের পছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। (২-আল বাকারা : আয়াত-২১৬)

হাদীস : খারাপ পরিণতি ও দুর্ভাগ্য হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা ভয়ানক বিপদ, দুর্ভাগ্যের অতল তল, মন্দ পরিণতি এবং শত্রুর আনন্দ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। (বুখারী হাদীস : ৬৬১৬)

দু'আ : কাবা গৃহে প্রবেশের দ্বিতীয় দু'আ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা মুহাম্মাদিও ওয়া সাল্লাম, আল্লাহুম্মা ছিমনি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ রাখ।

(ইবনে মাজা হাদীস :৭৭৩)

২০ নভেম্বর

কুরআন : নারীরা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করে বেড়াবে না

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ

অর্থ : তারা যেন নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদের সামনে প্রকাশ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে সজোরে চলাফেরা না করে।

(২৪-আন নূর : আয়াত-৩১)

হাদীস : কসম না করা চাই

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اسْتَلَجَّ فِيْ اَهْلِهِ بِيَمِيْنٍ فَهُوَ اَعْظَمُ اِثْمًا لِيَبَرَّ يَعْنِى الْكَفَّارَةَ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আপন পরিবারের ব্যাপারে কসম করে এর ওপর অটল থাকে সে মস্ত বড় পাপী, তার কাফ্ফারা তাকে গুনাহ থেকে মুক্ত করবে না। (বুখারী হাদীস : ৬৬২৬)

দু'আ : আযানের দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দা'ওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াছ ছালাতিল ক্বাইমাতি, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা, ওয়াবআছহু মাক্বামাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়া আদতাহ।

অর্থ : হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও আসন্ন সালাতের তুমি মালিক। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দান কর অসীলা ও ফযীলাত এবং তাকে সেই প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত কর, যার ওয়াদা তুমি করেছ। (বুখারী, মিশকাত হাদীস :৬০৮)

২১ নভেম্বর

কুরআন : ইবাদত কর, শিরক করো না

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا.

অর্থ : আর তোমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।

(৪-আন নিসা : আয়াত-৩৬)

হাদীস : মন্দ ধারণা করা নিষেধ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমরা ধারণা করা হতে বেঁচে থাক, ধারণা করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যা। কারও দোষ অনুসন্ধান কর না, দোষ বের করার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি কর না, একে অন্যের হিংসা কর না, পরস্পরে সম্পর্কচ্ছেদ কর না। ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ আল্লাহর বান্দাহ হয়ে যাও। (বুখারী হাদীস : ৬৭২৪)

দু'আ : মসজিদ হতে বের হওয়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদলিকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি অনুগ্রহ চাই।

(মুসলিম, মিশকাত হাদীস :৬৫১)

২২ নভেম্বর

কুরআন : বার্তাবাহক মানুষ এবং ফেরেশতাদের মধ্য থেকে হয়ে থাকে

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ .

অর্থ : আল্লাহ ফেরেশ্‌তাদের মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হতেও; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা। (২২-হাজ্জ : আয়াত-৭৫)

হাদীস : যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা যায় তা উত্তরাধিকারীদের জন্য

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهٖ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَاِلَيْنَا.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা যায় সে ধন-সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের জন্য। আর যে ঋণ রেখে (মারা) যায় তা (আদায় করা) আমার যিম্মায়।

(বুখারী হাদীস : ৬৭৬৩)

দু'আ : আযানের দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দা'ওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াছ ছালাতিল ক্বাইমাতি, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা, ওয়াবআছহু মাক্বামাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়া আদতাহ।

অর্থ : হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও আসন্ন সালাতের তুমি মালিক। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দান কর অসীলা ও ফযীলাত এবং তাকে সেই প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত কর, যার ওয়াদা তুমি করেছ। (বুখারী, মিশকাত হাদীস :৬০৮)

২৩ নভেম্বর

কুরআন : পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِیْ عَامَیْنِ اَنِ اشْكُرْ لِیْ وَلِوَالِدَیْكَ ؕ اِلَیَّ الْمَصِیْرُ.

অর্থ : আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার ব্যাপারে [সদাচরণের] নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে, তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন-তো আমার কাছেই। (৩১-লুকমান : আয়াত-১৪)

হাদীস : মুসলিম কাফিরের এবং কাফির মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

অর্থ : উসামাহ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- মুসলিম, কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না আর কাফিরও মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না।

(বুখারী হাদীস : ৬৭৬৪)

দু'আ : কবরে লাশ রাখার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ

অর্থ: আল্লাহর নামে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিল্লাতের ওপর রাখছি।

(আহমদ তিরমিযী, মিশকাত হাদীস :১৬১৫)

২৪ নভেম্বর

কুরআন : আল্লাহর অবাধ্যতায় পিতা-মাতার আনুগত্য করা যাবে না

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۖ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

অর্থ : আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে করবে সদ্ভাবে। আর আমার অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে। (৩১- লুকমান : আয়াত-১৫)

হাদীস : মু'মিন তার দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণ স্বস্তিতে থাকে

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِىْ فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهٖ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- মু'মিন তার দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণ স্বস্তিতে থাকে, যে পর্যন্ত না সে কোনো হারাম ঘটায়। (বুখারী হাদীস : ৬৮৬২)

দু'আ : মাইয়েত শিশু হলে তার জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَّفَرَطًا وَّذُخْرًا وَّاَجْرًا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ আলহুলানা সালাফাও ওয়া ফারাত্বাও ওয়া যুখরাও ওয়া আজরান।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি এই শিশুকে আমাদের জন্য পূর্বগামী, অগ্রগামী এবং পরকালের পুজি ও পুরস্কার হিসাবে গণ্য কর।

(বুখারী তা'লীক্ব, মিশকাত হাদীস :১৫৯৯)

২৫ নভেম্বর

কুরআন : সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি জঘন্য গুনাহ

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : হে নবী! তাদের বল, আমার আল্লাহ্ যেসব জিনিস হারাম করেছেন তাতো এই নির্লজ্জতার কাজ প্রকাশ্য বা গোপনীয় এবং গুনাহের কাজ ও সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি। (তিনি আরো হারাম করেছেন) তোমরা আল্লাহর সাথে (অন্য কাউকে) শরীক করবে, যার ব্যাপারে তিনি কখনো কোনো সনদ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তোমাদের এমন সব (বাজে) কথা বলা, যার ব্যাপারে তোমাদের কোনোই জ্ঞান নেই।

(৭-আ'রাফ : আয়াত-৩৩)

হাদীস : নবীদের একজনকে অন্য জনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া নিষেধ

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُخَيِّرُوْا بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ.

অর্থ : আবূ সা'ঈদ সূত্রে নবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- তোমরা নবীদের একজনকে অন্য জনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না। **(বুখারী হাদীস : ৬৯১৬)**

দু'আ : মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফির লাহু, আল্লা-হুম্মা ছাব্বিতহু।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি এই মৃতকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! (এ সময়) তাকে (ঈমানের ওপর) দৃঢ় রাখ। **(আবু দাউদ, হাকেম, হিসনুল মুসলিম, দু'আ নং ১৬৪)**

২৬ নভেম্বর

কুরআন : শয়তান প্রকাশ্য শত্রু

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

অর্থ : হে মানব মন্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।
(২-আল বাকারা : আয়াত-১৬৮)

হাদীস : জান্নাত এবং জাহান্নাম খুবই সন্নিকটে

عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ

অর্থ : আবদুলাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন- জান্নাত তোমাদের জুতার ফিতার চেয়েও বেশি নিকটে আর জাহান্নামও সেই রকম। (বুখারী হাদীস : ৬৪৮৮)

দু'আ : কবর যিয়ারতের দু'আ

اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ

উচ্চারণঃ আসসলামু আলা আহলিদ দিইয়ারি মিনাল মুমিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইয়ারহামুল্লাহুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা'খিরীনা ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লালাহিকূন।

অর্থঃ মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমাদের যারা প্রথমে গেছে তাদের এবং যারা পরে আসবে তাদের ওপর আল্লাহ দয়া করুন। আমরাও শীঘ্রই তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি ইনশাআল্লাহ। (মুসলিম- ২৩০১)

২৭ নভেম্বর

কুরআন : আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে সকল পবিত্র বস্তু জীবিকারূপে দান করেছি, তা হতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা একান্তভাবে তারই ইবাদত কর। (২-আল বাকারা : আয়াত-১৭২)

হাদীস : তিনটি জিনিসে ঈমানের স্বাদ পাওয়া যায়

عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- তিনটি জিনিস এমন যার মধ্যে সেগুলো পাওয়া যাবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে।

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে আর সবকিছুর চেয়ে প্রিয় হওয়া।
২. কাউকে কেবল আল্লাহর জন্য ভালবাসা।
৩. জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেভাবে অপছন্দ করে, তেমনি পুনরায় কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়াকে অপছন্দ করে। (বুখারী হাদীস : ৬৯৪১)

দু'আ : ক্ষমা ও মাগফিরাতের জন্য দু'আ

رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ.

উচ্চারণ : রাব্বি ইন্নী জ্বলামতু নাফছী ফাগফিরলী।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের প্রতি জুলম করেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। (২৮-আল-কাসাস : আয়াত-১৬)

২৮ নভেম্বর

কুরআন : কাফেরদের কথা ব্যবসা হলো সুদের মতো

اَلَّذِیۡنَ یَاۡکُلُوۡنَ الرِّبٰوا لَا یَقُوۡمُوۡنَ اِلَّا کَمَا یَقُوۡمُ الَّذِیۡ یَتَخَبَّطُهُ الشَّیۡطٰنُ مِنَ الۡمَسِّ ؕ ذٰلِکَ بِاَنَّهُمۡ قَالُوۡۤا اِنَّمَا الۡبَیۡعُ مِثۡلُ الرِّبٰوا

অর্থ : যারা সুদ খায় তারা (মাথা উঁচু করে) দাঁড়াতে পারবে না, (দাঁড়ালেও) তার দাঁড়ানো হবে সে ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান নিজস্ব পরশ দিয়ে (দুনিয়ার লোভ লালসায়) মোহাচ্ছন করে রেখেছে। এটা এ কারণে, যেহেতু এরা বলে, ব্যবসা বাণিজ্য তো সুদের মতোই। (২-আল বাকারা : আয়াত-২৭৫)

হাদীস : পুণ্য মনে করে ইসলামে নতুন কিছুর আভির্ভাব করা যাবে না

عَنۡ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتۡ قَالَ رَسُوۡلُ اللهِ ﷺ مَنۡ اَحۡدَثَ فِیۡ اَمۡرِنَا هٰذَا مَا لَیۡسَ فِیۡهِ فَهُوَ رَدٌّ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- কেউ আমাদের এ শরী'আতে নাই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যাত।'

(বুখারী হাদীস : ২৬৯৭)

দু'আ : কল্যাণকর কাজের সন্ধানের জন্য দু'আ

عَسٰۤی اَنۡ یَّهۡدِیَنِ رَبِّیۡ لِاَقۡرَبَ مِنۡ هٰذَا رَشَدًا

উচ্চারণ : আছা-আইয়াহ দিয়ানি রাব্বি-লা আক্বরাবা মিনহাযা-রাশাদা।

অর্থ : সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে গুহাবাসীর বিবরণ অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন। (১৮-আহকাফ : আয়াত-২৪)

২৯ নভেম্বর

কুরআন : চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা দ্বিগুণের ওপর দ্বিগুণ সুদ ভক্ষণ কর না এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-১৩০)

হাদীস : এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهٖ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই, না সে তার প্রতি যুলুম করবে, আর না তাকে অন্যের হাওলা করবে। যে কেউ তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। (বুখারী হাদীস : ৬৯৫১)

দু'আ : নিজের অবস্থান থেকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার দু'আ

مَا مَكَّنِّيْ فِيْهِ رَبِّيْ خَيْرٌ

উচ্চারণ : মামাক্কান্নী ফীহি রাব্বী খাইরুন।

অর্থ: আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট।

(১৮-আল-কাহফ : আয়াত-৯৫)

৩০ নভেম্বর

কুরআন : সুদের পাওনা দেনা ছেড়ে দাও

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوۡا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ - فَاِنۡ لَّمۡ تَفۡعَلُوۡا فَاۡذَنُوۡا بِحَرۡبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ ۚ وَ اِنۡ تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوۡسُ اَمۡوَالِكُمۡ ۚ لَا تَظۡلِمُوۡنَ وَ لَا تُظۡلَمُوۡنَ .

২৭৮. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা (সুদের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় কর, আগের (সুদী কারবারের) যে সব বকেয়া আছে তোমরা তা ছেড়ে দাও, যদি সত্যিই তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকে ।

২৭৯. যদি তোমরা এমনটি না করো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে (তোমাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের (ঘোষণা থাকবে)। আর যদি (এখনো) তোমরা (আল্লাহর দিকে) ফিরে আসো তাহলে তোমরা তোমাদের মূলধন ফিরে পাবার অধিকারী হবে। (সুদী কারবার দ্বারা) অন্যের ওপর যুলুম কর না, তোমাদের ওপরও অতঃপর (সুদের) যুলুম করা হবে না। (২-আল বাকারা : আয়াত-২৭৮-২৭৯)

হাদীস : মজলুম এবং যালিমকে সাহায্য করা প্রসঙ্গে

عَنۡ اَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ ﷺ اُنۡصُرۡ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوۡ مَظۡلُوۡمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوۡلَ اللّٰهِ اَنۡصُرُهٗ اِذَا كَانَ مَظۡلُوۡمًا اَفَرَاَيۡتَ اِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيۡفَ اَنۡصُرُهٗ قَالَ تَحۡجُزُهٗ اَوۡ تَمۡنَعُهٗ مِنَ الظُّلۡمِ فَاِنَّ ذٰلِكَ نَصۡرُهٗ

অর্থ : আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমার ভাইকে সাহায্য কর। সে যালিম হোক অথবা মজলুম হোক। এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মজলুম হলে তাকে সাহায্য করব তা তো বুঝলাম। কিন্তু যালিম হলে তাকে কিভাবে সাহায্য করব? তিনি বললেন- তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখবে। আর এটাই হলো তার সাহায্য।

(বুখারী হাদীস : ৬৯৫২)

দু'আ : কাপড় খুলে রাখার সময় দু'আ

بِسۡمِ اللّٰهِ .

উচ্চারণ : 'বিসমিল্লাহে।

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি। (তিরমিযী সনদ সহীহ, হিছনুল মুসলিম, পৃ:১৩)

১২. ডিসেম্বর

০১ ডিসেম্বর

কুরআন : ব্যবসায় হালাল এবং সুদ হারাম

وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰی فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَ اَمْرُهٗۤ اِلَی اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ یَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ یُرْبِی الصَّدَقٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا یُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِیْمٍ.

২৭৫. অথচ আল্লাহ তায়ালা ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন, তাই তোমাদের যার যার কাছে তার মালিকের পক্ষ থেকে (সুদ সংক্রান্ত) এ উপদেশ পৌঁছেছে, সে সুদের কারবার থেকে বিরত থাকবে, আগে (এ আদেশ আসা পর্যন্ত) যে সুদ সে খেয়েছে তা তো তার জন্যে অতিবাহিত হয়েই গেছে। তার ব্যাপার একান্তই আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্তের ওপর। কিন্তু (এরপর) যে ব্যক্তি (আবার সুদী কারবারে) ফিরে আসবে, তারা অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

২৭৬. আল্লাহ তায়ালা সুদ নিশ্চিহ্ন করেন, (অপর দিকে) দান সদকা (-র পবিত্র কাজ)-কে তিনি (উত্তরোত্তর) বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ তায়ালা (তাঁর নিয়ামতের প্রতি) অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের কখনো পছন্দ করেন না।

(২-আল বাকারা : আয়াত-২৭৫-২৭৬)

হাদীস : ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়।

عَنْ اَبِیْ قَتَادَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ الرُّؤْیَا الصَّادِقَةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّیْطَانِ

অর্থ : আবূ ক্বাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। (বুখারী হাদীস : ৬৯৮৪)

দু'আ : মুরগের ডাক শুনলে যে দোয়া পড়তে হয়

اَسْئَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ: আসআলুল্লাহা মিন ফাদলিকা।

অর্থ : আমি আল্লাহর নিকট তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি। (বুখারী : ৩৩০৩)

০২ ডিসেম্বর

কুরআন : আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় যা দেয়া হয় তাই বৃদ্ধি পায়

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۠ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

অর্থ : মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এ আশায় যা কিছু তোমরা সুদে দিয়ে থাক; আল্লাহর কাছে তা বর্ধিত হয় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।
(৩০-আর রুম : আয়াত-৩৯)

হাদীস : জামাতবদ্ধ থাকা ফরয

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْ اَمِيْرِهٖ شَيْئًا يَكْرَهُهٗ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَاِنَّهٗ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ اِلَّا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন- যে লোক নিজ আমীরের কাছ থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে সে যেন তাতে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে লোক জামাত থেকে এক বিঘতও বিচ্ছিন্ন হবে তার মৃত্যু হবে অবশ্যই জাহিলী মৃত্যুর মত। (বুখারী হাদীস : ৭০৫৪)

দু'আ : কোনো ব্যক্তি দান করলে তার জন্য দু'আ

بَارَكَ اللّٰهُ فِيْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ.

উচ্চারণ: বারাকাল্লাহু লাকা ফী আহলিকা ওয়া মালিকা

অর্থ: আল্লাহ! তোমার সম্পদ ও পরিবারবর্গে বরকত দান করুন।
(বুখারী হাদীস : ৪৭৮৫)

০৩ ডিসেম্বর

কুরআন : সালাত খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ.

অর্থ : নিশ্চয় নামায মানুষকে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে।

(২৯-আল আনকাবুত : আয়াত-৪৫)

হাদীস : ফিতনা ছড়িয়ে পড়া

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ اَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى اُطُمٍ مِنْ اٰطَامِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا اَرٰى قَالُوْا لَا قَالَ فَاِنِّيْ لَاَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوْتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطْرِ.

অর্থ : উসামা ইবনে যায়েদ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ মদিনার টিলাসমূহের একটির ওপর উঠে বললেন- আমি যা দেখি তোমরা কি তা দেখতে পাও? উত্তরে সাহাবায়ে কিরাম বললেন, না। তখন নবী ﷺ বললেন- অবশ্যই আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের ঘরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ফিতনা বৃষ্টির মতো পতিত হচ্ছে। (বুখারী হাদীস : ৭০৬০)

দু'আ : গ্রহণযোগ্য ইবাদত করার তাওফীক চেয়ে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আইন্নী আলাযিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবা-দাতিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সাহায্য কর আমি যেন তোমার শুকরিয়া আদায় করতে পারি এবং ভালোভাবে তোমার ইবাদত করতে পারি।

(আহমাদ, আবু দাউদ, নাসঈ, শিকাত হাদীস :৮৮৮)

০৪ ডিসেম্বর

কুরআন : নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করা ফরজ

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ ج فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا.

অর্থ : অনন্তর যখন তোমরা সালাত সম্পাদন কর তখন দন্ডায়মান ও উপবিষ্ট এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন সালাত প্রতিষ্ঠিত কর; নিশ্চয় সালাত বিশ্বাসীগণের ওপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত। (৪-আন নিসা : আয়াত-১০৩)

হাদীস : কিয়ামতের পূর্বে আমল কমে যাবে, কৃপণতা ছড়িয়ে পরবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّمَ هُوَ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- সময় নিকটতর হতে থাকবে, আর আমল কমে যেতে থাকবে, কৃপণতা ছড়িয়ে দেয়া হবে, ফিতনার বিকাশ ঘটবে এবং হারজ ব্যাপকতর হবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হারজ সেটা কী? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হত্যা, হত্যা। (বুখারী হাদীস : ৭০৬১)

দু'আ : নিজে ও সন্তাদিকে শিরক থেকে বাঁচার জন্য যে দো'আ পড়তে হয়

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ .

উচ্চারণ : রাব্বিজ'আল হাযাল বালাদা আমিনাও ওয়াজনুবনী ওয়া বানিইয়্যা আন্না'বুদাল আছনাম।

অর্থ : হে প্রভু! এই শহরকে শান্তিময় করে দাও এবং আমাকে ও আমার সন্তানাদিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ' (সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৫)

০৫ ডিসেম্বর

কুরআন : নামাজ না পড়া ও অভাবগ্রস্থকে সাহায্য না করা জাহান্নামে যাওয়া কারণ

عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ - مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ - قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ - وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ .

৪১. (ডান পার্শস্ত লোকেরা) অপরাধীদের সম্পর্কে বলবে।

৪২. তোমাদের কিসে জাহান্নামে নীত করেছে।

৪৩. তারা বলবে আমরা নামায পড়তাম না।

৪৪. অভাবগ্রস্তদের আহার দিতাম না। (৭৪-আল মুদ্দাস্সির : আয়াত-৪১-৪৪)

হাদীস : শাসনভার কোনো স্ত্রীলোকের হাতে অর্পণ করার পরিণাম

عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ ﵁ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِى اللهُ بِكَلِمَةٍ اَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ اَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوْا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ امْرَاَةً.

অর্থ : আবূ বাকরাহ ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি কথা দিয়ে আল্লাহ জঙ্গে জামাল (উষ্ট্রের যুদ্ধ) এর সময় আমাকে বড়ই উপকৃত করেছেন। (তা হলো) নবী ﷺ -এর নিকট যখন এ খবর পৌছল যে, পারস্যের লোকেরা কিসরার মেয়েকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছে, তখন তিনি বললেন- সে জাতি কখনো সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোনো স্ত্রীলোকের হাতে অর্পণ করে। (বুখারী হাদীস : ৭০৯৯)

দু'আ : ভোরে ঘুম থেকে উঠার সময় যে দু'আ পড়তে হয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণ : আল'হামদু লিল্লাহিল লাযী আ'হইয়ানাবা'দা মাআমাতানা ওয়া ইলাহহিন নুশুর।

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমদেরকে জীবিত করেছেন মৃত্যুর (ঘুমের) পরে, আর তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

(সহীহ বুখারী ৫/২৩৬, ২৩২৭, ২৩৩০, ৬/২৬৯২, সহীহ মুসলিম ৪/২০৮৩, নং ২৭১১)

০৬ ডিসেম্বর

কুরআন : অনিয়মিত নামাজীদের জন্য দুর্ভাগ্য

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ .

৪. পরিতাপ সেই নামায আদায়কারীদের জন্য,

৫. যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী,

৬. যারা লোক দেখানোর জন্যে ওটা করে। (১০৭-মাউন : আয়াত-৪-৬)

হাদীস : বসার চেয়ে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা অধিক উত্তম

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ﷺ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّيْ قَاعِدًا قَالَ مَنْ صَلّٰى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ . وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَلَهٗ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ . وَمَنْ صَلّٰى نَائِمًا فَلَهٗ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ .

অর্থ : ইমরান ইবনে হুসায়ন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন– যে বসে সালাত আদায় করছিল। তিনি বললেন। যে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করল, সে উত্তম। আর যে বসে সালাত আদায় করল, তার জন্যে রয়েছে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব। আর যে শুয়ে শুয়ে তন্দ্রা অবস্থায় সালাত আদায় করল, তার জন্যে রয়েছে বসে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব ।

(ইবনে মাজাহ- ১২৩১, আবু দাউদ-৮৭৭)

দু'আ : কারোর উপকারে কৃতজ্ঞতা জানাতে যে দু'আ পড়তে হয়

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا.

উচ্চারণ : জাযাকাল্লাহু খাইরান।

অর্থ : আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। (বুখারী হাদীস : ৩৭৭৩)

০৭ ডিসেম্বর

কুরআন : দ্বীনের সহজ পথ

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ. دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

অর্থ : বল, 'আমার প্রতিপালক তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। তাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।' (৬-আল আনয়াম : আয়াত-১৬১)

হাদীস : ধৈর্যের প্রতিদান

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ سُبْحَانَهٗ اِبْنُ اٰدَمَ اِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى لَمْ اَرْضَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ.

অর্থ : আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা বলবেন- হে আদম সন্তান, তোমরা যদি বিপদের প্রথম আক্রমণের (আঘাতের) সময়ে ধৈর্য ধর এবং প্রতিদান চাও তবে আমি প্রতিদানে তোমাদেরকে জান্নাত দিতাম। (ইবনে মাজাহ :১৫৯৭)

দু'আ : কাউকে বিদায় দিতে গিয়ে যে দু'আ পড়তে হয়

فِىْ اَمَانِ اللهِ.

উচ্চারণ : ফি আমানিল্লাহী।

অর্থ : তুমি আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকো। (আল মু'জামুল কাবীর : ১৭২৫৪)

০৮ ডিসেম্বর

কুরআন : আল্লাহ্ রাসূল ও নিজেদের আমানত রক্ষা কর

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তোমাদের ওপর ন্যস্ত আমানতের খেয়ানত করো না। অথচ তোমরা এর গুরুত্ব জান।

(৮-আল আনফাল : আয়াত-২৭)

হাদীস : যে আযান দিয়ে নামাজ পড়ে তাকে আল্লাহ্ জান্নাত দেন।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِيْ غَنَمٍ فِيْ رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّيْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِيْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.

অর্থ : উকবাহ ইবনে আমের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন- এক রাখাল পাহাড়ের চূড়ায় আযান দিয়ে সালাত পড়ে। তোমাদের প্রতিপালক এ রাখালের ব্যাপারে আশ্চর্য হয়ে যান। তাই আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন- তোমরা আমার এই বান্দাকে দেখ, সে আমার ভয়ে আযান দিয়ে সালাত পড়ে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলাম। (নাসায়ী : ৬৬৫)

দু'আ : ওপরে উঠার সময় যে দু'আ পড়তে হয়

اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

উচ্চারণ : আল্লাহু আকবার।

অর্থ : আল্লাহ মহান। (বুখারী হাদীস : ৯১৪)

০৯ ডিসেম্বর

কুরআন : সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ কর

وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا - وَ مِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا.

২৫. এবং তোমার রবের নাম স্মরণ কর সকাল সন্ধ্যায়।

২৬. রাত্রির কিয়দাংশ তাঁর প্রতি সেজদায় নত হও এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (৭৬-আদ দাহর : আয়াত-২৫-২৬)

হাদীস : জানাযার সালাতে উপস্থিত হওয়া

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ﷺ مَنْ صَلّٰى جَنَازَةً فَلَهٗ قِيْرَاطٌ وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتّٰى تُوْضَعَ فِى الْقَبْرِ فَلَهٗ قِيْرَاطَانِ قَالَ قُلْتُ يَاَبَا هُرَيْرَةَ وَمَا الْقِيْرَاطُ قَالَ مِثْلُ اُحُدٍ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করল তার জন্য এক কীরাত পরিমাণ সওয়াব আর যে ব্যক্তি মৃতের সাথে থাকল তাকে কবরে রাখা পর্যন্ত তবে তার জন্য দু'কীরাত পরিমাণ সওয়াব রয়েছে। রাবী বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আবু হুরায়রা! কীরাত কী? তিনি বললেন, উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ।

(মুসলিম-৩য় খ- পৃঃ ২৬৪)

দু'আ : নীচে নামার সময় যে দু'আ পড়তে হয়

سُبْحَانَ اللّٰهِ.

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহর তাসবীহ বর্ণনা করছি। (বুখারী হাদীস : ৩৫৯৯)

১০ ডিসেম্বর

কুরআন : জামাতের সাথে নামাজ আদায় কর

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ.

অর্থ : নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে রুকূ কর। (২-আল বাকারা : আয়াত-৪৩)

হাদীস : নেতৃত্বের লোভ করা নিষেধ

عَنْ اَبِيْ مُوْسَى ﷺ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِيْ فَقَالَ اَحَدُ الرَّجُلَيْنِ اَمِّرْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَقَالَ الْاٰخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ اِنَّا لَا نُوَلِّيْ هٰذَا مَنْ سَاَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ.

অর্থ : আবূ মূসা ﷺ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমি ও আমার কওমের দু'ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। সে দু'জনের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে (কোনো বিষয়ে) আমীর নিযুক্ত করুন। অন্যজনও ঐরূপ কথা বলল। তখন তিনি বললেন- যারা নেতৃত্ব চায় এবং এর লোভ করে, আমরা তদেরকে এ পদে নিয়োগ করি না। (বুখারী হাদীস : ৭১৪৯)

দু'আ : সিজদার তাসবীহ (তিন, পাঁচ, সাত বার)

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى.

উচ্চারণ : সুবহা'না রাব্বিয়াল আ'য়ালা ।

অর্থ : আমার মহান রবের তাসবীহ বর্ণনা করছি। (সহীহ মুসলিম : ১৮৫০)

১১ ডিসেম্বর

কুরআন : আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর

وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَ لَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ.

অর্থ : আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না। অথচ তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছ। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। (১৬-আন নাহল : আয়াত-৯১)

হাদীস : নেতা ঠিকমতো রাষ্ট্র পরিচালনা না করলে জান্নাত যেতে পারবে না

عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ اِنِّيْ مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللّٰهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيْحَةٍ اِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

অর্থ : হাসান বাসরী (রহ.) হতে বর্ণিত, উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ (রহ.) মাকিল ইবনে ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মাকিল " তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করছি যা আমি নবী ﷺ -থেকে শুনেছি। আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি যে, কোনো বান্দাকে যদি আল্লাহ জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণ কামনার সঙ্গে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। (বুখারী হাদীস : ৭১৫০)

দু'আ : রুকূর তাসবীহ (তিন, পাঁচ, সাত বার)

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ : সুবহা'না রাব্বিয়াল আ'যীম।

অর্থ : আমার মহান রবের তাসবীহ বর্ণনা করছি।

(সহীহ মুসলিম : ১৮৫০)

১২ ডিসেম্বর

কুরআন : যাকাত ব্যয়ের ৮টি খাত

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

অর্থ : যাকাত শুধু তাদের হক যারা ফকীর, মিসকীন, যারা যাকাত আদায় ও বিতরণের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, যাদের মন জয়ের প্রয়োজন, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য, আল্লাহর পথে (ফী সাবীলিল্লাহ), ও মুসাফিরদের জন্য; এটাই আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, কুশলী। (৯-আত তাওবা : আয়াত-৬০)

হাদীস : আল্লাহর পথে [জিহাদে] সকাল-সন্ধ্যা ব্যয় করা সবচেয়ে উত্তম

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

অর্থ : সাহ্ল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার ভিতরের সকল কিছু থেকে উত্তম। (বুখারী : হাদীস নং ২৭৯৪)

দু'আ : ফরজ সালাতের সালাম ফিরানোর পর প্রথমে যা পড়তে হয় (একবার)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

উচ্চারণ :আল্লাহু আকবার ।

অর্থ : আল্লাহ মহান। (বুখারী : ৭৯৫)

১৩ ডিসেম্বর

কুরআন : নিজেকে সালাত আদায়কারী বানানোর দু'আ

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ - رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

৪০. হে আমার রব! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্যে হতেও। হে আমাদের রব! আমার প্রার্থনা কবুল করুন।

৪১. হে আমার রব! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা করুন। (১৪-আল ইবরাহীম : আয়াত-৪০-৪১)

হাদীস : রাষ্ট্রের প্রধান যেভাবে জনগণের নিকট হতে বায়'আত গ্রহণ করবেন

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَاَنْ لَا نُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ وَاَنْ نَقُوْمَ اَوْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

অর্থ : উবাদাহ ইবনে সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এ মর্মে বায়'আত করলাম যে, সুখে দুঃখে আমরা তাঁর কথা শুনব ও তাকে মেনে চলব। দায়িত্বশীলদের নির্দেশের ক্ষেত্রে মতভেদে লিপ্ত হব না। যেখানেই থাকি না কেন সত্যের উপর দৃঢ় থাকব কিংবা বলেছিলেন, সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর কাজে কোনো নিন্দুকের ভয় করব না।

(বুখারী হাদীস : ৭১৯৯-৭২০০)

দু'আ : ফরজ সালাতের সালাম ফিরানোর পর যে দু'আ পড়তে হয় (তিন বার)

اَسْتَغْفِرُ اللهَ.

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লাহ ।

অর্থ : আমি আল্লাহ নিকট ক্ষমা চাই। (সহীহ মুসলিম : ১৩৬২)

১৪ ডিসেম্বর

কুরআন : নামাজ শেষে জমিনে ছড়িয়ে পড়

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : নামায পূর্ণরূপে আদায় হয়ে গেলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়। আল্লাহর দান- জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা কর এবং আল্লাহকে খুব বেশি করে স্মরণ কর। তবেই সম্ভবত তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

(৬২-আল জুমু'আ : আয়াত-১০)

হাদীস : নিয়মিত মিস্ওয়াক করার গুরুত্ব

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমার উম্মাতের ওপর যদি কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে আমি তাদেরকে মিস্ওয়াক করার হুকুম করতাম। (বুখারী হাদীস : ৭২৪০)

দু'আ : সন্তানাদি ও আবাসস্থল নিরাপদের জন্য দো'আ

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ.

উচ্চারণ : রাববিজ'আল হাযা বালাদান্ আমিনাওঁ ওয়ারঝুক্ব আহলাহূ মিনাছ্ছামারাতি মান আমানা মিনহুম বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি।

অর্থ : পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে তুমি শান্তির স্থান কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করে তাদেরকে ফলমূল দ্বারা রিযিক দান কর। (২-আল বাকারা : আয়াত-১২৬)

১৫ ডিসেম্বর

কুরআন : রোজা ফরজ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতগণের ওপর। আশা করা যায় তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্য জাগ্রত হবে। (২-বাকারা : আয়াত-১৮৩)

হাদীস : কৃত্রিমতা করা নিষেধ

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ نُهِيْنَا عَنِ التَّكَلُّفِ.

অর্থ : আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে ছিলাম। তখন তিনি বললেন- (যাবতীয়) কৃত্রিমতা হতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। (বুখারী হাদীস : ৭২৯৩)

দু'আ : নিজেকে সৎ পথে কায়েম রাখার দু'আ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

উচ্চারণ : রাব্বানা লাতুঝিগ্ কুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুন্কা রাহ্মাতান, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ দেখানোর পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করো না। নিশ্চয় তুমি সবকিছুর দাতা।

(৩-আলে ইমরান : আয়াত :৮)

১৬ ডিসেম্বর

কুরআন : লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ.

১. আমি একে (কুরআন) নাযিল করেছি কদরের রাতে।
২. আপনি কী জানেন কদরের রাত কী?
৩. কদরের রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

(৯৭-আল ক্বদর : আয়াত-১-৩)

হাদীস : আয়েশা ﷺ-এর তাকওয়া

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اِدْفِنِّيْ مَعَ صَوَاحِبِيْ وَلَا تَدْفِنِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَيْتِ فَاِنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ اُزَكّٰى.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়রকে বললেন, আমাকে আমার অন্যান্য সঙ্গিণীদের সঙ্গে দাফন করবে। আমাকে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ঘরে দাফন করবে না। কেননা, তাতে আমাকে অধিক দ্বীনদার পরহেজগার মনে করা হবে, আমি তা পছন্দ করি না। (বুখারী হাদীস : ৭৩২৭)

দু'আ : রোগ মুক্তির দু'আ {আইউব (আ)-এর বিপদের সময় পঠিত দু'আ}

اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ.

উচ্চারণ : আন্নী মাস্সানিইয়ায্ যুর্রু ওয়া আন্তা আরহামুর রাহিমীন।

অর্থ : (হে আমার প্রভু!) আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি, তুমিই তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ট দয়ালু। (২১- আল আম্বিয়া : আয়াত-৮৩)

১৭ডিসেম্বর

কুরআন : হজ্জ ফরজ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ .

অর্থ : মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ রয়েছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেই ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ বিশ্ব জগতের মুখাপেক্ষী নন। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-৯৭)

হাদীস : সূরা ইখলাসের গুরুত্ব

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ اَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَاُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ ذٰلِكَ وَكَاَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ.

অর্থ : আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, এক লোক অন্য এক লোককে বার বার 'ইখলাস' সূরা তিলাওয়াত করতে শুনল। সকাল বেলা লোকটি নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট এ বিষয়টি উল্লেখ করল। লোকটি যেন সূরা ইখলাসের গুরুত্বকে কম করছিল। এই প্রেক্ষিতে নবী ﷺ বললেন, যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি! এ সূরাটি অবশ্যই কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। (বুখারী হাদীস : ৭৩৭৪)

দু'আ : বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ .

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহি, লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।

অর্থ : আমি আল্লাহর নামে বের হচ্ছি, আল্লাহর ওপর ভরসা করছি। আল্লাহ ছাড়া কোনো অভিভাবক ও শক্তি নেই। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত ৩/২৩৩০)

১৮ ডিসেম্বর

কুরআন : আদম ও হাওয়া (আ)-এর দু'আ

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

অর্থ : তারা বলল – হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব। (৭-আল আরাফ : আয়াত-২৩)

হাদীস : মানুষের প্রতি রহম প্রসঙ্গে

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ.

অর্থ : জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন না, যে মানুষের প্রতি রহম করে না।

(বুখারী হাদীস : ৭৩৭৬)

দু'আ : ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দু'আ বা সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَاسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আন্‌তা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্বা'তু, আ'উযুবিকা মিন শাররি মা ছানা'তু আবূউলাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবূউ বিযাম্‌বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লাইয়াগফিরুয্‌যুনূবা ইল্লা আনতা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া কোনো প্রভু নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্যমত তোমার কাছে দেয়া ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনে সচেষ্ট আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আমাকে যে নিয়া'আত দান করেছে তা স্বীকার করছি এবং আমি আমার পাপ সমূহ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা, তুমি ছাড়া কেউ ক্ষমাকারী নেই।

(বুখারী, মিশকাত হা/ ২২২৭)

১৯ ডিসেম্বর

কুরআন : আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ জাহান্নামে যাওয়ার কারণ

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَأَنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْخِزْىُ ٱلْعَظِيمُ.

অর্থ : তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যারা বিরুদ্ধাচরণ করে, এমন লোকের ভাগ্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন? তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে, এটা হচ্ছে চরম লাঞ্ছনা। (৯-আত তাওবা : আয়াত-৬৩)

হাদীস : ঘুমাতে যাওয়ার আগে ও পরে দু'আ

عَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

অর্থ : হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আপন বিছানায় যেতেন, তখন বলতেন– হে আল্লাহ! আমি তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করি, আবার তোমারই নামে জীবিত হই। আবার ভোর হলে বলতেন- সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর (ঘুমের) পর জীবিত করেছেন এবং তাঁরই কাছে সমবেত হতে হবে। (বুখারী হাদীস : ৭৩৯৪)

দু'আ : কাপড় খুলে রাখার সময় দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ.

উচ্চারণ : 'বিসমিল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি। (তিরমিযী সনদ সহীহ, হিছনুল মুসলিম, পৃ:১৩)

২০ ডিসেম্বর

কুরআন : অপরাধীদের করুণ পরিণাম

وَ الَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۢ بِمِثْلِهَا ۙ وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَاۤ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

অর্থ : পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করেছে, তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি পাবে ওর অনুরূপ, এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নিবে; তাদেরকে আল্লাহ (এর শাস্তি) হতে কেউই রক্ষা করতে পারবে না, যেন তাদের মুখমন্ডলকে আচ্ছাদিত করে দেয়া হয়েছে রাত্রির অন্ধকার স্তরসমূহ দ্বারা। এরা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল থাকবে। (১০-ইউনুস : আয়াত-২৭)

হাদীস : সন্দেহ থাকলে অবশ্যই আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কোনো কিছু খাওয়া

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هَا هُنَا اَقْوَامًا حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ يَاْتُوْنَا بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِىْ يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اَمْ لَا قَالَ اذْكُرُوْا اَنْتُمْ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلُوْا.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এখানে এমন কতকগুলো সম্প্রদায় আছে, যারা সবে মাত্র শিরক ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা আমাদের জন্য গোশত নিয়ে আসে। সেগুলো যবাই করার কালে তারা আল্লাহর নাম নেয় কিনা তা আমরা জানি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে নেবে এবং তা খাবে। (বুখারী হাদীস : ৭৩৯৮)

দু'আ : নতুন কাপড় পরিধানকালে দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ .

উচ্চারণ : আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী হাযা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন গাইরি হাওলিম্‌ মিন্নী ওয়ালা কুউওয়াতিন।

অর্থ : সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাকে বিনাশ্রমে ও শক্তি প্রয়োগ ব্যতীতই রূযী দান করেছেন এবং এই পোষাক পরিধান করিয়েছেন।

(আবু দাউদ, মিশকাত হা/৪১৪৯)

২১ ডিসেম্বর

কুরআন : আল্লাহ্ কারো ওপর যুলুম করেন না

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ.

অর্থ : এটা স্থির নিশ্চিত যে, আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো যুলুম করেন না, পরন্তু মানুষ নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে। (১০-ইউনুস : আয়াত-৪৪)

হাদীস : অশীলতা হারাম

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আর কেউ নেই। এই কারণেই তিনি অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। এমন কেউ নেই যে, আত্মপ্রশংসা আল্লাহর চেয়ে বেশি ভালবাসে। (বুখারী হাদীস : ৭৪০৩)

দু'আ : বিবাহ্ পড়ানোর পর বর-কনের জন্য বিবাহ্ আসরে পঠনীয় দু'আ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

উচ্চারণ : বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া জামাআ বাইনাকুমা ফী খাইর।

অর্থ : এই বিবাহে আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন এবং তোমাদের উভয়ের ওপর বরকত হোক আর তোমাদের দু'জনকে অতি উত্তমরূপে একত্রে অবস্থান করার ব্যবস্থা করে দিন।

(আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত হাদীস :২৩৩২)

২২ ডিসেম্বর

কুরআন : উপাস্যগুলি কোনো উপকার করেনি

وَ مَا ظَلَمْنٰهُمْ وَ لٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِىْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ.

অর্থ : আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছে, বস্তুত তাদের কোনোই উপকার করেনি তাদের সেই উপাস্যগুলি যাদের তারা ইবাদত করত আল্লাহকে ছেড়ে, যখন এসে পৌঁছলো তোমার রবের হুকুম; বরং উল্টা তাদের ক্ষতি সাধন করলো। (১১-হুদ : আয়াত-১০১)

হাদীস : ঈমানদারদেরকে বালা-মুসিবত দিয়ে পরীক্ষার মধ্যে রাখা হয়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرْعِ يَفِىْءُ وَرَقُهُ مِنْ حَيْثُ اَتَتْهَا الرِّيْحُ تُكَفِّئُهَا فَاِذَا سَكَنَتْ اعْتَدَلَتْ وَكَذٰلِكَ الْمُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْاَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَتّٰى يَقْصِمَهَا اللّٰهُ اِذَا شَاءَ

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ঈমানদার শস্যক্ষেতের নরম ডগার মত। জোরে বাতাস বইলেই তার পাতা ঝুঁকে পড়ে। বাতাস শান্ত হলে, আবার সোজা হয়ে যায়। ঈমানদারদেরকে বালা-মুসিবত দিয়ে এভাবেই ঝুঁকিয়ে রাখা হয়। আর কাফেরের দৃষ্টান্ত দেবদারু গাছ, যা একেবারেই কঠিন ও সোজা হয়। ফলে আল্লাহ যখন চান সেটিকে মূলসহ উপড়ে ফেলেন। (বুখারী হাদীস : ৭৪৬৬)

দু'আ : কোনো মুসলমানের ওপর বিপদ আসলে বলতে হয়

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا

উচ্চারণ : ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজি'উন, আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুছীবাতী ওয়া আখলুফলী খাইরাম মিনহা।

অর্থ : নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে আমাকে প্রতিফল দাও এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান কর। (মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩০)

২৩ ডিসেম্বর ২৩

কুরআন : প্রত্যেকেই কৃতকর্ম পাবে

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

অর্থ : এটা এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন, আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। (১৪-আল ইবরাহীম : আয়াত-৫১)

হাদীস : আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে দৃঢ়তার সাথে চাইতে হবে

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُلْ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اِنْ شِئْتَ ارْحَمْنِيْ اِنْ شِئْتَ ارْزُقْنِيْ اِنْ شِئْتَ وَلِيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ اِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَا مُكْرِهَ لَهُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমাদের কেউ এভাবে দু'আ করো না, হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি চাইলে আমার প্রতি রহম কর। তুমি চাইলে আমাকে রিয্ক দাও, বরং দু'আ প্রার্থী খুবই দৃঢ়তার সাথে দু'আ করবে। কেননা, তিনি যা চান তাই করেন। তাকে বাধ্য করার কেউ নেই। (বুখারী হাদীস : ৭৪৭৭)

দু'আ : বিপদের সময় যা পড়তে হয়

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যালিমীন।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তুমি মহা পবিত্র। আমি যালিমদের অন্তর্গত হয়ে গেছি।" (সূরা-আম্বিয়া : আয়াত নং ৮৭)

২৪ ডিসেম্বর

কুরআন : নারী পুরুষ যে কেউ ভালো কাজ করবে তার প্রতিদান অনিবার্য

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থ : মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করব। (১৬-আন নাহল : আয়াত-৯৭)

হাদীস : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা সবচেয়ে বড় আমল

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ .

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। এক লোক (সহাবী) নবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো 'আমলটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন যথা সময়ে সালাত আদায় করা, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, অতঃপর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (বুখারী হাদীস : ৭৫৩৪)

দু'আ : রাগ দমনের দু'আ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণ: আওযু বিল্লাহি মিনাশশাই ত্বয়ানির রাজীম।

অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৬)

২৫ ডিসেম্বর

কুরআন : আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ বান্দার ওপর থাকবে

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ -

অর্থ : তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেত না; আর আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়।

(২৪-আন নূর : আয়াত-১০)

হাদীস : আল্লাহর সাহায্য দ্রুত আসে

عَنْ اَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهٖ قَالَ اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِذَا تَقَرَّبَ مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَاِذَا اَتَانِيْ مَشْيًا اَتَيْتُهٗ هَرْوَلَةً

অর্থ : আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হই। আর সে যখন আমার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে দু'হাত নিকটবর্তী হই। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। (বুখারী হাদীস : ৭৫৩৬)

দু'আ : স্ত্রীর মিলনের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব্‌নাশ্‌ শাইত্বানা ওয়া জান্নিবিশ্‌ শাইত্বানা মা রাঝাক্বতনা।

অর্থ : আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাদের এ মিলনের ফলে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ। (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৪)

২৬ ডিসেম্বর

কুরআন : যারা শিরক করত তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি

مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْئًا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

অর্থ : তাদের পশ্চাতে রয়েছে জাহান্নাম তাদের কৃতকর্ম তাদের কোনো কাজে আসবে না, তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক স্থির করেছে তারাও নয়। তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। (৪৫-আল জাসিয়া : আয়াত-১০)

হাদীস : কণ্ঠ দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهِ -

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন- আল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকারী নবীর প্রতি যত সন্তোষ প্রকাশ করেন, অন্য কোনো কিছুর প্রতি তত সন্তোষ প্রকাশ করেন না। (বুখারী হাদীস : ৭৫৪৪)

দু'আ : আয়না দেখার দু'আ

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَاَحْسِنْ خُلُقِيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা হাস্‌সান্‌তা খাল্‌ক্বী ফাআহসিন খুলূক্বী।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছ, তুমি আমার চরিত্র সুন্দর করে দাও। (আহমাদ, মিশকাত হা/৫০৯৯, হাদীস সহীহ)
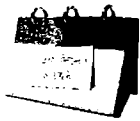
২৭ ডিসেম্বর

কুরআন : কেয়ামতের দিন পালাবার কোনো স্থান থাকবে না

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ . كَلَّا لَا وَزَرَ . اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ. الْمُسْتَقَرُّ . يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَ اَخَّرَ . بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ . وَّ لَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ.

১০. সেদিন মানুষ বলবে- আজ পালাবার স্থান কোথায়?

১১. না, কোনো আশ্রয়স্থল নেই।

১২. সেদিন আল্লাহর কাছেই অবস্থান।

১৩. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কী পশ্চাতে রেখে গেছে।

১৪. বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত।

১৫. যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে। (৭৫-কিয়ামাহ : আয়াত-১০-১৫)

হাদীস : আল্লাহর গযবের আগে রহমত অগ্রগামী

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ اِنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ غَضَبِىْ فَهُوَ مَكْتُوْبٌ عِنْدَهٗ فَوْقَ الْعَرْشِ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার অগ্রে একটি লেখা লিখে রেখেছেন। তা হলো "আমার গযবের ওপর আমার রহমত অগ্রগামী হয়েছে", এটি তাঁরই নিকটে আরশের ওপর লেখা আছে। (বুখারী হাদীস : ৭৫৫৪)

দু'আ : খাবারের শুরুতে নিম্মের দু'আ পড়তে হয়

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ .

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি ওয়া আ'লা বারাকাতিল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহ বরকত দানের মালিক।

২৮ ডিসেম্বর

করআন : রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের দায়ে জাহান্নাম অবধারিত

وَ مَنۡ يُّشَاقِقِ الرَّسُوۡلَ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الۡهُدٰى وَ يَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيۡلِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصۡلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتۡ مَصِيۡرًا -

অর্থ : আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তাহলে সে যাতে অভি-নবিষ্ট আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তিত করাব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব; এবং ওটা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন স্থল। (৪-আন নিসা : আয়াত-১১৫)

হাদীস : অযূর পর বিশেষ দু'আ

عَنۡ عُمَرَ بۡنِ الۡخَطَّابِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ ﷺ مَنۡ تَوَضَّأَ فَأَحۡسَنَ الۡوُضُوۡءَ ثُمَّ قَالَ : اَشۡهَدُ اَنۡ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحۡدَهٗ لَا شَرِيۡكَ لَهٗ وَاَشۡهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبۡدُهٗ. اَللّٰهُمَّ اجۡعَلۡنِىۡ مِنَ التَّوَّابِيۡنَ, وَاجۡعَلۡنِىۡ مِنَ الۡمُتَطَهِّرِيۡنَ فُتِحَتۡ لَهٗ ثَمَانِيَةُ اَبۡوَابِ الۡجَنَّةِ يَدۡخُلُ مِنۡ اَيِّهَا شَاءَ.

অর্থ : ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি খুব ভালো করে অযূ করে এই দু'আ পড়ে তবে জান্নাতের আটটি দরজাই তার জন্য খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়েই সে ইচ্ছা করবে সেটি দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। দু'আটির অর্থ হলো :

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কেউ শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ্! আমাকে তওবাকারীদের মধ্যে শামিল কর এবং পবিত্রদের অন্তর্ভুক্ত কর। (তিরমিযী হাদীস- ৫৫৪৯৮, ইবনে মাজাহ-৪৭০ সহীহ)

দু'আ : গাধার ডাক শুনলে যে দু'আ পড়তে হয়

اَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطَانِ الرَّجِيۡمِ.

উচ্চারণ: আওযুবিল্লাহি মিনাশশাই ত্বয়ানির রাজীম।

অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(বুখারী হাদীস : ৩৩০৩)

২৯ ডিসেম্বর

কুরআন : কম হাসো বেশি কাঁদো

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

অর্থ : অতএব, তারা অল্প কয়েকদিন হেসে (খেলে) কাটিয়ে দিক, আর তারা প্রচুর কাঁদবে, ঐ সব কাজের বিনিময়ে যা তারা অর্জন করেছিল।

(৯-আত তাওবা : আয়াত-৮২)

হাদীস : ছবি তোলা হারাম

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِيْ فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً اَوْ لِيَخْلُقُوْا حَبَّةً اَوْ شَعِيْرَةً

অর্থ : আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন- আল্লাহ্ বলেছেন : তাদের চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে, যে আমার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে? তা হলে তারা একটা অণু কিংবা শস্যদানা কিংবা যব তৈরী করুক। (বুখারী হাদীস : ৭৫৫৯)

দু'আ : মুরগের ডাক শুনলে যে দু'আ পড়তে হয়

اَسْئَلُ اللهَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ : আসআলুল্লাহা মিন ফাদলিকা।

অর্থ : আমি আল্লাহর নিকট তোমার কল্যাণ কামনা করছি।

(বুখারী : ৩৩০৩)

৩০ ডিসেম্বর

কুরআন : মুমিনের বিশেষ তিনটি বৈশিষ্ট্য

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

অর্থ : মু'মিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন সেটা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর করে।

(৮-আল আনফাল : আয়াত-২)

হাদীস : রাসূল ﷺ মৃত্যুর সময় কোনো সম্পদ রেখে যাননি

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَّا سِلَاحَهٗ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَاَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

অর্থ : আমর ইবনে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) কিছুই রেখে যাননি, কেবল তাঁর অস্ত্র, একটি সাদা খচ্চর ও এক টুকরা জমি, যা সদাকা করে গিয়েছিলেন। (বুখারী হাদীস : ২৯১২)

দু'আ : অযূর শুরুতে দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

অর্থ : পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।
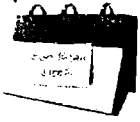
৩১ ডিসেম্বর

কুরআন : তোমার কর্ম, তোমার আমার কর্ম আমার

قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ . لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ . وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ . وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ . وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ . لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ .

১. (হে নবী!) তুমি বলে দাও, হে কাফিররা!
২. আমি (তাদের) ইবাদত করি না, যাদের ইবাদত তোমরা কর,
৩. আর তোমরা (তাঁর) ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি।
৪. এবং আমি (কখনই তাদের) ইবাদতকারী নই– যাদের ইবাদত তোমরা কর।
৫. আর তোমরা (তার) ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি।
৬. (এ দ্বীনের মধ্যে কোনো ধরণের মিশ্রণ সম্ভব নয়, অতএব) তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে– আর আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।

(১০৯-আল কাফিরুন : আয়াত-১-৬)

হাদীস : অমুসলিম রাজাদের নিকট চিঠি দিয়ে দাওয়াত পৌছিয়েছেন

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﷺ مَا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اِلٰى قَيْصَرَ وَقَالَ فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْاَرِيْسِيِّيْنَ .

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সা) কায়সারের নিকট চিঠি লিখেছিলেন এবং এতে বলেছিলেন, যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে রাখ তাহলে প্রজাদের পাপের বোঝা তোমার ওপরেই চাপানো হবে।

(বুখারী হাদীস : ২৯৩৬)

দু'আ : উচ্চারণে সহজ, ওজনে ভারী আর আল্লাহর নিকটও খুব প্রিয়।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ .

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আ'যীম।

অর্থ : আমি প্রশংসার সাথে আল্লাহর পবিত্রতা আদায় করছি, আমি আরো বর্ণনা করছি মহামহীম আল্লাহর মাহাত্ম্য। (বুখারী : ৬৪০৬)

কুরআন কেন পড়ি না ?

এ বাস্তবতা কতইনা বেদনাদায়ক যে, আমরা প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়ার জন্য দুই ঘণ্টা বা তিন ঘণ্টা সময় ব্যয় করি, কিন্তু কুরআন মাজীদ শিখা, বুঝা, অনুধাবনের জন্য পনের বিশ মিনিটও মিলে না। আমাদের প্রিয় জন্মভূমির শতকরা ৯০ জন লোকই পরিবার-পরিজনকে নিয়ে টিভির সামনে বসে প্রিয় জীবনের মূল্যবান সময় বরবাদ করে কিন্তু নিজ পরিবার-পরিজন নিয়ে বসে কুরআন মাজীদ শিখার, শিখানোর জন্য সামান্য সময়ও জোটে না। সন্তান চার-পাঁচ বৎসরে পৌঁছলেই পিতা-মাতা তাকে পার্থিব শিক্ষা দীক্ষা দেয়া প্রসঙ্গে ব্যস্ত হয়ে যায়, যে তাকে কোনো স্কুলে ভর্তি করানো যায়, ভবিষ্যতে তাকে কি বানানো যায়।

অথচ কুরআন শিখানোর ব্যাপারে মোটেও চিন্তা আসে না। পার্থিব শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে পিতা-মাতা পানির মত টাকা-পয়সা ব্যয় করে কিন্তু কুরআন শিক্ষার জন্য এর দশভাগের এক ভাগ খরচ করাও পিতা-মাতার জন্য কষ্ট সাধ্য হয়ে যায়। ফলে দেখা যায় যে, বিশ-পঁচিশ বছরের একটি ছেলের নিকট চাকুরির পাওয়ার জন্য তিন থেকে দশ ধরনের ডিগ্রী থাকে, কিন্তু পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও কুরআন কারীম একবার খতম করার মত ডিগ্রী থাকে না।

কুরআন কারীম শিক্ষার ব্যাপারে পুরো মুসলিম উম্মাহর সার্বিক অবস্থাও দুঃখজনক। কোনো মহল্লা, বাজার, মার্কেট, পার্ক বা বিনোদন কেন্দ্রে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো বাসে চড়লে চতুর্দিক থেকে লজ্জাষ্কর গান, কান ফাটা মিউজিকের শব্দ ভেসে আসে। এমনকি আযান, সালাত, জুমু'আর খোতবার সময়ও আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা তা শ্রবণ করা থেকে নিজেদেরকে নিবৃত্ত রাখতে প্রস্তুত নয়। এর বিপরীতে কতজন দোকানদার, কয়টি মহল্লা বা কয়টি বাস এমন পাওয়া যাবে যেখানে গান বাজানোর পরিবর্তে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত হচ্ছে।

হয়ত বা হাজারে একটিও পাওয়াও অনিশ্চিত। লা হাওলা ওলা কুওয়্যাতা ইল্লাহ বিল্লাহিল আলিয়্যুল আযীম। কুরআনে কারীমের শিক্ষা থেকে এ মারাত্মক অবহেলা এবং অমনযোগিতার একটি কারণ এ হতে পারে যে, কুরআন কারীমের গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা। আমাদের এ ধারণাই নেই যে দুনিয়ায় আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, যাবতীয় চিন্তা, দুঃখ অসুস্থতার চিকিৎসা এ কুরআন কারীমে রয়েছে। দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর আলমে বারযাখে (কবরে) এ কুরআন কারীমই আমাদের মুক্তির বাহন হবে।

এমনভিাবে আলমে বারযাখের পর, আখিরাতে এ-কুরআন কারীমই আমাদের সুপারিশকারী হবে। আমাদের এ প্রসঙ্গে কোনো অনুভূতিই নেই যে, আল্লাহ তায়ালা কুরআন কারীমকে আমাদের জন্য কত বড় নি'আমত হিসেবে দান করেছেন। কুরআন কারীম থেকে হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়ার পরিবর্তে আমরা একে কেবল খায়ের ও বরকতের কিতাব মনে করে বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে উপহার হিসেবে পেশ করা, মেয়েকে বিদায় দেয়ার সময় তাঁর ছায়া দিয়ে তাকে অতিক্রম করানো, ঝগড়া-বিবাদের সময় তা নিয়ে কসম করা বা তাকে সাক্ষী হিসেবে ব্যবহার করা, জ্বিন তাড়ানো প্রসঙ্গে তা দিয়ে তাবীজ বানানো। মানুষ মৃত্যুবরণ করলে কবরে খতম করানো, বিপদের সময় এর মাধ্যমে কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ। মৃতদেরকে ঈসালে সোয়াবের উদ্দেশ্যে তা পাঠ করিয়ে নেয়া ইত্যাদিকে আমরা ধরে নিয়েছি যে, এ বুঝি কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য। অথচ তা হলো এমন যে, কোনো পাগলের হাতে হিরা, জাওহরের বহুত বড় ভাণ্ডার থাকা এবং সে তা পাথরের টুকরা মনে করে উদ্দেশ্যহীনভাবে নষ্ট করার মত।

কুরআন কারীম থেকে দূরে থাকা এবং তার প্রতি অমনযোগিতার একটি কারণ হলো একথা মনে করা যে, কুরআন কারীম অনেক কঠিন গ্রন্থ। এটা পড়া এবং বুঝা শুধু আলেম ওলামার কাজ, এটা সকলের বুঝার বিষয় নয়। যদি এ ধারণা সঠিক হত তাহলে কবরে প্রশ্নের জবাব দিতে না পারা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর এ কঠোরতা কেন করা হয় যে, لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ -তুমি কি শিখ নাই এবং পড় নাই?

আল্লাহ তায়ালা কুরআন কারীমে এ ভ্রান্তির সমাধানে বলেন যে-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ.

অর্থ : শিক্ষার গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ কুরআনকে আমি তোমাদের জন্য সহজ করেছি, আছে কি কেউ? যে এখান থেকে শিক্ষা নিবে। (৫৪-কামার : আয়াত-১৭)

আমরা একথা বিশ্বাস করি যে, সত্যই কুরআন কারীমে এমন কিছু স্থান আছে যা সকলের জন্য বুঝা কষ্টকর। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, এ কারণে কি পূর্ণ কুরআন পড়া থেকে বিরত থাকা ঠিক হবে? যদি কোনো ছাত্রের পদার্থ বা রসায়নের কোনো সূত্র বুঝতে কষ্ট হয়, তাহলে তো তার পিতা-মাতা একথা বলে না যে, বাবা এটা বাদ দাও, এটা তোমার বুঝার বিষয় নয়।

বরং ছেলের জন্য উঁচু মানের কোনো গৃহ শিক্ষক ঠিক করে দেয়া হয়, যাতে করে ছেলে পরীক্ষায় কামিয়াব হতে পারে। পার্থিব যে কোনো বিষয়ে আমাদের মাথা এত কাজ করে কিন্তু দ্বীনের কঠিন স্থানে চলে আসলে তা বুঝার চেষ্টা না

করে দ্রুত তা পড়া ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অথচ উচিত ছিল এই যে, গভীরভাবে তা অধ্যয়ন করা, এর পর যদি কোনো কিছু ঝুঝতে সমস্যা হয়, তাহলে সফলতা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক সাধনা করা। এমন না করা যে, প্রথম দিনই না পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে পরীক্ষায় ফেলের ব্যাপারে সীলমোহর মেরে বসে না থাকা।

কুরআন কারীম বুঝা থেকে দূরে থাকার আরো একটি কারণ এও হতে পারে যে, কিছু সংখ্যক মানুষ অধিক জ্ঞান হাছিল করাকে ধ্বংসের কারণ মনে করে, তাদের ধারণা যে ইবলীসও বড় পণ্ডিত ছিল এবং নিজ পাণ্ডিত্বের কারণেই গোমরাহ হয়েছে। কাজেই যতটুকু জানা আছে এর ওপর আমল করাই যথেষ্ট। এ ভ্রান্তিও শয়তানের একটি কুপ্রবঞ্চনা। ইবলীস তার পাণ্ডিত্বের কারণে নয়; বরং সে গোমরাহ হয়েছিল তার গর্ভ অহংকারের কারণে। এ বিষয়ে জ্ঞানীদের প্রশংসায় আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে।

(সূরা : ফাতের আয়াত - ২৮)

অন্য স্থানে মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেন–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? (সূরা যুমার : আয়াত-৯)

বয়সের কারণে কোনো কোনো মানুষ কুরআন মাজীদ পড়তে লজ্জাবোধ করে। মূলত এটাও একটি খারাপ দিক। কেননা, পার্থিব বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যু পর্যন্ত তার উন্নতি কল্পে সাধনা চালায় অথচ এটাকে সে বে-মানান বলে মনে করে। কিন্তু দ্বীনের বিষয় হলে এ সমস্ত চিন্তা-ভাবনা কি করে চলে আসে? সাহাবাগণের মধ্যে কেউ পঞ্চাশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কেউ ষাট বছর বয়সে, এর পর তারা কুরআন কারীম শিখেছে, কেউ কেউ তা মুখস্থ করেছে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন– দ্বীনি ইলম হাছিল করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয (ত্বাবারানী)। এ জন্য নবী করীম ﷺ কোনো বয়স নির্ধারণ করেন নাই। কুরআন কারীম শিখা থেকে মানুষের দূরে থাকার আরো একটি কারণ হলো এই যে, বিভিন্ন ধরনের পাঁচ সূরা, বিভিন্ন ওযিফার বই, যা মানুষ প্রতি দিনের রুটিনভিত্তিক কাজে পরিণত করেছে, মূলত তা করা প্রয়োজন ছিল

কুরআন কারীম প্রসঙ্গে। আর যারা এগুলো পাঠ করে তারা এরপর কুরআন কারীম তিলাওয়াতের আর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না।

কুরআন কারীমের কিছু কিছু সূরা এবং আয়াতের অবশ্যই ফযিলত আছে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, শুধু এ সমস্ত সূরাগুলোকে যথেষ্ট মনে করে অবশিষ্ট গোটা কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকবে; বরং এর অর্থ হলো এই যে, নিয়মিত কুরআন কারীম তিলাওয়াত করার পর যে অধিক নেকী হাছিল করতে চাইবে সে এ সূরাগুলো তিলাওয়াত করবে।

অনুরূপভাবে কিছু সংখ্যক দ্বীনি সংগঠন নিজেদের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অর্জনের নিমিত্তে তাদের সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট সিলেবাস নির্ধারণ করে দেয়। যদিও তা কোনো দোষণীয় ব্যাপার নয়। কিন্তু সিলেবাসকে এত গুরুত্ব দেয়া যে, দাওয়াতের মূল ভীত্তি এরই ওপর। তা নিঃসন্দেহে দোষণীয় ব্যাপার। কুরআন কারীমের বাছাইকৃত কতগুলো আয়াত তিলাওয়াত করা মোটেও কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে নয়।

মূল উদ্দেশ্যে হলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা কুরআন পাঠ করা, এর হুকুম আহকাম প্রসঙ্গে জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। সাধারণ মানুষকে কুরআন কারীম শিখা থেকে দূরে রাখার বিষয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে সূফীবাদীদের আকীদা। তাদের মতে কুরআন কারীমের একটি জাহেরী অর্থ আর একটি বাতেনী, তাদের মতে, কুরআনের জাহেরী অর্থের চেয়ে বাতেনী অর্থই উত্তম তবে তা তিলাওয়াতের মাধ্যমে হাছিল হয় না বরং তা সিনা বা সিনায় হাছিল হয়ে থাকে। সূফীদের নিকট একথা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে, "ইলম দারসী না বুদ দারসিনা বুদ" ইলম পড়ার মাধ্যমে অর্জিত হয় না; বরং তা হয়ে থাকে সিনা বা সিনা (অন্তর থেকে অন্তরে)। কোনো কোনো সূফী আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেছেন : "আল ইলমু হিজাবুল আকবার" কুরআনী ইলম তরীকতের রাস্তায় বিরাট বাধা।

ভেবে দেখুন, যে দলের মূল ভিত্তি কুরআন কারীম থেকে দূরে রাখার এবং যার মূলভিত্তি হলো মানব রচিত মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে দলের সদস্য বা দায়িত্বশীল হয়ে কুরআনের পক্ষে কথা বলার সাহস কয়জনের আছে? কুরআন কারীমের বিষয়ে আমাদের এ গাফলত ও অমনযোগিতা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য ক্ষতি বয়ে আনবে এবং লজ্জার কারণ হবে। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার মত রাস্তা শুধু এই যে, আমরা যত দ্রুত সম্ভব কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ করব, অতীত জীবনে আপ্রাণ চেষ্টা করা কুরআন কারীম আমাদেরকে শুধু এ দুনিয়াতেই হেদায়েত, কল্যাণ ও বরকতে আলোকময় করবে না, বরং কবরেও দৃঢ়পদ থাকা ও আখিরাতে মুক্তির পথ সুগম করবে। ইনশাআল্লাহ!

কুরআন বুঝা সহজ

কুরআন বুঝা সকলের জন্যই সহজ। কুরআনে আল্লাহ বলছেন : আমি আল্লাহ কুরআনকে বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। আল্লাহ নিজে বলেছেন কুরআন বুঝা সহজ। কিন্তু আমাদের দেশে এক শ্রেণির মুসলিম মসজিদের মধ্যে বসে আলোচনা করেন এবং বলেন কুরআন আমাদের বুঝার কাজ না। আমরা সাধারণ পাবলিক। আমরা কুরআনের বুঝবো কি? কুরআন বুঝবে আলেমরা, কুরআন বুঝবে বড় বড় মুহাদ্দেস বা মুফাসসিররা, আমরা এসব বুঝব না। একথা যারা বলেন আর বিশ্বাস করেন তারা শয়তানের বড় ধরনের প্ররোচনায় পড়ে ভুলের মধ্যে আছেন। কারণ কুরআন কি আল্লাহ এ জন্য নাযিল করেছেন যে, কুরআন শুধু মাওলানারা বুঝবে আর যারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ইউনিভার্সিটি গ্যাজুয়েট তারা বুঝবে না, আল্লাহ কি এমন একটা দুর্বোধ্য কিতাব নাযিল করেছেন?

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অঙ্ক একটা সহজ সাবজেক্ট না কঠিন সাবজেক্ট? অবশ্যই একটা কঠিন সাবজেক্ট। যে ছেলে অঙ্ক বুঝে তার কাছে এটা পানির মত, আর যে বুঝে না তার জন্য পাহাড়ের মত। কিন্তু এই ছেলে অঙ্ক যে বুঝে সে তো চেষ্টা করেই বুঝেছে। চেষ্টা না করে জন্ম গ্রহণ করেই তো অঙ্ক করা শিখেনি। তাই কুরআন বুঝার জন্য একদিনও চেষ্টা করলাম না খালি মুরুব্বিরা কি বলে তাই শুনে গেলাম তাহলে হবে কী করে?

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমাকে ভয় করে আমার পথে যে চলতে চায় তার জন্য আমার রাস্তা খুলে দেই। চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবে। আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন দুর্বোধ্য কিতাব হিসেবে নয়, বুঝার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন- আপনি বলুন আমার রবের কালেমার ব্যাখ্যা লিখার জন্য যদি সারা পৃথিবীর সমুদ্র আর মহাসমুদ্রের পানি কালি বানানো হয় আর তাই দিয়ে যদি আমার রবের কালেমার ব্যাখ্যা লিখা শুরু হয়ে যায় লিখতে লিখতে সারা পৃথিবীর পানি শেষ হয়ে যাবে আমার আল্লাহ তা'আলার কালেমার ব্যাখ্যা লিখা শেষ হবে না। এ হচ্ছে সেই কুরআন। অনেকে মনে করেন কুরআনের চাইতে বিজ্ঞান উন্নত। এটি ভুল। বিজ্ঞানের আবিষ্কার যত বাড়বে বিজ্ঞানীরা কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের কাছে ভিক্ষুকের মত দাঁড়িয়ে থাকবে। কুরআন হচ্ছে বিজ্ঞানের উৎস। আমেরিকার নাসাতে চারজন বিজ্ঞানীকে রাখা হয়েছে যাদের ফুলটাইম অফিসিয়াল কাজ হচ্ছে শুধু কুরআন পড়া, কুরআন নিয়ে গবেষণা করা। বিজ্ঞানীরা আজ যা আবিষ্কার করছেন তা কুরআনের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ১৪শত বছর আগে বলে রেখেছেন। যেমন কিছু দিন আগে

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন ব্লাক-হোল এর কথা, কিন্তু আল্লাহ এই কথা বলে রেখেছেন অনেক আগেই। কুরআনের মধ্যে বিজ্ঞান আছে, দর্শন আছে, রাজনীতি আছে, এর মধ্যে অঙ্ক আছে, ভুগোল আছে, ইতিহাস আছে। এর মধ্যে স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, শিক্ষানীতি, যুদ্ধনীতি, বন্দিনীতি, ভূ-তত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, জোতিবিজ্ঞান কী নেই? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন সব কিছু খুলে খুলে আমি কুরআনের মধ্যে বর্ণনা করে দিয়েছি।

তবে কুরআনের মধ্যে বিজ্ঞান আছে বলে এটা বিজ্ঞানের ওপর কোনো বই নয়। কুরআনের মধ্যে ইতিহাস আছে বলে এটা ইতিহাসের বই নয়। কুরআনের মধ্যে ভূগোল আছে বলে এটা ভূগোলের বই নয়। এর মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি আছে বলে এটা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির বই নয়। এর মধ্যে ফৌজদারী, দন্ডবিধি, জুডিসিয়াল ল আছে বলে এটা কোনো পেনাল কোডের বই নয়। তবে এটা কী?

এটি হচ্ছে পৃথিবী পরিচালনা করার জন্য, গোটা মানবগোষ্ঠী পরিচালনা করার জন্য যত নীতির প্রয়োজন সমস্ত নীতির মূলনীতি এই কিতাবের মধ্যে রয়েছে। আমরা যদি কুরআন বুঝি তাহলে সব বুঝা হবে। আমরা নানা রকম পড়াশোনা করে নানা প্রফেশনাল হই, অবসর সময় পেলে গল্প-উপন্যাস-কবিতা পড়ি কিন্তু শুধুমাত্র কুরআন পড়ি না আর বুঝার চেষ্টাও করি না, আর বলি সব জানি। আইনস্টাইন সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'জীবনের শেষে জ্ঞান সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সামান্য বালুকণা নিয়ে নাড়াচাড়া করে গেলাম কিন্তু অকুল জ্ঞানসমুদ্রের কিছুই দেখতে পারলাম না। এটা হলো জ্ঞানীদের কথা। আর আমাদের যাদের জ্ঞান কম তারা বলি সব জানি, সব বুঝি। আসলে কিছুই জানি না। সত্যিকার জ্ঞানীরা কখনো দাবি করেন না সব বুঝেন।

জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ কুরআনে শিখিয়ে দিয়েছেন, পড় "রাব্বি যিদনী ইলমা" "আয় আল্লাহ আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও"। যে জ্ঞান দিয়ে আল্লাহকে অস্বীকার করা হয় তা আবু জেহেলের জ্ঞান আর যে জ্ঞান দিয়ে আল্লাহকে চেনা যায় তা মুহাম্মাদ ﷺ-এর জ্ঞান।

কুরআন তো এসেছিল মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন "হে নবী কুরআন এ জন্য নাযিল করিনি যারপরও আপনি হতভাগ্য হয়ে থাকবেন"। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ কুরআনকে সম্মান করেছে ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষেরা সম্মানিত ছিলেন। আর যখন কুরআন ত্যাগ করেছে তখন আমাদের ওপর নেমে এসেছে অশান্তি।

কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক আজ তাবিযের সম্পর্ক। কুরআনের কাছে তখন যাই যখন কিছু চুরী হয়ে যায়। তখন মৌলভী সাহেবের কাছে যাওয়া হয়। হুজুর আমার তো ঘর থেকে সোনা চুরী হয়ে গেছে। চাল পড়া দেন অথবা একটা তাবিয লিখে দেন। তাহলে বুঝা গেল কুরআন এসেছে চাল পড়া বা তাবিয লিখার জন্য, চোর ধরার জন্য। যদি তাই হয় কুরআন মাজীদের কোনো আয়াত পড়ে চালে ফুঁ দিয়ে সে চাল পড়া দিয়ে যদি চোর ধরা যেত বিশ্বাস করুন পৃথিবীতে মুসলিম দেশগুলোতে পুলিশের চাকুরী থাকত না। ঐখানে সব চাকুরী হতো মৌলভী সাহেবদের। তাদের বস্তায় বস্তায় চাল দেয়া হতো আর বলা হতো হুজুররা আপনারা শুধু চাল পড়বেন আর চোর ধরবেন। এটাই আপনাদের কাজ।

কুরআন মাজীদ চোর ধরার জন্য আসেনি। ডাকাত ধরার জন্য আসেনি। হত্যাকারীকে ধরার জন্য আসেনি এই কুরআন। তাহলে কুরআন কেন এসেছে? কুরআন এসেছে চুরীকে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেয়ার জন্যে। কুরআন ডাকাত ধরতে আসেনি, ডাকাতীকে বন্ধ করার জন্যে। হত্যাকারীকে ধরতে আসেনি অবৈধ রক্তপাতকে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেবার জন্য কুরআন এসেছে। কুরআন স্বৈরাচারকে ধরতে আসেনি স্বৈরাচারের কণ্ঠকে চিরকালের জন্য নিরব ও নিস্তব্ধ করে দিতে এসেছে।

আমরা বুঝিনি। কুরআনকে চুমা দিয়েছি, মাথায় লাগিয়েছি, বুকে লাগিয়েছি। এ পর্যন্তই। কুরআনকে চুমা দিব, মাথায় লাগাব, কিন্তু কুরআন বুঝিও না, পড়তেও পারি না, আমলও করি না। চুমা দিয়ে কাজ হবে? ডাক্তার আমাকে প্রেসক্রিপশন দিল, আমি প্রেসক্রিপশন নিয়ে মাথায় লাগালাম, বুকে লাগালাম, অথবা গ্লাসের মধ্যে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেলাম, অথবা পুটলি বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখলাম, রোগ ভালো হবে? যদি কোনো রোগী এমন ব্যবহার করে আমরা তাকে কী বলবো? পাগল তাই নয় কি? আর কুরআনের সাথে আমরা কী করছি? আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দেয়া এই মহা প্রেসক্রিপশন। আল্লাহ মহান চিকিৎসক। তিনি দিয়েছেন গোটা পৃথিবীব্যাপী মানসিক রোগ, শারীরিক রোগ, সামাজিক রোগ, রাজনৈতিক রোগ। রোগ থেকে মুক্ত হয়ে গোটা পৃথিবীতে শান্তি আর আখিরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের একটি পথ নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা করেছেন এই কুরআনের মধ্য দিয়ে। মৌলভী সাহেবের কাছে যাওয়া হলো, কোনো আলেম সাহেব, ইমাম সাহেব উনার কাছে যাওয়া হলো উনি লাল কালি দিয়ে কতগুলি আয়াত লিখে দিলেন আর আমি তা ভিজিয়ে ভিজিয়ে ৪১ দিন খেলাম! আস্তাগফিরুল্লাহ। কী অন্যায়! অথবা তাবিজ বানিয়ে রূপার মাদুলীর মধ্যে ঢুকিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখলাম! মহা অন্যায়! আল্লাহর কুরআনের সাথে এ ব্যবহার করার জন্য এই কুরআন নাযিল করেননি। আমরা অন্যায় করছি।

হ্যাঁ কুরআন থেকে ইচ্ছে করলে কেউ ঝাড় ফুক দিতে পারেন। এটা জায়েয আছে কিন্তু ভুল বুঝা যাবে না, কুরআন ঝাড়-ফুঁকের জন্য নাজিল করা হয় নাই। ঝাড় ফুকের জন্য সূরা ফাতিহা এবং সূরা ফালাক আর নাস ব্যবহার করা যেতে পারে। নবী করীম ﷺ ঝাড় ফুক করেছেন। সাহাবারা করেছেন। কিন্তু নবী করীম ﷺ তাবিজ লিখেন নাই। তাবিজের অনুমতি দেন নাই। নবী করীম ﷺ-এর লক্ষাধিক সাহাবীর একজন সাহাবীও জীবনে তাবিজ লিখেন নাই। অথচ আমরা কুরআনকে তাবিজ বানিয়েছি। এই তাবিজ থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে। এই ধরণের শিরক থেকে মুক্ত হতে হবে। কুরআন পড়তে ও শিখতে হবে এবং বুঝতে হবে। কুরআন বুঝা নিজের জন্য ফরয বানিয়ে নিতে হবে। কুরআন শিক্ষা করা আমাদের জন্য ফরয। এই ফরয কুরআন শিক্ষা বাদ দেয়ার কারণেই আজ পৃথিবীর মুসলিমদের কাছে যারা গোলাম তারা মাথায় চড়ে বসেছে।

কুরআন শুধু মাথা ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে তিলাওয়াত করার জন্য আসেনি। আবার তিলাওয়াতের অর্থও আমরা ঠিক মতো জানি না। তিলাওয়াত আরবি শব্দ এর আভিধানিক অর্থ আবৃত্তি বা recitation নয়। আরবি ডিকশনারী অনুযায়ী তিলাওয়াত অর্থ to follow বা অনুসরণ করা। অর্থাৎ তিনটি বিষয়ের combination হচ্ছে তিলাওয়াত।

১. যা পড়া হবে তা শুদ্ধ করে পড়া
২. যা পড়া হবে তা বুঝা এবং
৩. যা বুঝা হবে তা জীবনে বাস্তবায়ন করা। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, সূরা বাকারা পড়তে তার আড়াই বছর সময় লেগেছে। অথচ তার ভাষা আরবি। শুধু সূরা বাকারা পড়তে তার এতো সময় লাগলো কেন তার ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, তিনি এটা পড়েছেন, বুঝেছেন এবং নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন।

অথচ আমরা এই কিতাব না বুঝে শুধু খতমের পর খতম দেই। বিশেষ করে রমদান মাসেতো খতমের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়, কে কত খতম দিল! আবার দেখা যায় সবার ঘরেই কুরআন আছে কিন্তু অনেকেই তা মকমলের কাপড় দিয়ে পেচিয়ে ঘরের ওপরের তাকে খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছেন যেন তা সহজে কেউ স্পর্শ করতে না পারে। দিনের পর দিন এভাবে থেকে তার ওপর ধুলা পরে যায়। আর এই কিতাব কখন নামানো হয়? কখন কাপড়ের গিলাপ থেকে বের করা হয় যখন কেউ মারা যায়। তখন মৃত্যের কোনো কোনো আত্মীয়-স্বজন বসে যান তিলাওয়াত করার জন্য, লাশকে সূরা ইয়াসিন পড়ে শুনানো হয়। এছাড়া মসজিদ-মাদরাসা থেকে হুজুর ভাড়া করে আনা হয়

কুরআন খতম করার জন্য। কী আশ্চর্যের বিষয় কুরআন তিলাওয়াত করে শুনানো হচ্ছে মৃত লাশকে, ডেড বডিকে। অথচ আল-কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি আয়াতও নেই যা মৃত মানুষের জন্য।

কুরআন মানব জাতির সঠিক হেদায়াতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে। তাই এর নাম হলো কিতাবুল্লাহ বা আল্লাহর কিতাব। এ কিতাব শেষ নবী ও শ্রেষ্ঠতম রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে অহী যোগে নাযিল করা হয়েছে। এ কিতাব শুদ্ধভাবে পড়ে শুনানো এবং এর সঠিক অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও রাসূলের ওপরই দেয়া হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবের রচয়িতা এবং রাসূল ﷺ-এর ব্যাখ্যাদাতা। মানব জাতির পার্থিব শান্তি ও পরকালীন মুক্তি এ কিতাবের শিক্ষার ওপরই নির্ভরশীল। তাই এ কিতাব সব মানুষের পক্ষেই বুঝতে পারা সম্ভব। অবশ্যই সবাই এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করার যোগ্য না-ও হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা কুরআন সম্পর্কে বলেছেন- "এটা মানুষের জন্য এক বিবৃতি এবং মুত্তাকিদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৮)

কুরআন থেকে হেদায়াত পাওয়ার জন্য কুরআনকে বুঝতে পারাই হলো প্রথম শর্ত। বুঝবার সাথে সাথে তাকওয়ার শর্তও থাকতে হবে। কুরআন যা মানতে বলে তা মানতে রাজী হওয়া এবং যা ছাড়তে বলে তা ছাড়তে প্রস্তুত থাকাই হলো তাকওয়া। কিন্তু যে কুরআন বুঝে না সে কী করে তাকওয়ার পথে চলবে? তাই সবাইকেই প্রথমে কুরআন বুঝতে হবে।

অবশ্য কুরআন বুঝবার মান সবার এক হতে পারে না। যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী মান ভিন্ন ভিন্ন হবেই। আল্লাহ তা'আলা কারো কাছ থেকেই তার যোগ্যতার অতিরিক্ত দাবি করেন না। কিন্তু দুনিয়ার জীবনে প্রত্যেককেই যে সব দায়িত্ব পালন করতে হয় তা কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী হতে হবে। যারা পড়তে জানে না তারা কুরআনের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের কাছে থেকে জেনে নিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু যারা পার্থিব জীবনের সামান্য ৫০/৬০ বছরের মধ্যে ২০/৩০ বছর শুধু রুজি রোজগারের জন্যই বিভিন্ন শিক্ষায় খরচ করে, তারা যদি কুরআনকে ভালোভাবে বুঝবার চেষ্টা না করে তাহলে আখিরাতে আল্লাহর কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবে? দুনিয়াতে এত বিদ্যা শিখেও কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা সত্যিই চরম লজ্জার বিষয়। যারা কিছু লেখাপড়া জানে তাদের পক্ষে কুরআন বুঝা সম্ভব এবং একটু মনোযোগ দিলে এটা সহজও বটে। আরবি ভাষা যারা মোটামুটি বুঝে তারা কুরআন বুঝতে যে বেশি তৃপ্তি বোধ করে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কুরআন বুঝবার জন্য আরবি জানা শর্ত নয়। আরবি না জানলেও কুরআনের বক্তব্য বুঝা সম্ভব।

১১৪ সূরার নাম, নামের অর্থ, রূকু ও আয়াত সংখ্যা

ক্রমিক নং	সূরার নাম	সূরার অর্থ	রুকু সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
১.	আল ফাতিহা	শুরু (প্রারম্ভ)	১	৭
২.	আল বাকারা	গাভী	৪০	২৮৬
৩.	আলে ইমরান	ইমরানের পরিচয়	২০	২০০
৪.	আন নিসা	নারীগণ	২৪	১৭৬
৫.	আল মায়িদা	খাদ্যপূর্ণ পাত্র	১৬	১২০
৬.	আল আন'য়াম	গৃহপালিত জন্তু	২০	১৬৫
৭.	আল আ'রাফ	আ'রাফ	২৪	২০৬
৮.	আল আনফাল	যুদ্ধলব্ধ মাল	১০	৭৫
৯.	আত তাওবা/বারাআত	পাপের জন্য পরিতাপ	১৬	১২৯
১০.	ইউনুস	ইউনুস (নবী)	১১	১০৯
১১.	হূদ	হূদ (নবী)	১০	১২৩
১২.	ইউসুফ	ইউসুফ (নবী)	১২	১১১
১৩.	আর রা'আদ	মেঘের গর্জন	৬	৪৩
১৪.	ইবরাহীম	ইবরাহীম (নবী)	৭	৫২
১৫.	আল হিজর	শিলাময় অঞ্চল	৬	৯৯
১৬.	আন নাহল	মৌমাছি	১৬	১২৮
১৭.	বনি ইসরাঈল	বনী ইসরাঈল/রাত্রি ভ্রমণ	১২	১১১
১৮.	আল কাহফ	গুহা	১২	১১০
১৯.	মারইয়াম	মারিয়াম	৬	৯৮
২০.	ত্ব-হা	ত্ব-হা	৮	১৩৫
২১.	আল আম্বিয়া	নবীগণ	৭	১১২
২২.	আল হাজ্জ	হাজ্জ	১০	৭৮
২৩.	আল মু'মিনূন	মু'মিনগণ	৬	১১৮
২৪	আন নূর	আলো	৯	৬৪
২৫.	আল ফুরকান	সত্য-মিথ্যার মাফকাঠি	৬	৭৭
২৬.	আশ শুআরা	কবিগণ	১১	২২৭
২৭.	আন নামল	পিঁপড়া	৭	৯৩

ক্রমিক নং	সূরার নাম	সূরার অর্থ	রুকূ সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
২৮.	আল কাসাস	ঘটনা ও কাহিনী	৯	৮৮
২৯.	আল আনকাবুত	মাকড়সা	৭	৬৯
৩০.	আর রূম	রোমকগণ	৬	৬০
৩১.	লুকমান	লুকমান	৪	৩৪
৩২.	আস সাজদাহ	সিজদা	৩	৩০
৩৩.	আল আহযাব	আক্রমণকারী বাহিনী	৯	৭৩
৩৪.	সাবা	সাবা (সাম্রাজ্য)	৬	৫৪
৩৫.	আল ফাতির	যিনি স্রষ্টা/সৃষ্টিকর্তা	৫	৪৫
৩৬.	ইয়া-সীন	ইয়া-সীন	৫	৮৩
৩৭.	আস সাফ্ফাত	সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান (হয় যারা)	৫	১৮২
৩৮.	সা-দ	সা-দ (আরবি একটি অক্ষর)	৫	৮৮
৩৯.	আয যুমার	দলে দলে	৮	৭৫
৪০.	আল মুমিন (গাফির)	বিশ্বাসী (ঈমানদার)	৯	৮৫
৪১.	হা-মীম আস সাজদাহ/ফুসসিলাত	ব্যাখ্যাকৃত	৬	৫৪
৪২.	আশ শূরা	পরামর্শ	৫	৫৩
৪৩.	আয যুখরুফ	সোনার অলংকার	৭	৭৯
৪৪.	আদ দুখান	ধুঁয়া	৩	৫৯
৪৫.	আল জাসিয়া	নতজানু অবস্থায়	৪	৩৭
৪৬.	আল আহকাফ	উপত্যকা	৪	৩৫
৪৭.	মুহাম্মাদ	মুহাম্মাদ (নবী)	৪	৩৮
৪৮.	আল ফাত্‌হ	বিজয়	৪	২৯
৪৯.	আল হুজুরাত	কামরা	২	১৮
৫০.	ক্বাফ	ক্বাফ	৩	৪৫
৫১.	আয যারিয়াত	বিক্ষিপ্তকারী (বাতাস)	৩	৬০
৫২.	আত তূর	তূর (পাহাড়)	২	৪৯
৫৩.	আন নাজম	তারকা	৩	৬২
৫৪.	আল কামার	চাঁদ	৩	৫৫
৫৫.	আর রাহমান	অশেষ দয়ালু	৩	৭৮
৫৬.	আল ওয়াকি'আ	ঘটনাটি (কিয়ামত)	৩	৯৬
৫৭.	আল হাদীদ	লোহা	৪	২৯

ক্রমিক নং	সূরার নাম	সূরার অর্থ	রুকূ সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
৫৮.	আল মুজাদালা	অনুযোগকারী মহিলা	৩	২২
৫৯.	আল হাশর	একত্র করা	৩	২৪
৬০.	আল মুমতাহিনা	সেই মহিলা যার পরীক্ষা নেয়া হয়েছে	২	১৩
৬১.	আস সফ	কাতার/সারি	২	১৪
৬২.	আল জুমু'আ	জুমু'আ	২	১১
৬৩.	আল মুনাফিকুন	মুনাফিকগণ	২	১১
৬৪.	আত তাগাবুন	হার-জিত	২	১৮
৬৫.	আত তালাক	তালাক	২	১২
৬৬.	আত তাহ্রীম	হারাম করা	২	১২
৬৭.	আল মূলক	কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্ব	২	৩০
৬৮.	আল কলম	কলম	২	৫২
৬৯.	আল হাক্কাহ	সুনিশ্চিত ঘটনা	২	৫২
৭০.	আল মা'আরিজ	ওপরে উঠার সিঁড়িগুলি	২	৪৪
৭১.	নূহ	নূহ (নবী)	২	২৮
৭২.	আল জিন	জিন	২	২৮
৭৩.	আল মুযযাম্মিল	বস্ত্রাবৃত	২	২০
৭৪.	আল মুদ্দাসসির	চাদরাবৃত	২	৫৬
৭৫.	আল কিয়ামাহ	কিয়ামত	২	৪০
৭৬.	আল দাহর/ইনসান	সময়/মানুষ	২	৩১
৭৭.	আল মুরসালাত	প্রেরিত বায়ু	২	৫০
৭৮.	আন নাবা	কিয়ামত বা পরকালের খবর	২	৪০
৭৯.	আন নাযিআত	সজোরে (প্রাণ) নির্গতকারী (ফিরিশতাগণ)	২	৪৬
৮০.	আবাসা	বেজার মুখ	১	৪২
৮১.	আত তাকভীর	গুটানো (গুটিয়ে ফেলা)	১	২৯
৮২.	আল ইনফিতার	দীর্ণ হওয়া/ ফেলে যাওয়া	১	১৯
৮৩.	আল মুতাফফিফীন	প্রতারকগণ	১	৩৬
৮৪.	আল ইনশিকাক	দীর্ণ হওয়া (ফেটে যাওয়া)	১	২৫
৮৫.	আল বুরূজ	তারকাপুঞ্জ	১	২২

ক্রমিক নং	সূরার নাম	সূরার অর্থ	রুকূ সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
৮৬.	আত তারিক	নক্ষত্র	১	১৭
৮৭.	আল আ'লা	সুমহান, শ্রেষ্ঠ	১	১৯
৮৮.	আল গাশিয়াহ	আচ্ছন্নকারী (কিয়ামতের) ঘটনা	১	২৬
৮৯.	আল ফজর	ফজর	১	৩০
৯০.	আল বালাদ	শহর	১	২০
৯১.	আশ শামস	সূর্য	১	১৫
৯২.	আল লাইল	রাত	১	২১
৯৩.	আদ দুহা	উজ্জ্বল দিন	১	১১
৯৪.	আল ইনশিরাহ	প্রশস্ত বক্ষ	১	৮
৯৫.	আত তীন	ডুমুর ফল	১	৮
৯৬.	আল 'আলাক	জমাট রক্তপিন্ড	১	১৯
৯৭.	আল কদর	কদর (ক্ষমতা/ভাগ্য)	১	৫
৯৮.	আল বাইয়্যেনাহ	স্পষ্ট দলিল	১	৮
৯৯.	আল যিলযাল	ভূমিকম্প	১	৮
১০০	আল আদিয়াত	ধাবমান (ঘোড়াগুলো)	১	১১
১০১.	আল কারিআহ	ভয়াবহ দুর্ঘটনা	১	১১
১০২.	আত তাকাসুর	অধিক প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা	১	৮
১০৩.	আল আসর	সময়/কাল	১	৩
১০৪.	আল হুমাযাহ	পশ্চাতে নিন্দাকারী	১	৯
১০৫.	আল ফীল	হাতী	১	৫
১০৬.	আল কুরাইশ	কুরাইশ	১	৪
১০৭.	আল মাউন	সাধারণ প্রয়োজনের জিনিস	১	৭
১০৮.	আল কাউসার	ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ	১	৩
১০৯.	আল কাফিরূন	কাফিরগণ	১	৬
১১০.	আল নাসর	সাহায্য	১	৩
১১১.	আল লাহাব	আগুনের শিখা	১	৫
১১২.	আল ইখলাস	আন্তরিকতা	১	৪
১১৩.	আল ফালাক	সকালবেলা (ঊষা)	১	৫
১১৪.	আন নাস	মানুষ	১	৬

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবী, রাসূল ও মুমিনদের দু'আসমূহ

যাদের দু'আ	দু'আর বিষয়	সূরা নং, নাম ও আয়াত নং
অপরাধীদের দু'আ বিচার দিনে	পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোর জন্য	৩২-সাজদা : ১২
আদম ও হাওয়া আ. -এর দু'আ, জান্নাত থেকে বের করে দেয়ার পর	অপরাধ ক্ষমা করার জন্য	৭- আরাফ : ২৩
আসহাবে কাহফের দু'আ	রহমত লাভের জন্য	১৮-কাহফ : ১০
আসহাবে কাহফের দু'আ	আল্লাহ ছাড়া অন্যকে না ডাকার	১৮-কাহফ : ১৪
আইয়ুব আ. এর দু'আ	কষ্ট দূর করার জন্য	২১-আম্বিয়া : ৮৩
আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের দু'আ	তওবাকারী / অনুতপ্তদেরকে ক্ষমার, জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য ও জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য	৪০-মু'মিন : ৭-৯
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	মক্কার নিরাপত্তার জন্য এবং মু'মিন মক্কাবাসীদের রিযিকের জন্য	২-বাকারা : ১২৬
ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ. এর দু'আ	মক্কার ভিত্তি ও নির্মাণ কাজ কবুল করার জন্য	২-বাকারা : ১২৭-১২৯
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	মৃতকে জীবিত করে দেখানোর জন্য	২-বাকারা : ২৬০
ইমরান আ.-এর দু'আ	গর্ভের সন্তানকে কবুল করার জন্য দু'আ	৩-আলে-ইমরান : ৩৫
ইউসফ আ.-এর দু'আ	আযীযের স্ত্রী যখন জেলে পাঠানোর হুমকি দেয়	১২-ইউসুফ : ৩৩
ইউসুফ আ.-এর দু'আ	ইউসুফ আ. এর দু'আ-মুসলিম হিসেবে মৃত্যু পাওয়ার জন্য	১২-ইউসুফ : ১০০
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	মক্কার নিরাপত্তা, হেদায়েত ও স্বীয় বংশের রিযিকের জন্য	১৪-ইবরাহীম : ৩৫-৩৭
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	আল্লাহর অসীম জ্ঞানের প্রশংসামূলক ও বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ	১৪-ইবরাহীম : ৩৮-৪০

যাদের দু'আ	দু'আর বিষয়	সূরা নং, নাম ও আয়াত নং
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	নিজের মাতা-পিতা ও মুমিনদের জন্য	১৪-ইবরাহীম : ৪১
ইউনুস/জুন্নুন আ.-এর দু'আ	মাছের পেট থেকে রক্ষার জন্য	২১-আম্বিয়া : ৮৭
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	জ্ঞান দান, সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত ও পিতাকে ক্ষমা করার জন্য	২৬-শু'আরা : ৮৩-৮৯
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	সুসন্তানের জন্য	৩৭-সফফাত : ১০০
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	পিতাকে ক্ষমা করা ও কাফেরদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত না করার জন্য	৬০-মুমতাহিনা : ৪-৫
ঈসা আ.-এর অনুসারী-হাওয়ারীদের দু'আ	সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য	৩-আলে ইমরান : ৫৩
ঈসা আ.-এর দু'আ	খাবার টেবিলের জন্য	৫-আল মায়েদা : ১১৪
জাকারিয়া আ.-এর দু'আ	সুসন্তানের জন্য	৩-আলে-ইমরান : ৩৮
জাকারিয়া আ.-এর দু'আ	নিদর্শনের জন্য	৩-আলে-ইমরান : ৪১
জান্নাতীদের দু'আ	জালিমদের অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য	৭-আল-আরাফ : ৪৭
জাহান্নামীদের দু'আ	দলপতিদের শাস্তি দ্বিগুণ করার জন্য	২৮-সাদ : ৬১
জ্ঞানীদের দু'আ	হেদায়াতের পর অন্তর বাঁকা না করা জন্য এবং রহমত দানের জন্য	৩-আলে ইমরান : ৮-১৩
তালুত বাহিনীর দু'আ	ধৈর্য, দৃঢ়তা ও কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য	২-বাকারা : ২৫০
নবীদের দু'আ	পাপ ও বাড়াবাড়ি ক্ষমা করা, দৃঢ়তা ও সাহায্যের জন্য	৩-আলে-ইমরান : ১৪৭
নূহ আ.-এর দু'আ	সন্তানকে প্লাবন থেকে বাঁচানোর জন্য	১১-হূদ : ৪৫
নূহ আ.-এর দু'আ	ক্ষমা প্রার্থনা অজানা বিষয়ে প্রশ্ন করা বিষয়ে	১১-হূদ : ৪৭
নূহ আ.-এর দু'আ	সাহায্যের জন্য	২৩-মু'মিন : ২৬
নূহ আ.-এর দু'আ	কল্যাণকরভাবে অবতরণ করানোর জন্য	২৩-মু'মিন : ২৯
নূহ আ.-এর দু'আ	মীমাংসা ও উদ্ধারের জন্য নিজেকে ও মুমিনদেরকে	২৬-শু'আরা : ১১৭-১১৮

যাদের দু'আ	দু'আর বিষয়	সূরা নং, নাম ও আয়াত নং
নূহ আ.-এর দু'আ	সম্প্রদায় থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য	৫৪-কামার : ১০
নূহ আ.-এর দু'আ	সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধির জন্য	৭১-নূহ : ২১-২৪
নূহ আ.-এর দু'আ	সম্প্রদায়ের ধ্বংস কামনা করে	৭১-নূহ : ২৬-২৭
নূহ আ.-এর দু'আ	নিজের জন্য, পিতা-মাতার জন্য ও সকল মু'মিন নর-নারীর জন্য	৭১-নূহ : ২৮
ফিরআউনের দু'আ	নদীতে ডুবে যাওয়ার সময়	১০-ইউনুস : ৯০
ফিরআউনের স্ত্রীর দু'আ (আসিয়ার দু'আ)	জান্নাতে আল্লাহর পাশে ঘর নির্মাণের ও ফিরআউন থেকে মুক্তির জন্য	৬৬-তাহরীম : ১১
বাগান মালিকদের দু'আ	ইনশাআল্লাহ না বলার ভুল স্বীকার প্রসঙ্গে	৬৮-কালাম : ২৯
বিপদগ্রস্ত মানুষের দু'আ	বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য	১০-ইউনুস : ২২
বুদ্ধিমান মুমিনদের দু'আ	শাস্তি থেকে রক্ষা, অপরাধ ক্ষমা ও সৎলোকদের সাথে মৃত্যু দানের জন্য	৩-আলে-ইমরান : ১৯১-১৯৪
মানুষের নিষ্ফল দু'আ	যারা শুধু দুনিয়ার কল্যাণ চায়	২-বাকারা : ২০০
মানুষের সফল দু'আ	যারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণ চায়	২-বাকারা : ২০১
মু'মিনের দু'আ	আল্লাহর সাহায্য লাভ ও সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য	১-ফাতিহা : ১-৭
মুত্তাকী বান্দাদের দু'আ	পাপ ক্ষমা করা ও আগুনের শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য	৩-আল ইমরান : ১৬
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	আল্লাহকে সকল রাজত্ব ও সম্মানের অধিকারী ঘোষণা করার জন্য	৩-আ-ইমরান : ২৬-২৭
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	সালাত, ইবাদত ও জীবন-মৃত্যু আল্লাহর জন্য নিবেদন করার জন্য	৬-আনআম : ১৬১-১৬৩
মূসা আ.-এর দু'আ	আল্লাহর জ্যোতি দেখে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার	৭-আল আরাফ : ১৪৩
মূসা আ.-এর দু'আ	নিজের ও ভাইয়ের জন্য	৭-আল আরাফ : ১৫১
মূসা আ.-এর দু'আ	সম্প্রদায়ের জন্য	৭-আল আরাফ : ১৫৫
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	আল্লাহর ওপর নির্ভর করার দু'আ	৯-আত তাওবা : ১২৯

যাদের দু'আ	দু'আর বিষয়	সূরা নং, নাম ও আয়াত নং
মূসা আ.-এর অনুসারীদের দু'আ	ফিরআউন সম্প্রদায় হতে মুক্তি পেতে	১০-ইউনুস : ৮৪-৮৫
মূসা আ.-এর দু'আ	ফিরআউনের সম্পদ ধ্বংস ও অন্তর কঠোর করা প্রসঙ্গ	১০-ইউনুস : ৮৮
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	ভালোভাবে মদিনায় প্রবেশ করানো ও মক্কা থেকে বহির্গমনের জন্য	১৭-বনী ইসরাঈল : ৮০
মু'মিন আহলে কিতাবের দু'আ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ	১৭-বনী ইসরাঈল : ১০৮
মূসা আ.-এর দু'আ	বক্ষ প্রশস্ত করা, মুখের জড়তা দূর করা ইত্যাদির জন্য	২০-ত্বহা : ২৫-৩৫
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	সত্য বিচারের জন্য	২২-হাজ্জ : ১২
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য	২৩-মুমিনুন : ৯৩-৯৪
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	শয়তানের প্ররোচনা ও উপস্থিতি থেকে রক্ষার জন্য	২৩-মুমিনুন : ৯৭-৯৮
মু'মিনদের দু'আ	ক্ষমা ও দয়ার জন্য	২৩-মুমিনুন : ১০৮
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	ক্ষমা ও দয়ার জন্য	২৩-মুমিনুন : ১১৮
মু'মিন বান্দাদের দু'আ	জাহান্নামের শাস্তি ফিরানোর জন্য	২৫-ফুরকান : ৬৫-৬৬
মু'মিন বান্দাদের দু'আ	চক্ষু শীতলকারী স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের জন্য	২৫-ফুরকান : ৭৪
মূসা আ.-এর দু'আ	ফিরআউন কর্তৃক হত্যার আশংকা	২৬-শুআরা : ১২-১৪
মূসা আ.-এর দু'আ	ভুল ক্ষমা করার জন্য	২৮-কাসাস : ১৬-১৭
মূসা আ.-এর দু'আ	মানুষ হত্যার কারণে মৃত্যুর আশঙ্কায় সাহায্য প্রার্থনা	২৮-কাসাস : ৩৩-৩৪
মু'মিনদের দু'আ	আল্লাহর মহত্ত্ব ও প্রশংসা বর্ণনা এবং রাসূলদের প্রতি শান্তি বর্ষণের জন্য	৩৭-সাফফাত : ১৮০-১৮২
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	বিরোধপূর্ণ বিষয়ে মিমাংসার জন্য	৩৯-যুমার : ৪৬
মু'মিনদের দু'আ বাহনের উঠার	আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনার জন্য	৪৩-যুখরুফ : ১৩-১৪
মু'মিনদের দু'আ	শাস্তি প্রত্যাহারের জন্য	৪৪-দুখান

যাদের দু'আ	দু'আর বিষয়	সূরা নং, নাম ও আয়াত নং
মু'মিনদের দু'আ	অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায়, সৎকর্ম সম্পাদন ও সন্তানের সংশোধনের জন্য	৪৬- আহকাফ : ১৫
মু'মিনদের দু'আ	ক্ষমা করার জন্য এবং হিংসা-বিদ্বেষ দূর করার জন্য	৫৯-হাশর : ১০
মু'মিনের দু'আ মৃত্যুর সময়	দান করার অবকাশ দেয়ার জন্য	৬৩-মুনাফিকুন : ১০
মু'মিনের দু'আ	অন্ধকার, যাদুকারিণী ও হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় লাভের জন্য	১১৩-ফালাক : ১-৫
মু'মিনের দু'আ	কুমন্ত্রণাকারী, জিন ও মানুষের ক্ষতি থেকে আশ্রয় লাভের জন্য	১১৪-নাস : ১-৬
যাকারিয়া আ.-এর দু'আ	ওলি সন্তানের জন্য	১৯-মারইয়াম : ৪-৬
যাকারিয়া আ.-এর দু'আ	বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের খবরে বিস্ময় প্রকাশ করে	১৯-মারইয়াম : ৮
যাকারিয়া আ.-এর দু'আ	নিদর্শন প্রেরণের জন্য	১৯-মারইয়াম : ১০
যাকারিয়া আ.-এর দু'আ	আশ্রয়ের জন্য	১৯-মারইয়াম : ১৯
যাকারিয়া আ.-এর দু'আ	একা না রাখার জন্য উত্তরাধিকারীর জন্য	২১-আম্বিয়া : ৮৯
রানি বিলকিসের দু'আ	নিজের ভুল স্বীকার করে সুলায়মানের সাথে আত্মসমর্পণ করার ঘোষণা	২৭-নামল : ৪৪
লূত আ.-এর দু'আ	নিজেকে ও পরিবারকে রক্ষার জন্য	২৬-শুআরা : ১৬৯
লূত আ.-এর দু'আ	সাহায্য করার জন্য বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের মোকাবেলায়	২৯-আনকাবুত : ৩০
শু'আইব আ.-এর অনুসারীদের দু'আ	মু'মিন ও কাফিরদের মাঝে ন্যায় বিচারের জন্য	৭-আল-আরাফ : ৮৯
সব মু'মিন ও রাসূলদের দু'আ	ভুল ভ্রান্তি, অন্যায় ক্ষমার জন্য, সামর্থের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে না দেয়ার জন্য	২-বাকারা : ২৮৫-২৮৬
সন্তানের দু'আ	মাতা পিতার জন্য	১৭-বনী ইসরাইল : ২৪
সুলায়মান আ.-এর দু'আ	অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও সৎকর্ম সম্পাদনের এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য	২৭-নামল : ১৯
সুলায়মান আ.-এর দু'আ	ভুল ক্ষমা করে সাম্রাজ্য দানের জন্য	৩৮-সাদ : ৩৫

হাদীস সম্পর্কে কিছু কথা

১. হাদীসের শ্রেণি : হাদীসকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়।
যেমন-
ক. কাওলী, খ. ফেলী, গ. তাকরিরী।

ক. কাওলী হাদীস– কোনো বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোনো কথা বিধৃত হয়েছে, তাকে 'কাওলী হাদীস' বলে।

খ. ফেলী হাদীস : প্রিয় নবী ﷺ-এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের মধ্য দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি পরিস্ফুট হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তার কোনো কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে, তাকে ফেলী হাদীস বলে।

গ. তাকরিরী হাদীস : সাহাবাগণের যে সব কথা ও কাজ প্রিয় নবী ﷺ-এর অনুমোদন ও সমর্থন প্রাপ্ত হয়েছে। অতএব এ ধরনের কোনো ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাকে তাকরিরী হাদীস' বলে।

*** উসূলে হাদীস :** যে শাস্ত্রে হাদীস বর্ণনার বিভিন্ন দিক ও তার খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু এবং বর্ণিত হাদীসের অবস্থা আলোচনা করা হয়, তাকে উসূলে হাদীস' বলে।

হাদীসের কতিপয় পারিভাষিক শব্দ

১. সাহাবা বা সাহাবী : যিনি ঈমানের সঙ্গে প্রিয় নবী ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন, তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন অথবা জীবনের একবার তাঁকে দেখেছন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁকে 'সাহাবা বা সাহাবী' বলা হয়।

২. তাবেয়ী : যিনি সাহাবার নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলিম হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁকে 'তাবেয়ী' বলে।

৩. মুহাদ্দিস : যিনি হাদীস চর্চা করেন, বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাঁকে 'মুহাদ্দিস' বলে।

৪. রিজাল : হাদীসের রাবী সমষ্টিকে 'রিজাল' বলা হয়। আর যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবন আলোচনা করা হয়, তাকে 'আসমা-উর রিজাল' বলে।

৫. রিওয়াত ও রাবী : হাদীস বর্ণনা করাকে 'রিওয়ায়াত' বলে। আর যিনি হাদীস বর্ণনা করেন তাঁকে 'রাবী' বলা হয়।

৬. সনদ : হাদীসের যে কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় সংকলনকারী অথবা বর্ণনাকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে 'সনদ' বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক বিন্যাসিত থাকে।

৭. মতন : হাদীসের মূলকথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে 'মতন' বলে।

৮. ছিকাহ্ : যে রাবীর মধ্যে সততা ও স্মৃতি শক্তির গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, তাঁকে 'ছিকাহ' বলে

৯. হাদীসে কুদসী : যে সমস্ত হাদীসের ভাব সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত কিন্তু তিনি (রাসূল ﷺ) তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন এবং বর্ণনায় সময় 'মহান আল্লাহ তায়ালার বলেন' বলে বর্ণনা করেছেন, তাকে হাদীসে কুদসী বরে।

১০. মারফু : যে হাদীসে প্রিয় নবী ﷺ এর কোনো কথা, কাজ অথবা অনুমোদনের আলোচনা হয় এবং যার সনদের ধারাবাহিকতা প্রিয় নবী (সা) পর্যন্ত পৌঁছে, তাকে 'মারফু' হাদীস বলে।

১১. মাওকুফ : যে হাদীসে সাহাবাদের কথা, কাজ ও অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা হয়, তাকে 'মাওকুফ হাদীস' বলে। মাওকুফ হাদীসকে আছারও বলা হয়।

১২. মাকতু : যে হাদীসে কোনো তাবেয়ী কথা, কাজ ও অনুমোদনের উল্লেখ থাকে, তাকে 'মাকতু' বলে।

১৩. মুত্তাসিল : যে হাদীসের মধ্যে সনদের ধারাবাহিকতার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোনো স্তবেই কোনো রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে 'মুত্তাসিল হাদীস' বরে।

১৪. মুরসাল হাদীস : যে হাদীসে সাহাবীদের নাম বাদ দিযে তাবেয়ী সরাসরি রাসূল ﷺ -এর নাম উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে হাদীসে মুরসাল বলে।

১৫. সহীহ্ : যে হাদীসের সনদে প্রত্যক রাবীই নির্ভরযোগ্য। প্রিয় নবী ﷺ পর্যন্ত ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন এবং ক্রটিমুক্ত হাদীসকে সহীহ' হাদীস বলা হয়।

১৬. যায়ীফ : যে হাদীসের রাবী গুণগত মানের নিচে, তাকে 'যায়ীফ' হাদীস বলে।

১৭. হাসান : যে হাদীসের কোনো রাবীর গুণে অপরিপূর্ণতা রয়েছে, তাকে 'হাদীসে হাসান' বলা হয়।

১৮. মাওযু : যে হাদীসের রাবীর সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, এমন হাদীসকে 'মাওযু হাদীস' বলে।

১৯. মুতাওয়াতির : যে হাদীস প্রত্যেক যুগে এত সংখ্য লোক বর্ণনা করেছেন, যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই এইসব হাদীসকে 'মুতাওয়াতির' বলা হয়।

২০. সুনান : যে গ্রন্থে শুধুমাত্র ইবাদাত, আহকাম ও মুয়ামেলাত সংক্রান্ত হাদীসের বিপুল সমাবেশ এবং বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিন্যাস করা হয়, তাকে 'সুনান' বলে।

২১. মুসনাদ : যে সব গ্রন্থে সাহাবা থেকে বর্ণিত হাদীসমূহ তাঁদের নামের অক্ষর অনুযায়ী সজ্জিত থাকে, তাকে 'মুসনাদ' বলে ।

২২. সুনানে আরবাআ : তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাকে একত্রে 'সুনানে আরবাআ' বলা হয়।

২৩. সিহাহ্ সিত্তা : বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাকে একত্রে 'সিহাহ্ সিত্তা' বলে।

বিখ্যাত ৬ জন হাদীস সংকলকদের জীবনকাল

নং	নাম	জন্ম (শহর)	হিজরী/খৃীঃ	মৃত্যু (শহর)	হিজরী/খৃীঃ
১	বুখারী	বুখারা (উজবেকিস্তান)	১৯৪/৮১০	খারতাংক (সমরকান্দ, ইরান)	২৫৬/৮৭০
২	মুসলিম	নিশাপুর (খোরাসান, ইরান)	২০৪/৮২০	নিশাপুর (ইরান)	২৬১/৮৭৫
৩	আবু দাউদ	শিস্তান (ইরান)	২০২/৮১৭	বসরা (ইরাক)	২৭৫/৮৮৮
৪	নাসাঈ	নাসা (খোরাসান, ইরান)	২১৫/৮৩০	মাক্কা (সৌদি আরব)	৩০৩/৯১৫
৫	তিরমিযী	তিরমিয (ইরান)	২০৯/৮২৮	তিরমিয (ইরান)	২৭৯/৮৯৬
৬	ইবনে মাজাহ	কাজভিন (ইরান)	২০৯/৮২৮	কাজভিন (ইরান)	২৭৩/৮৯০

মোট সংগৃহীত হাদীস এবং সেখান থেকে পরিত্যাগ ও গ্রহণ

নং	নাম	মোট সংগৃহীত হাদীস	পরিত্যাগ	গ্রহণ
১	বুখারী	৬০০,০০০	৯৯.০০	৭,৭৬২
২	মুসলিম	৩০০,০০০	৯৮.৫৫	৪,৩৪৮
৩	আবু দাউদ	৩০০,০০০	৯৮.৯৬	৩,১১৫
৪	নাসাঈ	৫০০,০০০	৯৯.০৪	৪,৮০০
৫	তিরমিযী	৪০০,০০০	৯৯.০০	৪,০০০
৬	ইবনে মাজাহ	২০০,০০০	৯৭.৮৩	৪,৩২১
মোট		২,৩০০,০০০	৯৮.৭৫%	২৮,৩৪৬ (১.২৫%)

চার খলিফার খিলাফত কাল

খলিফা	নাম	খিলাফতের কাল (খ্রীঃ)	মৃত্যু (হিজরী/খ্রীঃ)
১ম	আবু বকর আস-সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	৬৩২ - ৬৩৪	১৩/৬৩৪
২য়	ওমর ইবন আল-খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	৬৩৪ - ৬৪৪	২৩/৬৪৪
৩য়	ওসমান ইবন আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	৬৪৪ - ৬৫৬	৩৫/৬৫৬
৪র্থ	আলি ইবন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	৬৫৬ - ৬৬১	৪০/৬৬১

সাহাবীদের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনাকৃত হাদীসের সংখ্যা

সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	বর্ণনাকৃত হাদীসের সংখ্যা
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	৫,৩৭৪
আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা	২,২১০
আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	১,৬৬০
আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	১,৬৩০
যাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	১,৫৪০
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	১,২৮৬
আবু সাইয়েদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	১,১৭০
আব্দুল্লাহ ইবন মাসুদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	৮৪৮
আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	৭০০
মোট =	১৬,৪১৮

◆ ◆ ◆

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান	১২০০
৪.	আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)	২২৫
৫.	সচিত্র বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনী	৬০০
৬.	কিতাবুত তাওহীদ -মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ- ১কুরআন ও হাদীস সংকলন -মোঃ রফিকুল ইসলাম	৪০০
৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না -আয়িদ আল কুরনী	৪০০
৯.	বুলূগুল মারাম -হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ)	৫০০
১০.	শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন -সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	৯০
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির -মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা -ইকবাল কিলানী	১৬০
১৩.	মুত্তাফাকুন আলাইহি	৯০০
১৪.	৩৬৫ দিনের ডায়েরী- কুরআন হাদীস ও দুয়া -মো ঃ রফিকুল ইসলাম	২৫০
১৫.	সহীহ আমলে নাজাত	২২৫
১৬.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায -মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন -মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	বিবাহ ও তালাকের বিধান -মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	২২৫
১৯.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টা -মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় -আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী -মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী -মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন -সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন -মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা -মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা -ইকবাল কিলানী	২২৫
২৭.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) -ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলীর ৫০টি সমাধান - আব্দুল হামীদ ফাইজী	১২০
২৯.	ইসলামী দিবসসমূহ ও কার চাঁদের ফযিলত - মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম	১৮০
৩০.	দোয়া কবুলের শর্ত -মোঃ মোজাম্মেল হক	৯০
৩১.	আয়াতুল কুরসীর তাফসীর -ফজলে ইলাহী	১২০
৩৩.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন -ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭৫
৩৪.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ -আবুল কাসেম গাজী	১৬০
৩৫.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা -শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	৯০
৩৬.	আল-হিজাব পর্দার বিধান -মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন	১২০
৩৭.	মদিনা সনদ ও বাংলাদেশের সংবিধান -মোঃ রফিকুল ইসলাম	১৪০
৩৮	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মুহাম্মদ (স) -মাওঃ আঃ ছালাম মিয়া	২৫০